নেপালী ছত্রি



শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজং॥



শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়
প্রণীত



শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
৬১ বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট অফিসে প্রকাশকের
নিকট প্রাপ্তব্য।



চুঁচুড়া, বুধোদয় যন্ত্র
১৩২৩ সাল



মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং চুঁচুড়া বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ড আফিসে প্রকাশকের
নিকট প্রাপ্তব্য।

চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীরাজকুমার সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

এডুকেশন গেজেটে ১৩১২ সালে অনেকগুলি প্রবন্ধ "নেপালী গুর্খা" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইগুলিই কিছু পরিবর্ত্তিত এবং অনেকটা পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

লেখক।

নেপালি ছত্রি।

প্রথম অধ্যায়।

(যোদ্ধা ও যুদ্ধবিদ্যা।)

রুস-জাপানীয় যুদ্ধের (১৯০৪-১৯০৫) আলোচনা উপলক্ষে কোন ইংরাজ লেখক একখানি সাময়িক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন "পৃথিবীর সকল জাতীয় সৈন্যই কখন না কখন রণস্থলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছে—কেবল জাপানী সামুরাই এবং গুর্খা-ছত্রী তাহা কখনই করে নাই।"

ক্ষাত্রধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাভারতের কথা—"ক্ষত্রস্যোরসি ক্ষত্রং পৃষ্ঠে ব্রহ্ম ব্যবস্থিতং"—ক্ষত্রিয়ের বুকের দিকে ক্ষত্রিয় ভাগ, উহার পৃষ্ঠে ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় নিজের বুকে আঘাত লইতেই অধিকারী, পলায়নপর হইয়া পৃষ্ঠে আঘাত পাইবার পথে নিজেকে ফেলিলে তাহাকে ব্রহ্মহত্যার পাতকভাগী হইতে হয়। ফলতঃ ব্রাহ্মণ (অপর জাতির পক্ষে পাদ্রি, মোল্লা বা ফুঙ্গি) রক্ষার জন্য অর্থাৎ জাতীয় ধর্ম্ম ও শাস্ত্রব্যবস্থা রক্ষার জন্য—প্রকৃত বীরপুরুষেরা রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া প্রাণ দিয়া থাকেন।

সে যাহা হউক, গুর্খা ও জাপানী "কেহই" "কখন কোথাও রণস্থলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই, এরূপ উচ্চ প্রশংসা একেবারেই সঠিক ঐতিহাসিক সত্য না হইলেও জাপানী ও গুর্খা রেজিমেণ্ট যে যুদ্ধে হারিবার মত হইয়া পড়িলে সাধারণতঃ দাঁড়াইয়া মরে—*পলায় না—ইহা সকলেই স্বীকার করেন। রুসজাপানীয় যুদ্ধে পোর্ট আর্থার প্রভৃতি বহু স্থলেই জাপানীয়েরা রেজিমেণ্টের পর রেজিমেণ্ট মৃত্যুমুখে সোজা চলিয়া গিয়াছে—কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। গুর্খার সর্ব্বপ্রধান যুদ্ধে—প্রবল প্রতাপ ইংরাজের সহিত যুদ্ধে(১৮১৫)—গুর্খা ছত্রি যে অটল সাহস দেখাইয়াছিল, তাহা বিজেতা ইংরাজকে একেবারেই মুগ্ধ করে—সেই জন্যই শিখ, পাঠান, অযোধ্যার ব্রাহ্মণ, সাধারণ রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয় ও তেলিঙ্গা বীর সকল ইংরাজের স্বীয় অধিকারে লক্ষ লক্ষ থাকিতেও ভারত গবর্ণমেণ্ট নেপাল অধিকার হইতে বহুসহস্র গুর্খা সিপাহী সংগ্রহ করিয়াছেন—এমন কি নেপালের আয়তন ও অধিবাসী সংখ্যা ধরিলে উহা হইতেই ইংরাজের সিপাহী সংগ্রহের অনুপাত অপর সকল প্রদেশ অপেক্ষা অধিক!

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুর একটু স্বাধীনতা একমাত্র নেপালেই আজও আছে। মুসলমানের তুর্ক সুলতান,

* ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়ান বোনাপার্টি পরাজিত হইয়া পলাইলে তাঁহার অজেয় গার্ড সেনার হতাবশিষ্টদিগকে প্রাণভিক্ষা দিতে চাওয়া হয়। উহারা উত্তর দেয় "গার্ড অস্ত্র ত্যাগ করিয়া অস্ত্র সমর্পণ করে না। গার্ড মরে।"

পারস্যের সাহ, আফগান আমীর, এখনও স্বাধীন। ইঁহারা সকলেই হীনপ্রভ হইতেছেন বটে তথাপি আজও উঁহারা স্বাধীন বলিতে হইবে। নেপালের স্বাধীনতা রক্ষা ইংরাজের বন্ধুতায়ই রহিয়াছে। নচেৎ কেহই এমন মনে করিতে পারেন না যে যতই সাহসী হউন। মুষ্টিমেয় স্বাধীনতাপ্রিয় ২৫ হাজার বোয়ার যেমন ইংরাজের (বিরাট সাম্রাজ্যের কানেডা অষ্ট্রেলিয়া, ভারত প্রভৃতি সকল অংশ হইতেই সংগৃহীত) আড়াই লক্ষ গোরা সৈন্যের প্লাবনে ভাসিয়া গেল—মুষ্টিমেয় স্বাধীনতাপ্রিয় নেপালি ছত্রি সেইরূপ ইংরাজের লক্ষাধিক গোরা সৈন্য এবং লক্ষ লক্ষ সিপাহী সৈন্যের প্লাবনে সেইরূপ ভাসিয়া যায় না। কিন্তু নেপাল দরবার ইংরাজের প্রথম আফগান যুদ্ধের ক্ষতির সময়ে বা ভয়ঙ্কর শিখযুদ্ধের সময়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে লাগিবার চেষ্টা করেন নাই, বরং উঁহাদের এদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বিষম দুর্দ্দিনে—মিউটিনির সময়ে—সৈন্য দিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজকে সাহায্যই করিয়াছেন এবং ইংরাজের প্রভুভক্ত উৎকৃষ্ট সিপাহী সৈন্যপ্রাপ্তির সুবিধা জন্যই বরাবরই স্বদেশ হইতে বহুসহস্র গুর্খাকে ইংরাজের চাকুরি করিতে আসিতে সম্পূর্ণ অনুমতি দিয়া রাখিয়াছেন।

ইংরাজও এই অসামান্য জাতীয় বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নেপালের রাজপুরুষদিগের গৃহবিবাদে ও নিষ্ঠুর রক্তারক্তি ব্যাপারে একটুও হস্তক্ষেপ করেন না। নেপালের গৃহ

বিবাদে হাত দেওয়ার এরূপ সুবিধা সর্ব্বদাই পাইয়াও প্রথম নেপাল যুদ্ধের পর হইতে ইংরাজ যেরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, এতটা সংযম অপর কোন দেশের সম্বন্ধেই ইংরাজ কখন দেখান নাই। সা সুজা ও দোস্ত মহম্মদের বিবাদ, শের আলি ও আবদুর রহমানের বিবাদ, ইংরাজকে আফগানিস্থানে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। আফগানেরা সমরকুশল, সাহসী, স্বাধীনতাপ্রিয়। উহারা সংখ্যায় গুর্খাছত্রি অপেক্ষা অনেক অধিক। দেশও পার্ব্বত্য। রুসীয়া ও পারস্যের অধিকার দিয়া ওখানে উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদির আমদানীর সুবিধাও অধিকতর আছে। সেখানে ইংরাজ বারে বারে হস্তক্ষেপ করিলেও অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী নেপালের ব্যাপারে কখনই যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, ইহা বন্ধুত্বের খাতির ভিন্ন অন্য কোন কারণেই নহে।

এসিয়ার মধ্যে এক্ষণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধার স্বাধীন দেশ, জাপান, নেপাল, আফগানিস্থান ও তুরস্ক। ভারতে এবং অন্যান্য দেশে সমরপ্রিয়জাতি সকল আছে এবং ভারতের সিপাহী সৈন্য যে অত্যুৎকৃষ্ট তাহা মিশর যুদ্ধে ও চীনযুদ্ধে এবং ইয়ুরোপীয় মহাসমরে (১৯১৫) জগৎসমীপে প্রকাশিত হইয়াছে।

ফলতঃ সমরকুশলতা ও সাহস কোন জাতির একচেটিয়া নয়। মনুষ্যমাত্রেই যুদ্ধকুশল প্রাণী। শ্রীভগবান মনুষ্যদিগকে ইতর জন্তুর ন্যায় দন্ত, শৃঙ্গ, নখ প্রভৃতি অস্ত্র দেন

নাই; কিন্তু দুই পায়ে দাঁড়াইয়া দুই হস্তের সম্পূর্ণ ব্যবহারে সুবিধা দিয়াছেন এবং বুদ্ধি দিয়াছেন। ঢেলা, পাথর, লাঠি হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য মাত্রেই অস্ত্র শস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া লইতেছে। জন্মগুণেই একটু সাহস ইতর জীবজয়ী মনুষ্য মাত্রেরই আছে। শৃগাল কুকুর বানর, সাপ প্রভৃতি তাড়াইতে বাল্যকাল হইতেই মনুষ্যশিশু শিক্ষা পায়। তাহা করিতে কেহ মনেও করে না যে সাহসের কাজ করিতেছে! সেইরূপ রীতিমত শিক্ষা পাইলে যে কেহই সৈন্যের কার্য্য করিতে পারে। কাহার শীঘ্র ও সত্বর শক্তির স্ফুরণ হয়। কাহার সিদ্ধি একটু বিলম্বে হয়, যে যতটা অগ্রসর হইয়া আছে।

খালি পায়ে অন্ধকারে যাহারা সাপের ভয় না করিয়া জঙ্গলে চলিতে পারে, ঝোড় হইতে বাঘ ঠেঙ্গাইয়া বাহির করে ক্ষুদ্র নৌকায় বৃহৎ নদীর পাড়ি দেয়, তাঁহারা দেখিতে খুব নিরীহ হইলেও একেবারে সাহসহীন নয়।

সে যাহা হউক মুসলমানের তুর্ক আরব কুর্দ্দি, মুর ও পাঠান; হিন্দুর গুর্খা, শিখ, রাজপুত মারাঠা, ডোগ্‌রা, জাঠ ও ব্রাহ্মণ; বৌদ্ধের বর্ম্মি, মাঞ্চু মোঙ্গলীয় ও জাপানী; খৃষ্টানের ইংরাজ, ফরাসি, জর্ম্মণ, সুইস, রুসীয় ও মার্কিন— ইহারা সকলেই সাহসী।

খৃষ্টান ইদানীন্তনকালে যে সর্ব্বত্র প্রবল হইয়াছেন তাহা খৃষ্টধর্ম্মের বা ইয়ুরোপবাসের গুণে নহে। তাহা হইলে রুসীয় জাপানীর নিকট হারিত না। উহা ইয়ুরো-

পীয়দিগের অনুক্ষণ যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া দল বন্ধনের অভ্যাসের এবং যুদ্ধবিদ্যায় ও যুদ্ধাস্ত্রের উৎকর্ষসাধন জন্য। বিশেষতঃ ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের সর্ব্বপ্রযত্নে যুদ্ধাস্ত্রের উৎকর্ষসাধনে চেষ্টার জন্য।

যখন প্রাথমিক মুসলমানদিগের যুদ্ধকার্য্যে ধর্ম্মনিষ্ঠ উচ্চশ্রেণীর লোক সকল নিযুক্ত হইয়াছিলেন তখন সিরিয়া মিসর, পারস্য, ভারত, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন অতি সহজে ও সত্বরেই উহাঁদের অধিকৃত হয়। পৃথিবীতে ইংরাজের ও রুসিয়ার অধিকারবিস্তার আরবদিগের অধিকারবিস্তার অপেক্ষা শীঘ্র বা সহজে হয় নাই। তখন ক্রুসেড যুদ্ধে আগত সমগ্র ইয়ুরোপের বলই তুরস্ক ও মিশরের মুসলমানেরা ব্যর্থ করিতে পারিয়াছিলেন। এমন কি তুর্ক জলযুদ্ধে ও স্থলযুদ্ধে উৎকর্ষলাভ করিয়া রোড্স অধিকার এবং ইয়ুরোপের মধ্যস্থল, ভিয়েনা পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিল। তখন অস্ত্র সরঞ্জাম সমরকৌশল বা সৈনিক ব্যবস্থা কিছুতেই মুসলমান ইয়ুরোপীয় অপেক্ষা হীন ছিলেন না। টলিডো ও ডামাস্কসের বর্ম্ম ও তরবারীই ইয়ুরোপে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইত।

সেইরূপ এক সময়ে পোর্টুগীজ যোদ্ধা ভূমণ্ডলে অতুল্য হইয়া পড়িয়াছিল—স্পেনীয় পাদাত সৈন্যও একদিন জর্ম্মণ ও ফরাসিরও পক্ষে অজেয় বলিয়া স্বীকৃত ছিল। উহাদের লইয়া ডিউক অফ্ আলভা ষষ্টিসংখ্যকযুদ্ধজয় করিয়াছিলেন। কখন পরাজিত্ হয়েন নাই। ফ্রান্স (১৮৭১) প্রুসিয়ার

হস্তে পরাজিত হইল—আল্‌সেশ লোরেন নামক দুইটী প্রদেশ ছাড়িয়া এবং ২০০ কোটি টাকা দণ্ড দিয়া হীন সন্ধি করিল, কিন্তু উহারই সৈন্য নেপোলিন বোনাপার্টির সময়, এক লণ্ডন ভিন্ন ইয়ুরোপের অন্য কোন্ রাজধানীতে জয়ডঙ্কা বাজাইয়া প্রবেশ করে নাই? ফলতঃ যখন যে জাতির মধ্যে আত্মোৎসর্গ অধিক, বিলাসিতা কম, যুদ্ধ বিদ্যার এবং সাধারণতঃ কার্য্যকরী সকল বিদ্যার চর্চ্চা অধিক—এবং "কোন বিশেষভাব প্রণোদিত হইয়া জাতীয় একাগ্রতা উত্থিত" হইয়া উঠিয়াছে তখনই সেই জাতি বিশেষরূপে প্রবল হইয়াছে।

ইংরাজের দেশে ক্রমওয়েলের লৌহ পার্শ্বকের ন্যায় সৈন্য বোধ হয় ইয়ুরোপের মধ্যে কখন প্রস্তুত হয় নাই। অমদুরমানের যুদ্ধে (১৮৯৮) যে ষোড়শ সহস্র মুসলমান দর্ব্বেশ সৈন্য জেনারেল কিচেনার পরিচালিত সৈন্যের ম্যাগাজিন রাইফলের অগ্নিবৃষ্টির দিকে বর্ষামাত্র হস্তে অগ্রসর হইয়া সমূলে বিনষ্ট হইল, কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল না, উহারা পূর্ব্বকালের সেই প্রাথমিক আরব-বীরদিগের একটী জীবন্ত চিত্র দেখাইয়া দিয়াই গেল, সাহসে এবং ধর্ম্মোন্মাদে উহারা লৌহ-পার্শ্বকদিগের অপেক্ষা কম ছিল না। উহারা সেই বহু শত বৎসর পূর্ব্বের সাহস দেখাইল বটে, কিন্তু সেই প্রাচীন অস্ত্র এবং প্রাচীন সরল হাতাহাতি যুদ্ধকালের ব্যবস্থাই দেখাইল! নূতন অস্ত্র ও নূতন যুদ্ধকৌশলের শিক্ষা উহারা পায় নাই। কিচেনারের সৈন্য

উহাদেরই ন্যায় অস্ত্রধারী হইলে যে দাবাগ্নির মুখে তৃণবৎ দগ্ধ হইয়া যাইত, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। ফলতঃ যেখানে বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই, উদ্যম এবং সাহস উভয়পক্ষেই কতকটা আছে, সেখানে "বিদ্যা এবং উদ্যোগ যার বল তার।"

নেপালের উল্লেখে এতকথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, নেপালী ছত্রিতে আজও বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই। উহার সাহস ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা অতুল্য; কিন্তু জাপানীর ন্যায় নেপালী আফিসার বিজ্ঞানানুশীলন করে নাই। যুদ্ধ বিদ্যায় ও শস্ত্রসজ্জায় নেপাল এখন জাপানী ও ইয়ুরোপীয় অপেক্ষা অনেক পরিমাণেই পশ্চাৎপদ। সে সম্বন্ধে তুর্ক এবং আফগান বরং একটু ভাল অবস্থায় আছে। তাহারা ইয়ুরোপীয় মিস্ত্রীর সাহায্যে অস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা করিয়াছে এবং ইয়ুরোপে প্রস্তুত অস্ত্রও অনেক খরিদ করিয়া রাখিয়াছে। তুর্ক ইউরোপের ভিতরে থাকায় উহার সেনাপতিগণও অনেকটা ইয়ুরোপীয় ধরণের উন্নত যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। নেপালের উপর রুসিয়ার আক্রমণের সম্ভাবনা নাই। তুর্ক ও আফগান রুসীয়ার ভয়েই সর্ব্বদা সশঙ্কিতও বটে সুসজ্জিতও বটে। নেপালের যে একমাত্র প্রবল শত্রু হইতে পারে সেই ভারত গবর্ণমেণ্টই উহার পরম মিত্র। নেপালের সে জন্য সর্ব্বদা যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষোন্নতির প্রয়োজনই বোধ হয় নাই যুদ্ধের সাধ এবং যুদ্ধ শিক্ষার সাধ ইংরাজের চাকুরি করিয়াই সাধারণ গুর্খা

কতকটা মিটাইতেছে এবং আনন্দ লাভ করিতেছে। গুর্খা আফিসারের উচ্চযুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার সুবিধা নাই। জঙ্গ বাহাদুর বিলাত দেখিয়া আসার পরও দু দশ জন গুর্খা আফিসারকে অস্ত্র প্রস্তুত ও যুদ্ধ কার্য্য শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। বিদেশ হইতে যুদ্ধ বিদ্যা আনয়ন জাপানীই এসিয়া মধ্যে করিয়াছে বলিতে হইবে।

ইংরাজ যখন প্রথমে এদেশে আসেন এবং বিভিন্ন রাজা ও নবাবদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া এ দেশের বিবাদ বিসম্বাদিতে লিপ্ত হইতে থাকেন, তখন ইয়ুরোপীয় যুদ্ধ বিদ্যা এ দেশীয় যুদ্ধবিদ্যা অপেক্ষা সামান্যরূপ মাত্র উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এবং তোপ বন্দুক ও উভয়েরই কিয়ৎ পরিমাণে একরূপ ছিল। মোগল বাদশাহেরা তুর্ক সৈনিক ও কারিগরের ব্যবহার করিতেন। চতুর্দ্দশ লুই'র যুদ্ধ সকলের সময় হইতে ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের মহাসমরের দারুণ জাতীয় সংঘর্ষ পর্য্যন্ত পশ্চিম ইয়ুরোপে যুদ্ধবিদ্যা উৎকর্ষলাভ করিয়া আসিতেছিল। সহসা ময়দানের যুদ্ধোপযোগী তোপ সকলের "বিশেষ" উন্নতি ভূতপূর্ব্ব "আর্টিলারি আফিসর" সম্রাট নেপোলিয়ানের উৎসাহ দ্বারা ঘটিলে—ইয়ুরোপীয় যুদ্ধবিদ্যা তুর্কের যুদ্ধবিদ্যার উপরে উঠিল—তখন আর সাক্ষাৎ ইয়ুরোপীয়ের সাহায্য ব্যতীত শুধু বাদসাহদিগের আনীত শিক্ষিত তুর্কের দ্বারা এ দেশে যুদ্ধ বিদ্যার উৎকর্ষ সম্ভাবিত রহিল না। পঞ্জাবে শিখ

বসিয়া গেলে এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতে হিন্দুশক্তিরই একবার পুনরভ্যুদয় হইলে স্থলপথ দিয়া ভারতের সহিত তুর্কের সংস্রবও কমিয়া গেল। তখন হইতেই সিন্ধিয়া, হোলকার, টিপুসুলতান, নিজাম ও রণজিৎসিংহ সকলেই ইয়ুরোপীয়—প্রধানতঃ ফরাসি—আফিসর রাখিয়া উৎকৃষ্ট সিপাহী সৈন্য প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইলেন। উচ্চ শ্রেণীর আফিসরের বিদ্যাটা কিন্তু ইয়ুরোপীয়ের মধ্যেই রহিয়া গেল! শিখ, মহারাষ্ট্রীয় বা দক্ষিণী মুসলমান উহা নিজেদের আয়ত্ত করিয়া লইতে চেষ্টাও করিলেন না—পারিলেনও না।

জাপানী ওরূপ করেন নাই। উহাঁরা স্বজাতীয় "সাধারণ সৈনিককে" ভিন্নজাতীয় বা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ইয়ুরোপীয় আফিসরের "অধীনস্থ" কোন মতেই করেন না। ওসমানলি তুর্ক সৈনিক মুসলমান ভিন্ন অপর ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট কাওয়াজের "হুকুম" লওয়াও অবমাননাকর জ্ঞান করিতেন। মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলে এবং মুসলমানী নাম (মহম্মদ আলি পাশা) গ্রহণ করিলে তবে সুলতান রুস তুরুষ্ক যুদ্ধ কালে জেনারেল ক্রুডনারকে তাঁহার সৈন্য পরিচালনার অধিকার দিয়াছিলেন। (১৮৭৭—১৮৭৮)। আফিসারদের শিক্ষা ইয়ুরোপীয় "শিক্ষকের" নিকট জাপানী লইয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা বিদ্যাটা নিজেদেরই করেন। এরূপ করায় সাধারণ সৈন্যেরা বিদেশীয়ের হুকুম মানিতে "অভ্যস্ত" হইয়া পড়ে না। উহাদের আত্মমর্য্যাদাবোধ সম্পূর্ণ-

রূপে "অক্ষুন্ন" থাকে। উহারা ভিন্নজাতীয়ের হুকুম মানিতে অভ্যস্ত হইয়া স্বাধীনতা বিসর্জ্জনের "অর্দ্ধেক পথে" অগ্রসর হইয়া যায় না।

পঞ্জাবযুদ্ধের কয়েকবর্ষ পরেই শিখ যে মিউটিনির সময় আগ্রহের সহিত ইংরাজের সিপাহী হইতে আসিতে পারিয়াছিল ইহাই তাহার অন্যতর কারণ। পঞ্জাবী শিখ নিজের রাজার অদূরদর্শী ব্যবস্থায় "বিদেশী" ফরাশি আফিসরের হুকুম মানিতে অভ্যস্তই ছিল। "উহাদের" উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রণক্ষেত্রে পরিচালিত হইত। ঘোর, ফের, দৌড়াও, গুলি কর, সঙ্গিন চড়াও ইত্যাদি হুকুম কলের পুতুলের ন্যায় অপর কমাণ্ডারের নিকট মানিতেছিল। সুতরাং যখন ফরাসির স্থলে ইংরাজ আফিসার আসিলেন তখন উহাদের চক্ষে বিশেষ "নূতন" কিছু ঘটিল না।

বল্‌কান যুদ্ধে (১৯১২) হারিয়া তুর্কের ইজ্জত বোধ অনেকটা কমিয়াছে। সে জর্ম্মণ আফিসরের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছে (১৯১৫)। জাপান রুশ-যুদ্ধে বিদেশী ভলণ্টিয়ার সৈন্য ত লয়ই নাই। আহত ও পীড়িতের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার জন্যও বিদেশী কাহাকেও লয় নাই। শ্রীমতী সরলা দেবীর আহত শুশ্রূষার জন্য যাইবার আবেদন অগ্রাহ্য করে। আহতের ও পীড়িতের জন্য নগদ টাকার সাহায্য লইতে মাত্র আপত্তি করে নাই। ফলতঃ জাতীয়কার্য্যের সর্ব্ব-প্রধান অনুষ্ঠান আত্মরক্ষণ। উহা জাপানীরা পরহস্তে

"একটুও" দিতে রাজী নয়। পরের সাহায্যে প্রকৃত পক্ষে "স্বা"ধীনতা থাকে না।

প্রথম নেপাল যুদ্ধের সময়েও ইংরাজের তোপখানা নেপালীদের অপেক্ষা অনেকগুণে উৎকৃষ্ট ছিল। এখনত তোপ বন্দুক বারুদ ও শিক্ষা ও টেলিগ্রাফ রেলওয়ে বেলুন আকাশগামী পোত প্রভৃতির গুণে যুদ্ধ সরঞ্জামের সর্ব্ব-বিষয়েই প্রভেদ অতিশয়ই অধিক! ফলতঃ নেপালের স্বাধীনতা ইংরাজ প্রীতি জন্যই রাখিয়াছেন। পুরুষানুক্রমে ইংরাজের সিপাহীগিরিতে অভ্যস্ত গুর্খার সংখ্যাও নেপালের মোট গুর্খা অধিবাসীর সংখ্যা ধরিলে "এখন" নিতান্তই কম নয়। ইংরাজের সিপাহীগিরি করিয়া প্রায়ই গুর্খারা দেশে ফিরিয়া যায়। কেহ কেহ জমি পাইয়া ইংরাজ এলাকায় বাস করে। উহাদের স্বদেশপ্রিয়তা ভারতবাসী অপর সকল জাতির অপেক্ষা অধিক এবং আত্মমর্য্যাদা বোধও অধিক, কিন্তু তথাপি সকল বিষয় ভাবিয়া দেখিলে ইংরাজের পক্ষে নেপাল জয় করা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে সহজ-সাধ্য হইয়া আসিয়াছে বলিতে হইবে। তবে ইংরাজ যে অনর্থক নেপালের উপর আক্রমণ করিবেন না ইহা নিশ্চিত। নিজেদের বিস্তর লোকক্ষয় সহিয়া গুর্খাদের যুদ্ধে মারিয়া নিঃশেষ করায় ইংরাজের লাভ কি? স্বাধীন গুর্খারা অসম সাহস রক্ষা করিয়া উহাদেরই কাজ সর্ব্বত্র ভালই করিতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।



(গুর্খার উৎপত্তি)

"নেপালে এরূপ অসমসাহসী যোদ্ধার সৃষ্টি কোথা হইতে হইল ?"—এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে গেলে সাধারণ ভাবে সকল দেশেরই কথা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত।

ক্ষুদ্র গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় যে উহার দুইটী মাত্র নগরের লোকেরা—স্থলযুদ্ধকুশল স্পার্টায়েরা এবং জলযুদ্ধকুশল এথিনিয়েরা প্রবল পরাক্রান্ত এবং বিস্তীর্ণ পারসিক সাম্রাজ্যের সমস্ত বলকে বাধা দিতে পারিয়াছিল।

ক্ষুদ্র জাপান দ্বীপবাসিগণও প্রকাণ্ড রুসীয় সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণরূপই নাকাল করিয়াছে।

অল্পসংখ্যক উৎসাহসম্পন্ন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধা যদি উৎকৃষ্ট অস্ত্রের ব্যবহার ভালরূপ শিক্ষা করে এবং উচ্চ অঙ্গের নেতার দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা হইলে বৃহৎ বৃহৎ সৈন্যদলকে পরাজিত করিতে পারে।

ক্ষত্র সারভূতং সৈন্যং শস্ত্রজ্ঞমনুরাগি চেৎ।

অতিস্বল্পং শ্রিয়ে সৈন্যং বৃথেহন্যং মুণ্ডমণ্ডলী॥

ইহা সর্ব্বস্থলে এবং সর্ব্বকালে ধ্রুব সত্য।

জাপানীর সহিত পৃথিবীর অন্য কোন জাতির তুলনা হয় না। উহাঁরা "কখনই" পরাধীন হন নাই। একই বংশে আড়াই হাজার বৎসর সাম্রাজ্য শক্তি নিখুঁত চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং জাপানীর মধ্যে সাহসী ও অধীনতা স্বীকারে একান্তই অসহিষ্ণু বীরহৃদয়সম্পন্ন দলের "নিড়ানি" হইয়া তাহাদের সংখ্যা হ্রাস কখনই হইতে পায় নাই।

রুসীয়াও একদিন তাতারের অধীনে ছিল। সুতরাং রুসীয়ের ভিতর হইতে সার্ব্বোচ্চ অঙ্গের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বাধীনতাপ্রিয়দলের "একবার" কতকটা নিড়ানি বা বাছিয়া বাছিয়া বিনাশসাধন হইয়াছিল। সেইরূপ যে যে দেশে কখনও "রিপু পদাঘাত করেছে শুহার" তাহাতেই ঐরূপ বাছাই বা "ভাল ও তেজস্বী লোকের কতক নিড়ানি" হইয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে রাজপুতানার মরুভূমি ও নেপালের পাহাড় ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্রই ঐ বাছাইয়ের কার্য্য পাঠান মোগল ইত্যাদির হস্তে বহু শত বৎসর ধরিয়া বহুল পরিমানে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। শিখ মহারাষ্ট্রীয়ের প্রধান্যে আবার মুসলমানের মধ্যের তেজস্বী দল অনেকে রণক্ষেত্রে মারা গিয়াছে। সুতরাং এই মহাদেশে ধর্ম্মে, পারিবারিক ব্যবস্থায় এবং সামাজিক নিয়মে হস্তক্ষেপ না করিলে সন্তোষ এবং শান্তিপ্রিয়তা অবলম্বন পূর্ব্বক পরোক্ষদৃষ্টি সহিত রাজনৈতিক অধীনতাতেও অনেকটা সুখী থাকে, প্রধানতঃ এরূপ লোকই, (তেজস্বী দিগের মধ্যে যথেষ্ট ঝাড় ই বাছাই হইয়া,) বাকী

মরিয়া গিয়াছে। ফলতঃ যাহারা পরের নিকট একটুও ঘাড় নোয়াইতে একেবারেই পারে না, তাহারা যুদ্ধে (বা অধীনতাপাশে বদ্ধ হইয়া মনুর "শনৈঃশনৈঃ") মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু সেরূপ বাকী উত্তর-ভারতে ছিল তাহার অনেকটা মিউটিনির সময় (১৮৫৭.১৮৫৮) ফুটিয়া বাহির হইয়া নিভিয়া গিয়াছে।

সকল দেশেই বিদেশীয় অধিকারে এই ঝাড়াই বাছাই কার্য্য হয়। ব্রিটনদিগের মধ্যেও ঐ দশা ঘটিয়াছিল। রোমকের অধীনতায় পালিত, রোমকভাবে শিক্ষিত ব্রিটন, একেবারেই আত্মরক্ষায় অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম নর্ম্মান অধিকারে সাক্‌সানদিগেরও ঐ দশা একটু ঘটিতে-ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের শুভাদৃষ্টক্রমে ডেন, নর্ম্মান ও স্যাক্‌সন এক ধর্ম্মাবলম্বী এবং নিকট জ্ঞাতিই ছিলেন। উঁহারা মিশিয়া এক জাতি ও এক ভাষাভাষী হইয়া গেলেন; সুতরাং অধিকাংশ অধিবাসীর ভিতর হইতে সাহসী ও তেজস্বী লোকের "নিড়ানির" কার্য্যটা থমিয়া গেল। যতটা ঝাড়াই বাছাই ঘটিয়াছিল জেতা ও বিজিতের সংমিশ্রণে তাহার দোষ অনেকটা কাটিয়া গেল।

বহু শত বৎসর ধরিয়া এখন ইংলণ্ডের ভূমি কোন বিজয়ী বৈদেশিকের পদ-কলুষিত হয় নাই। সুতরাং উহাতে সাহসী ও তেজস্বী লোকের কোনই অসদ্ভাব নাই। তবে ইংলণ্ডের প্রকৃত হাড় ছিল "লৌহ পার্শ্বক"

পিউরিটানদিগের দল। তাহাদের সঙ্কুচিত আদর না করিয়া ইংলণ্ড আপনার সারভাগের কতকটা এক সময়ে মার্কিন-দেশকে দিয়া ফেলিয়াছিল। "পিলগ্রিম ফাদার্স" নামে উঁহারা অনেকে আমেরিকার নিউ ইংলণ্ডে গিয়া বাস করেন।

বোয়ার যুদ্ধ সময়ে ইংরাজের অধীনস্থ কেপকলনির ওলন্দাজেরা বিদ্রোহ করিবে "বলিয়া"ছিল। কিন্তু প্রথমটায় বোয়ারের অত যুদ্ধ জয় দেখিয়াও উহা "করিতে" তাহাদের সাহসে কুলায় নাই! অরেঞ্জষ্টেটের ও ট্রান্সভালের মুষ্টিমেয় বোয়ার যাহা করিল, বস্তুতঃই তাহার সিকির সিকিও কেপকলনির বহুগুণ অধিক ওলন্দাজের দ্বারা ঘটা অসম্ভব ছিল। উঁহাদের মধ্যে সেরূপ তেজস্বী লোক কোথায়? সেরূপ তেজস্বী লোকেরা ত কেপকলনি ছাড়িয়া প্রথমে নেটালে পরে অরেঞ্জষ্টেটে ও সর্ব্বশেষে ট্রান্সভালে "সরিয়া" পড়িয়াছিল। কেপকলনির ওলন্দাজ অনেকটা "ভুঁষ" মাত্র—সামরিক শক্তি সম্বন্ধে সার শস্য উঁহাদের মধ্যে ত ছিল না! বোয়ারদের এবারেও সরিবার স্থান থাকিলে সেই ধরণের পূর্ণ তেজস্বী হতাবশিষ্ট বোয়ারেরা ট্রান্সভাল ছাড়িয়া উত্তরে সরিয়া গিয়া আবার একটী স্বাধীন রাজ্য পত্তন করিত। এবারে সরিবার স্থান পাইল না—চারি দিকেই ইংরাজের অধিকার। সুতরাং পররাজ্য আমেরিকায় বা বাটেভিয়ায় সরিতে হইল। যাঁহারা মনে করেন যে কোন কালে বোয়ারগণ আবার দক্ষিণ আফ্রিকায়

ইংরাজের বিরুদ্ধে একবাক্যে ও সতেজে উঠিতে পারিবে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভুল। বর্তমান সময়ের বোয়ারেরা বিজিত হইলেও এক সময়ে স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল সুতরাং "উহাদের মধ্যে" কতক লোক গুমরাইয়া গুমরাইয়া "এক-বার" একটা সামান্য বিদ্রোহ করিলেও করিতে পারে; কিন্তু উহাদের "পুত্রেরা ও পৌত্রেরা" তাহা সহজে আর "মনেও স্থান" দিবে না। "একটু" আদর পাইলেই গলিয়া যাইবে। "আসল শক্ত হাড়ওয়ালা" তেজস্বী বোয়ার অনেকেই মরিয়াছে অপরে "জাতীয় নির্বাণকেই" আলিঙ্গন করিয়া ইংরাজের সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছে। ফলতঃ "খুব কম সংখ্যকই" দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বোয়ার এখন "নিজেদের দেশে" গুমরাইতেছে। এই জন্যই "সামান্য" দু একটা যে বিদ্রোহ হইতেও পারে, তাহাতে "বোয়ার সাধারণে" যোগ দিবে না। *

শান্তির যে একটা সুখ আছে তাহা অধীনতার দুঃখকেও ঢাকিয়া ফেলে। যাহাদের মধ্য হইতে "ইররিকন-সিলিয়েবল্স্" দিগের (কিছুতেই যাহারা অধীনতায়

* ১৯১৪ অব্দের মহাযুদ্ধকালে অল্প সংখ্যক বোয়ার তাহাদের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি ডি ওয়েটের অধীনে বিদ্রোহী হইয়াছিল। দূরদর্শী ইংরাজ বোয়ারদিগের প্রধান সেনাপতি বোথাকেই দক্ষিণ আফ্রিকার সভাপতি ও সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া রাখিয়াছিলেন; ইংলণ্ড হইতে কোন সৈন্যই পাঠাইতে হয় নাই; বোথাই বিদ্রোহ দমন করিয়া দেন।

আসিতে মনকে বুঝাইতে পারে না—স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনরূপ রফা নিষ্পত্তির দ্বারা উহার একটুও কমি স্বীকার করিবে না) অর্থাৎ "স্বাধীনতা সম্বন্ধে একান্তই একগুঁয়ে দলের" নিড়ানি হইয়া গিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে—"শান্তি-সুখই পরম সুখ"—এই ভাবপ্রণোদিত লোকই এখন অধিক। উহারাই "অধীনতার পরিবৃত্তির" মধ্যে রক্ষা পাইবার সর্ব্বাপেক্ষায় উপযোগী। ঐ পরিবৃত্তির মধ্যে ঐ ভাবেই "রক্ষা" হয়।

আভ্যন্তরিক সংযম অভ্যাস করিলে অন্য এক প্রকারের স্বাধীনতা আইসে। তাহা বাহ্য অধীনতায় তেমন ম্লান হয় না। ইন্দ্রিয় ও মন নিজের অধীন হইলে আর কিছুর প্রয়োজনই থাকে না। ভারতবাসীর শান্তিপ্রিয়তার ভিতর দুই প্রকারের কার্য্যই হইয়াছে ; নিড়ানির ও সংযমের। "সংযমে" প্রকৃত শক্তি—হানি বুঝায় না। সেই অন্তঃসংযত শক্তিমান ব্যক্তিরা একমাত্র ধর্ম্মের উপরই দৃঢ় লক্ষ্য রাখিয়া ধীর ও নিরীহভাবে "পৃথিবীর কয়টা দিন" কাটাইয়া দিয়া থাকেন। সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, কোন্ জাতির বা বর্ণের অভ্যুত্থান তাঁহারা লক্ষ্যই করেন না। কিন্তু "অন্যায় অত্যাচার" বাড়িয়া তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য "ধর্ম্মের" সম্বন্ধে গুরুতর ব্যাঘাত হইলে—যখন "ধর্ম্ম আর রহিবে না' বোধে তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট মনের গভীর বেদনা নিবেদন করেন—তখন সেই নিরীহ ব্যক্তি-দিগের মধ্য হইতেই "কালাগ্নি সদৃশ ক্রোধে ক্ষময়া

পৃথিবী সম” সহকারী প্রস্তুত করিয়া কার্য্যোদ্ধার জন্ম ভগবত্তেজোংশ-সম্ভব নেতা আইসেন। মহাতপা দধীচি, ভগবান পরশুরাম, মহারাজা পৃথু, শ্রীশ্রীরামচন্দ্র, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, গুরুগোবিন্দ সিংহ ও মহারাজা শিবজী প্রভৃতির নাম স্মরণ করিলেই অসুরের স্বেচ্ছাচার দুষ্ট ক্ষত্রিয়ের, অবিনীত বেণ রাজার, রাক্ষসের, বৌদ্ধের এবং (৺ বিশ্বনাথ এবং ৺ বেণীমাধবের মন্দির ধ্বংশকারী ও হিন্দু প্রজার পীড়নকারী পরধর্ম্মদ্বেষী) মোগল সম্রাট আরাঙ্গীবের অত্যাচার কিরূপ ভাবে নিবারিত হইয়াছিল তাহা মনে পড়িবে। হিন্দুর সংযত এবং সুভদ্র আদর্শ অতীব উচ্চ; এবং ধৈর্য্য অপরিসীম। উহাদের ক্ষমাশীলতার দ্বারাই উহারা অবনতি হইতে রক্ষিত।

রাজপুতানার কথার উল্লেখ করিতে হইলেও বোয়ার-দিগের ন্যায় “একগুঁয়ে স্বাধীনতাপ্রিয় দলের” উল্লেখ করিতে হয়। ভারতে মুসলমান অধিকার দৃঢ়ভাবে বসিলে উত্তর ভারতের সমগ্র যোদ্ধৃসমাজের মধ্য হইতে এই “একগুঁয়ে স্বাধীনতাপ্রিয়” দলের লোকেরা রাজপুতনার মরুভূমি ও আরবল্লীর পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া স্বাধীনতা রক্ষা চেষ্টা করিয়াছিল এবং অনেকটাই তাহাতে সফলও হইয়াছিল। মরুভূমির অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট যাহারা স্বীকার করিয়াছিল (পঞ্জাবের বা গঙ্গা যমুনা দুয়ারের উর্ব্বরভূমিতে অধীন হইয়া থাকিতে চাহে নাই) তাহারাই—“সেই বাছাই করা একগুঁয়ে

স্বাধীনতাপ্রিয় দলই”—রাজপুত বীরত্বের উজ্জ্বল চিত্র পৃথিবীর ইতিহাসে আঁকিয়া গিয়াছে। উহারাই ভারত-বর্ষের ইতিহাসে ট্রান্সভালের বোয়ারের প্রতিরূপ। আর যে অত্যল্পসংখ্যক আর্য্যবীরগণ হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া স্বাধীনতা রক্ষা জন্ত আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ আজ নেপালের তেজস্বী ও রণদুর্ম্মদ গুর্খা ছত্রি। রাজপুতানার ছত্রির কতকাংশের সহিত কিছু ভীল মিশ্রণ দোষ ঘটিয়াছে—নেপালেও মোঙ্গল বর্ণভুক্ত আদিম অধিবাসীদের সহিত একটু মিশ্রণ ঘটিয়াছে। বহুসংখ্যক আদিম দিগের মধ্যে স্থায়িভাবে বাস করিলে তাহাদের সহিত অল্পাধিক মিশ্রণ অনিবার্য্য। প্রধানতঃ রক্ষিতা-দিগের সুশ্রী সন্তান সন্ততিরা ক্রমশঃ সুজাত ও উচ্চ জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া মিশ্রণ সৃষ্টি করে। তবে হিন্দুর বর্ণ বিভাগ এইরূপ মিশ্রণকে যতটা সংকোচে রাখে, ততটা সঙ্কোচ বাধা অন্য কোন ব্যবস্থা দ্বারা ঘটা সম্ভব নহে।

বৌদ্ধযুগের পর হিন্দুর আমলেও নেপালের পার্ব্বত্য অঞ্চল বৌদ্ধদিগেরই হস্তে ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই “মুসলমান প্রাধান্য অসহিষ্ণু” অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলে বিশেষ ভাবে প্রবেশ আরম্ভ হয়। যখন ঐ “বাছা বাছা স্বাধীনতাপ্রিয় হিন্দুর দল” পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয়লাভ জন্য প্রবেশ করিল, তখন নেপালের পার্ব্বত্য অঞ্চল বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র “হিন্দু-রাজ্যোই” পরিণত হইয়া গেল। সাহসী মোঙ্গলীয় বংশীয়

আদিম অধিবাসিগণের সহিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সাহসী বাছা বাছা ব্রাহ্মণ ও ছত্রির কতকটা অংশের কিছু মিশ্রণ হইল। উঁহাদের বংশধরেরাও ছত্রি আখ্যাই পাইলেন। এখনও পূর্ণ আর্য্যমূর্ত্তি ও আর্য্যরক্ত সমন্বিত হিন্দু গৌরব অনেক বিশুদ্ধ উচ্চ বংশ যে নেপালে আছেন তাহা বলাই বাহুল্য তাঁহাদের চেহারা সাধারণ পাহাড়ী লোক দিগের হইতে একেবারেই বিভিন্ন। তাঁহারাই প্রধানতঃ নেপালের নেতা। গুর্খা ব্রাহ্মণ ও গুর্খা ছত্রি উভয়েই উৎকৃষ্ট যোদ্ধা। কিন্তু নেপালের সমস্ত অধিবাসীর সংখ্যা ধরিলে "গুর্খার" সংখ্যা অধিক নহে। রণজিৎসিংহের শিখ সাম্রাজ্য যেমন বহুসংখ্যক সাধারণ হিন্দুর ও মুসলমান অধিবাসীর উপর অল্পসংখ্যক যুদ্ধকুশল শিখের প্রাধান্য সূচিত করিত, নেপালে বর্ত্তমান গুর্খা রাজত্বও অনেকটা তদ্রূপ। আজও নেপালে মোগলবর্ণভুক্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী (ইহারা ক্রমশঃই হিন্দু হইয়া আসিতেছে) আদিম পাহাড়ীয়ার সংখ্যাই অধিক। আর্য্য শ্রীসম্পন্ন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা ছত্রির সংখ্যা কম।

নেপালের অধিবাসীর সংখ্যা ঠিক জানা যায় না। আজও নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুর ১৫ মাইলের অধিক দূরে কোন ইয়ুরোপীয়ের যাইবার হুকুম নাই। কিন্তু নেপালের রাজারা কোন বিষয়ে "সাধারণ প্রজার" অনভিমত কার্য্য করিতে যখন অসম্মতি খ্যাপন করেন তখন বলেন, "বারার লাখে কি বলিবে" অর্থাৎ সমগ্র

প্রজার মতটার কথা ভাবিতে গেলে উহারা ৫২ লক্ষের উল্লেখ করেন। নেপালের অধিবাসী সংখ্যা এই কথামতে ৫২ লক্ষ। সম্ভবতঃ অত না হইবে। ইংরাজ লেখকগণের অনুমান ২০ লক্ষ মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।



(নেপালের ইতিহাস)

নেপালের দেশীয় ইতিহাসের নাম "বংশাবলী"। উহা "পার্ব্বতীয়া"] বা ভাঙ্গাহিন্দী ভাষায় লিখিত। ১৮৭৪ অব্দে ডাক্তার ডানিয়েল রাইট উহার ইংরাজী অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করেন। অনুবাদক মুন্সী শিউশঙ্কর এবং পণ্ডিত গুণানন্দ। কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটী প্রেস দ্বারা ঐ পুস্তক প্রকাশিত হয়। "গুর্খা রাইফল" নামক রেজিমেণ্টের কাপ্তেন ইডেন ভান্সিটার্টের "নোটস্ অফ নেপাল" খানি ক্ষুদ্র কিন্তু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ (১৮৯৬)। কাপ্তেন সাহেব গুর্খা সিপাহীর একান্তই পক্ষপাতী। এই পুস্তক ভারত গবর্ণমেণ্ট ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কার্কপ্যাট্রিকের

"নেপালে দৌত্য" (১৭৯৩); ডাঃ হ্যামিল্টনের "নেপালের বিবরণ" (১৮১৯); হজসনের "তিব্বত ও নেপাল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ মালা" (১৮৭৪); জঙ্গ বাহাদুরের জীবন চরিত (১৯০৯)—নেপালের অনেক সম্বাদ দেয়। ডাঃ ওল্ডফিল্ডের "স্কেচেস্ অফ নেপাল" (১৮৮০) এবং ডাঃ ভগবানলাল ইন্দ্রাজীর গুজরাটী ভাষায় "নেপালী শিলালিপি" এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত আফগানিস্থান ও নেপালের গেজেটিয়ার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের গুপ্ত রিপোর্ট এবং সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের "টোকাটুকি" গবর্ণমেণ্ট অফিসে থাকার কথা কাপ্তেন ভান্সিটার্টের পুস্তক হইতে জানা যায়। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাসের রিপোর্টে এবং ডাঃ বেণ্ডালের বৌদ্ধ গ্রন্থ তালিকা হইতেও অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। আমাদের বাঙ্গালার গৌরব বিশ্বকোষেও প্রাচীন নেপাল সম্বন্ধে অনেক কথা মুদ্রিত আছে, কিন্তু উহাতে নেপাল যুদ্ধের সংবাদ খুব কমই আছে।

দেশীয় নেপালী ঐতিহাসিক "বংশাবলীতে" লিখিয়াছেন যে, মহারাজা ইংরাজদিগের বুদ্ধি ভ্রষ্ট করিয়া দিয়া রাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিমের প্রভূত পার্ব্বত্য অধিকার কামায়ুণ গাড়োয়াল প্রভৃতি নেপালরাজকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এবং পূর্ব্বাঞ্চলে সিকিমও ত্যাগ করিতে হয়। আজ উৎকৃষ্ট পার্ব্বত্য নিবাস সকল—শিমলা, নাইনিতাল, ডেরাডুন প্রভৃতি নেপালের ঐ অধিকার ইংরাজ শাসনাধিকৃত হওয়ার ফলে জন্মিয়াছে। নেপালী

ইতিহাসে জেনারেল অক্টারলোনির নিকট পরাজয় এবং অপর ইংরাজ সেনাপতিদিগের উপর জয়লাভ এই দুই প্রধান কথার উল্লেখই নাই। কিন্তু থরণ্টনের "ভারত-ইতিহাস" ও "ভারত ইতিহাসের কয়েক অধ্যায়" এবং প্রিন্সেপের "ট্রান্‌জ্যাক্‌সন্স" (১৮২৫) গ্রন্থে এবং কোর্ট অব ডাইরেক্টরদিগের নিকট উপস্থাপিত "নেপাল যুদ্ধ" সম্বন্ধীয় রিপোর্ট ও কাগজ পত্র (১৮২৪) হইতে ঐ যুদ্ধ সংবাদ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ইংরাজের পলাসী যুদ্ধজয়ের "পর" বর্ত্তমান নেপালের একচ্ছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং গুর্খার প্রাবল্য দৃঢ় হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য সকল স্থাপিত হইয়াছিল। মধ্য-ভারতে যেমন ছত্রিশগড় জেলায় একসময়ে ক্ষুদ্র ৩৬টি রাজ্য ছিল, সেইরূপ ২৪টি ক্ষুদ্র রাজা নেপালের পশ্চিম অঞ্চলে ছিল। উহাদের "চৌবিশিয়া রাজ" বলিত। তখন সমগ্র পার্ব্বত্য অঞ্চলের নাম নেপাল ছিল না। কাঠ-মণ্ডু নগর যে অংশে অবস্থিত—পর্ব্বতবেষ্টিত বাঘমতী নদীর উভয় পার্শ্ব লইয়া সেই সমতলক্ষেত্রের নামই নেপাল ছিল। কথিত আছে যে, উহা একসময়ে একটী বিস্তীর্ণ হ্রদ ছিল এবং বৌদ্ধ "নে"মুনি তাঁহার তরবারির আঘাত দ্বারা পর্ব্বতের এক অংশ বিদীর্ণ করিয়া বাঘমতী নদীকে বহাইয়া দিলে ঐ বিস্তীর্ণ ভূভাগ মনুষ্যবাসোপযোগী



মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীনারায়ণ

"নেপাল" ক্ষেত্রে পরিণত হয়। নেপালে বৌদ্ধ নেওয়ারগণেরই অধিক বাস।

কাঠমাণ্ডু (কাষ্ঠমণ্ডপ শব্দের অপভ্রংশে এই নাম হইয়াছে), ভাটগাঁও ও কীর্ত্তিপুর নেপালের তিনটী প্রধান নগর ছিল। ইহার উত্তর পশ্চিম দিকে একটা পর্ব্বতশ্রেণী পারে প্রাচীন "গোর্খা" নগর। ঐ নগর এবং তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র রাজ্যটী হইতেই গুর্খা নামের উৎপত্তি। আবার গোরক্ষনাথের মন্দির হইতেই সেই গোর্খা নগরের নামকরণ।

মুসলমানেরা চিতোর অধিকার করিলে চিতোর রাজবংশীয় অযুতরাম ঐ নগর ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক পুত্র উজ্জয়িনীতে অধিকার স্থাপন করেন; খাঞ্চা এবং মিঞ্চা নামক দুই পুত্র হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলে আইসেন। উঁহারা ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে ভীরকোট এলাকায় খিলম নামক স্থান জঙ্গল কাটিয়া আবাদ করেন। পরে একজন ভীরকোট অধিকার করিলেন। অপরে নয়াকোট নামক ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করেন। ঐ নয়াকোট রাজাদিগের মধ্যে "দ্রব্যসাহ নামক একজন গোর্খা নগর অধিকার করেন ও গুর্খা রাজ্যের প্রথম পত্তন করেন (১৫৫৯)। ইঁহার বংশেই অযুতরাম হইতে ৩৭তম পুরুষ পৃথ্বীনারায়ণের জন্ম হয়। মহারাজা পৃথ্বীনারায়ণেরই বীরত্বে, উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ও অদম্য উৎসাহে, বর্ত্তমান নেপাল-রাজ্যের একচ্ছত্রীকরণ সম্পন্ন হয়।

গোর্খা রাজ্যের অধিবাসীরা খস, মগর, গরঙ্গ ও ঠাকুর নামধেয়। সকলেই সাহসী ও উৎকৃষ্ট যোদ্ধা এবং সকলেই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। গোর্খা রাজ্যের বল বর্দ্ধিত হইলে পৃথ্বীনারায়ণের পিতা নেপাল আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাঠমাণ্ডুর রাজা জয়প্রকাশ মল্লই সে যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

১২ বৎসর বয়সে পৃথ্বীনারায়ণ (১৭৪২) গোর্খা রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সাত বৎসর পরে তিনি নেপালের নয়াকোটগড় অধিকার চেষ্টা করেন। নেপালরাজ জয়প্রকাশ মল্ল ১২ হাজার হিন্দুস্থানী সৈন্য এবং নিজের নেওয়ার দল দল লইয়া যুদ্ধারম্ভ করেন। পাঁচ ঘণ্টার ভীষণ যুদ্ধে ১২ হাজার হিন্দুস্থানীই হতাহত হইয়া গেল; কিন্তু রাজা পৃথ্বীনারায়ণের ভ্রাতা সুরপ্রতাপের এক চক্ষুহানি হইল এবং গোর্খা সেনাপতি কালু পাঁড়েও হত হইলেন। পৃথ্বীনারায়ণকেও কাটিবার জন্য একজন বলবান নেপালী সৈনিক খড়্গ উত্তোলন করিয়াছিল; কিন্তু তুয়ান নামক নীচজাতীয় এক নেপালী সিপাহী উক্ত সৈনিককে হস্ত ধরিয়া নিবৃত্ত করিয়া বলে "আমাদের মত লোকের সাক্ষাৎ রাজশরীরে অস্ত্রাঘাত করিয়া কাজ নাই।" রাজা পৃথ্বীনারায়ণ তুয়ানের প্রতি প্রীত হইয়া বলেন, "সাবাস্ পুৎ"।

পৃথ্বীনারায়ণ পরে নেপাল রাজ্য অধিকার করিলে এই ঘটনা হইতে তুয়ানের স্বজাতীয় মাত্রেই "পুৎবর" নাম

গ্রহণ করে এবং রাজার আদর পাইয়া হিন্দুর আচার সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করে এবং জল আচরণীয়ও হইয়া যায়। কাঠমুণ্ডু, ভাটগাঁও ও পাটন খাস নেপালের এই তিনটি রাজ্যই অবশেষে পৃথ্বীনারায়ণের নিরন্তর চেষ্টায় (তিনি কীর্ত্তিপুর দুর্গ অধিকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনবার আক্রমণ করিয়াছিলেন) তাঁহার অধিকারের দ্বারা সম্পূর্ণরূপেই পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িল। ইহার পর গৃহবিবাদের উপলক্ষে কাঠমাণ্ডুর কতক লোক পৃথ্বীনারায়ণের পক্ষাবলম্বন করিলে উহা অধিকার করিয়া কাঠমাণ্ডুতেই পৃথ্বীনারায়ণ গোর্খা রাজ্যের নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন (১৭৬৮)। তখন সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে গণ্ডকীতীরে মোহনতীর্থে বর্ত্তমান নেপাল রাজ্যের প্রথম রাজাধিরাজ মহাবীর পৃথ্বীনারায়ণ দেহত্যাগ করেন। (নেপাল সম্বৎ ৮৯৫)।

নেপালের পূর্ব্বদিকে কিরাতরাজ্য ও লিম্বুদিগের দেশ ও সিকিম সীমার শঙ্খেশ্বর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ গুর্খা অধিকার বিস্তৃত হইল। পশ্চিমদিকেও চৌবিশী রাজ্যগুলির মধ্যে বাকী পাল্পা রাজ্য (১৮০৭) এবং তাহারও পশ্চিম কুমায়ুন গাড়োয়াল প্রভৃতি (১৭৯৪) গুর্খা সেনাপতি জগজিৎ এবং অমরসিংহ অধিকার করেন। ইতিমধ্যে গুর্খারা তিব্বত আক্রমণ করিয়া জিগারছি নগর লুঠ করায় ৭০ হাজার চীন সৈন্য আসিয়া কাঠমাণ্ডুর নিকটেই নয়াকোটে পৌঁছিয়াছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে (১৭৯২) নেপালরাজ চীনের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পৃথ্বীনারায়ণের পর তৎপুত্র সিংহপ্রতাপ সা রাজা হইয়াছিলেন। (১৭৭৫ পর্য্যন্ত)। তাহার পর রণবাহাদুর সাহ (১৭৭৮-১৮০৪) সম্মিলিত নেপালের জাতীয় রাজা হন। ইনি নাবালক অবস্থায় পিতৃব্য বাহাদুর সাহের কর্ত্তৃত্বে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ইনিই নেপালে প্রথম প্রধান রাজমন্ত্রী। পৃথ্বীনারায়ণ ও পুত্র বাহাদুর সা এই দুই মহাবীরের দ্বারাই নেপাল রাজ্য একচ্ছত্রীকৃত ও দৃঢ়ীকৃত হয়। ইহাঁদেরই চেষ্টায় ও উদ্যমে কাশ্মীর প্রান্ত হইতে সিকিম প্রান্ত পর্য্যন্ত এই প্রবল হিন্দুরাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রণবাহাদুরের মাতা রাজেন্দ্রলক্ষ্মীর চক্রান্তে প্রধান মন্ত্রী বাহাদুর সাকে দুইবার নির্ব্বাসনে যাইতে হয়। ইহাঁর অভিভাবকতা কালে বাইসিয়াও চৌবিসিয়া (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৪৬টী) রাজ্য নেপালের অধীনে আইসে।

নেপালের দুর্ভাগ্যক্রমেই রাজা রণবাহাদুরের অল্পবয়সে মৃত্যু হয় নাই এবং তাঁহার পিতৃব্য ধর্ম্মাত্মা বাহাদুর সাহের রাজ্যলাভ হয় নাই! যাঁহার দ্বারা স্বদেশের এবং স্বজাতীয়ের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল—যিনি ভ্রাতুষ্পুত্র শিশু রণবাহাদুর সার শুভ ভিন্ন অশুভচিন্তা কখনও মনে স্থান দিতে পারেন নাই, রাজা রণবাহাদুর সেই মহাত্মা পিতৃব্য বাহাদুরসাকে বন্দী করিয়া নিহত করিলেন। (১৭৯৫) ছুতা ধরা হইল যে বাহাদুরসা রাজ্যের জরিপ করাইয়া যে রাজস্বের সুসঙ্গত ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তাহা ধরিত্রীর অবমাননারূপ "বধদণ্ডে দণ্ডনীয় মহাপাতক"!

জাতীয় উন্নতির স্রোত এই মহা অপকর্ম্মেই স্থগিতগতি হইয়া গেল বলিতে হইবে।

আত্মীয় স্বজনের মধ্যে মারামারি কাটাকাটির বিবরণে পরিপূর্ণ নেপালের দেশীয় ইতিহাসে এই মহাপাতকের জন্য কোন দোষই ধরা হয় নাই! কিন্তু ঐ রাজা যে হাজার বিঘা মাত্র ভূমি দান করিয়াছেন তাহার উল্লেখ আছে। মন্দির নির্ম্মাণ মন্দির সংস্কারেরও একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

রণবাহাদুর সা একজন তিরহুতিয়া বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যাকে গ্রহণ করেন। উহার গর্ভে উহাঁর পরবর্ত্তী রাজা গির্ব্বানযুধ বিক্রমের জন্ম হয়। রণবাহাদুর সা ষাঁড়ের যুদ্ধ দেখিতে ভাল বাসিতেন। তিনি বহুসংখ্যক বানর ও বিড়াল বিনাশ করাইয়াছিলেন।

যিনি এতটা ধর্ম্মধ্বজী যে ধরিত্রীর পরিমাপ করাকে অধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া পিতৃব্যের প্রাণদণ্ড করেন, তিনিই আবার ব্রাহ্মণী মহিষী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় যে সকল শীতলা দেবীর মন্দিরে পূজা দিয়াছিলেন, রোগ মুক্তি না হইয়া মহিষীর মৃত্যু হইলে সেই সকল মন্দিরে ধুনা গুগ্‌গুলের পরিবর্ত্তে বিষ্ঠা পুড়াইয়া দেবতাদিগের অবমাননা করেন এবং যে বৈদ্যগণ তাঁহার পত্নীর চিকিৎসা করিয়াছিল তাহাদিগকে নিহত করেন। অনেক আচার্য্য-কেও তিনি সময়ে সময়ে নিহত করিয়াছিলেন। শিশু-দিগের দ্বারা বসন্ত রোগ পাছে সহরে সংক্রামিত হয় এই

ভয়ে তিনি সকল প্রজার শিশুকেই সহর হইতে বাহির করিয়া দেন। উহাতে নানা অসুবিধায় ঐ শীতপ্রধান দেশে অনেক শিশু অকালে প্রাণত্যাগ করে। রণবাহাদুর সা মহারাজা পৃথ্বীনারায়ণের ভ্রাতা দলমদন সার পুত্রের দুই চক্ষু নষ্ট করিয়া দেন।

বিকৃতমস্তিষ্ক রণবাহাদুর সার অত্যাচার অসহ্য হইয়া পড়িলে, দেশের সকল প্রধান লোকে একত্র হইয়া তাহাকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহার চারি বৎসর বয়স্ক পুত্র গির্বানযুধবিক্রম সাহকেই সিংহাসনাধিষ্ঠিত করিল। নেপালের দ্বিতীয় রাজমন্ত্রী দামোদর পাঁড়ে। ইঁহার সহিত একমত হইয়া এবং নাবালকের অছি হইয়া মহারাণী মহিল্লা রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। বিকৃত-মস্তিষ্ক রণবাহাদুর সাহ তাঁহার ব্রাহ্মণীপত্নী গর্ভজাত গির্ব্বাণযুধকেই উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং প্রথম পুত্র রণোদ্যত সাহকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু তাহারই মাতা মহারাণী মহিল্লা রাজকার্য্য করিতে থাকেন। রণবাহাদুরের অপর এক পত্নী মহারাণী ত্রিপুরা সুন্দরী রাজার সহিত কাশী গিয়াছিলেন।

ইহার প্রায় ২০ বৎসর পরে রণবাহাদুর সা হঠাৎ বেনারস হইতে নেপালে ফিরিয়া আসিয়া দামোদর পাণ্ডে মন্ত্রী ও অপরাপর শত্রুদিগকে নিহত করিয়াছিলেন। এবারে তিনি সরকারী রাস্তায় লোকের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিলেন; ব্রাহ্মণের বৃত্তি বন্ধ করিয়া নিষ্কর জমি

সকলই বাজেয়াপ্ত করিলেন। রাজ্যময় ব্রাহ্মণের হাহাকার উঠিল। ১৮০৭ অব্দে তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা সের বাহাদুরকে সন্দেহ করিয়া পশ্চিম নেপালে যাইতে হুকুম দিলে সে অবমাননাসূচক উত্তর দেয়। তাহাতে রণবাহাদুর রক্ষীদিগকে বলেন "উহাকে কাটিয়া ফেল।" ঐ হুকুম দিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ স্বহস্তেই রণবাহাদুরকে কাটিয়া ফেলে। বল নরসিং (ইনি সুপ্রসিদ্ধ জঙ্গ বাহাদুরের পিতা) অবিলম্বেই সেরসিংকে দ্বিখণ্ড করেন। রণবাহাদুর কাশীতে থাকার সময় নির্গুণানন্দ স্বামী নাম লইয়াছিলেন। নেপালে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুত্র গির্ব্বানযুদ্ধের নামেই রাজকার্য্য চালাইতেছিলেন।

গির্ব্বানযুধ স্বহস্তে রাজ্যভার লইয়া ১০ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি সম্মিলিত নেপালের ৪র্থ মহারাজা। ১৮০৭ খৃঃ অব্দে তিনি ভীমসেন থাপাকে রাজ্যের শাসনকর্ত্তা ও প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। ইনিই সম্মিলিত নেপাল রাজ্যের তৃতীয় প্রধান মন্ত্রী। সেই সময় হইতেই নেপালের রাজকার্য্য প্রকৃতপক্ষে প্রধান মন্ত্রীরই হস্তগত হয় এবং উহাঁরা জাপানী শোগনগণের ও মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়াগণের ন্যায় সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়েন। প্রকৃতপক্ষেই নেপালের মহারাজাধিরাজ তৎকালিক মিকাডোর এবং চীন সম্রাটের ন্যায় এক প্রকার সাধারণের দৃষ্টির অগোচরপ্রায় হইয়া রাজবাড়ীতেই থাকিতে লাগিলেন।

কিন্তু নেপালী সাধারণের ভক্তি ভালবাসা ও প্রাণ উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা উহাঁদের সিংহাসনাধিষ্ঠিত মহা-মহারাজাধিরাজেরই জন্য। যখন রণবাহাদুর বারানসী হইতে ফিরিতেছিলেন তখন দামোদর পাণ্ডে (মন্ত্রী সেনা-পতি) একদল সৈন্য লইয়া উহাঁকে বাধা দিতে যান। রণবাহাদুর একা নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়া চিৎকার করিয়া বলেন "সৈন্যগণ তোমাদের সাহেব তরফে কে? আর পাঁড়ের তরফে কে? "গুর্খারা জয়ধ্বনি করিয়া উহাঁর পক্ষে চলিয়া আসিল ও পাঁড়ে সেনাপতিকে তাহারাই বন্দী করিল! কিন্তু সেই সৈন্যরাই আবার কাঠামাণ্ডু নাবালক রাজার দিকে রহিল এবং ঐ রণবাহাদুরকেই তাঁহার নিজের পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করিতে দিল না। আসল কথা এই যে নেপালী ছত্রি প্রকৃত ক্ষাত্র ধর্ম্মী *। রাজাকে উহারা সাধারণ মানব মনে করে না। নিষ্পাপ ভীষ্মদেব যে জন্য দুষ্ট দুর্য্যোধনের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন গুর্খারাও সেইমত সিংহাসনাধিষ্ঠিতের পক্ষেই থাকে। তাঁহার অনুজ্ঞা পালনই উহার ধর্ম্ম।

---

* ছত্রি শব্দ ক্ষত্রিয় শব্দের অপভ্রংশ। এক্ষণে বণিক্-বৃত্তিপরায়ণ ক্ষত্রি বা ক্ষেত্রি (ক্ষেত্র কর্ষণ বা কৃষিও বৈশ্যের কার্য্য ছিল) নামক বৈশ্য জাতি হইতে নিজেদের পৃথক করিবার জন্য উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে ছত্রি শব্দই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নেপালীদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং "অনন্ত রত্ন প্রভব" হিমালয় হইতে মহামূল্য খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন এবং পাহাড়ী নদী সকলের জল-প্রপাতাদির সাহায্যে বৈদ্যুতিক বলের পরিচালন দ্বারা সমূহ শিল্পোন্নতি হইবার যথেষ্টই সুবিধা আছে। এ সকলের জন্য নেপালের তেমন নেতৃমহাপুরুষ অবশ্যই এক সময়ে আসিবেন। গুর্খারা এখনও তাহা শ্রীভগবানের কাছে একবাক্যে প্রার্থনা করিতে শিখেন নাই। উঁহাদের বীরহৃদয়ে প্রগাঢ় স্বদেশভক্তি জন্য ঐ প্রার্থনা যখন উঠিবে তখন তাহা এতই একাগ্র হইবে যে অচিরেই পূর্ণ হইতে পারে।

১৮০২ অব্দের এপ্রিল মাসে কাপ্তেন নক্স্ ব্রিটিশ রেসিডেন্ট হইয়া কাঠমাণ্ডুতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ডাক্তার বুকানন হ্যামিল্টন উহাঁর সহিত গিয়াছিলেন। ঐ সময়ে নেপালের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। নেপাল গবর্ণমেণ্ট ঠগ ও ডাকাইতদিগকে আশ্রয় দিবেন না, তিব্বতের সহিত বাণিজ্য অবাধে করিতে দিবেন, এবং রাজা রণবাহাদুরের খরচ জন্য ইংরাজেরা যাহা ৺কাশীতে থাকা কালে দিয়াছিলেন তাহা চুকাইয়া দিবেন এই সকল বিষয়ে আলোচনা হইল। তখনকার প্রধান মন্ত্রী দামোদর পাঁড়ে। কুমায়ুনের গবর্ণর ভীম সা এবং গজরাজ মিশ্র-প্রমুখ প্রধান প্রধান নেপালী কর্ম্মচারীদিগকে অনেক টাকা দিয়া ইংরাজ পক্ষে মিলাইবার চেষ্টা হয়। কিন্তু ঐ সকল নেপালী স্বদেশভক্ত ব্যক্তিরা তাহা গ্রহণ করেন নাই।

ইহার অল্প পূর্ব্বেই মহারাণী ত্রিপুরা সুন্দরী নেপালে আসিয়াছিলেন। নেপালীরা কাপ্তেন নক্‌সের যথেষ্ট সমাদর করে কিন্তু ইংরাজ দিগের অভিসন্ধি সম্বন্ধে একান্তই সন্দিগ্ধচিত্ত থাকায় কোনরূপ সুবিধাজনক সন্ধি স্থাপন হয় নাই।

১৮০৩ অব্দে কাপ্তেন নক্‌স কাঠমাণ্ডু হইতে ফিরিয়া যান। ইহার পরই অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ লর্ড ওয়েলেসলি যেন নেপালে গৃহবিবাদ বাধাইবার জন্যই নির্ব্বাসিত রাজা রণবাহাদুরকে নেপালে ফিরিবার অনুমতি দেন এবং নেপালের সহিত ইংরাজের কোন বাধ্যবাধকতা নাই ইহা সুস্পষ্টরূপে বলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম নেপালে যুদ্ধারম্ভ।

১৮০৪ হইতে ১৮১৪ পর্য্যন্ত নেপালীরা ব্রিটিস অধিকারে অত্যাচার আরম্ভ করে। যখন রাজ্যের সুব্যবস্থা নাই এবং রাজা একান্তই অত্যাচারী তখন প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিস সাম্রাজ্যের সহিত বুদ্ধিভ্রষ্ট গুর্খা কর্ম্মচারীরা বিবাদ বাধাইয়া দিলেন! তাহা না করিতে লাগিল। উহঁ রা ভোট ও আসাম আক্রমণ করিলে এমন কি কাশ্মীর আক্রমণ

করিলেও সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। ১৮১৮ অব্দে পরাক্রমশালী রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর অধিকার করেন। গুর্খারা উহাঁর ১৪ বৎসর পূর্ব্বেই উহা গ্রহণ করিতে পারিত এবং অসমসাহসী "ডগ্রা" ও "গুর্খা" ছত্রি মিলিত হইয়া ভারতের সমগ্র উত্তরভাগব্যাপী এক প্রকাণ্ড পাহাড়ী ছত্রি রাজ্যের স্থাপন করিতে এবং তাহা হিমাচলের সাহায্যে এবং ইংরাজের বন্ধুত্বে চিরদিন রক্ষা করিয়া ধন্য হইতে পারিতেন। ফলতঃ অবনতিমুখেই অত্যাচার ও বুদ্ধিনাশ ;—

ন কালো দণ্ডমুদ্যম্য শিরঃ কৃন্তুতি কস্যচিৎ।
কালস্য বলমেতাবৎ বিপরীতার্থ দর্শনং ॥

নেপালী গুর্খার উন্নতি স্থগিতগতি হওয়াই যেন বিধিলিপি ছিল! সেই জন্য উহারা ইংরাজ অধিকারে অত্যাচার আরম্ভ করিল। পান্নার রাজার ইংরাজ অধিকারে কিছু জমিদারী ছিল। পান্না অধিকার করিয়া গুর্খারা ইংরাজাধিকারে আসিয়া পান্নার অধিকৃত ভুটাওলের জমিদারী দখল করিল। মনে কর যে বর্ম্মিরা স্বাধীন থাকা অবস্থায় স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য অধিকার করিয়া তাহার পর পাহাড় হইতে নামিয়া ঐ রাজার কুমিল্লার জমিদারীও বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া বসিল! ১৭৭২ অব্দে যখন গুর্খারা মকওয়ানপুর রাজ্য অধিকার করে, তখন ঐ পাহাড়ী রাজ্যের তরাইয়ের এলাকার উপরও উহারা দাবী করিয়াছিল। ঐ জমির জন্য মকওয়ানপুরের রাজা প্রতিবর্ষে করস্বরূপ একটী

করিয়া হাতী দিতেন। গুর্খারাও প্রতি বৎসর কমিশেরিয়েট বিভাগে একটী করিয়া হাতী দিত। যখন ১৮০১ অব্দে নেপালের সহিত ইংরাজদের বানিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধি হয় তখন ইংরাজেরা ঐ কথা ছাড়িয়া দেন এবং ঐ বিস্তীর্ণ এলাকা স্বাধীন নেপালে মিলিত হয়। কিন্তু ইংরাজের ভরতপুর আক্রমণে অকৃতকার্য্য হওয়াতে এ সময়ে এদেশে উহাঁদের একটু "দপ্‌দপা" কমিয়া গিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। ঐতিহাসিক মেডোজ্ টেলর বলেন যে, 'গুর্খাদিগের বুলীই হইয়াছিল "যে কাপুরুষেরা ভরতপুর অধিকার করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া হিন্দুস্থান "লুঠের" সুবিধা ছাড়িতে নাই!" যে ইংরাজ বিদেশী হইলেও সমগ্র ভারতকে শান্তি সুখে রাখিয়াছেন, তাঁহাকে তাড়াইয়া নেপালী ছত্রি ভারতে "একচ্ছত্র সুশাসিত রাজ্য স্থাপনের" কল্পনাতেও না আনিয়া শুধু এদেশীয় "স্বধর্ম্মী" প্রজার সর্ব্বস্ব "লুঠ" করিবে এই অতীব দুষ্ট ও ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাই করিয়াছিল! আশা করিতে হইতে হইবে উহারা ক্রমশঃ শিক্ষিত ও প্রকৃতদর্শী হইতেছেন।

গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর কমিশনর পাঠাইয়া নেপালের দক্ষিণ সীমানির্দ্ধারণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন, এবং সহজে বিবাদ মিটাইতে নেপাল রাজকে বারবার অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। নেপাল দরবারের উদ্ধতপ্রকৃতিক সৈনিকেরা ইহাতে ইংরাজকে দুর্ব্বল মনে করিয়া আরও অহঙ্কৃত হইতে লাগিল। ইংরাজের পুলিস সৈন্য বুটাওলে

স্থাপিত ছিল। নেপালীরা উহাঁদের ১৮ জনকে হত্যা করিয়া গেল। (মে ১৮১৪) এরূপ নানা প্রকার অত্যাচার অসহ্য হইয়া পড়ায় ইংরাজ বাহাদুরকে অগত্যা নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে হইল। যে নেপালীরা ১০ হাজার চীনীয়ের আক্রমণেই অনেকটা ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, তাহারা যে অজ্ঞতাপ্রযুক্তই প্রভূত বলশালী ইংরাজের সহিত যুদ্ধের ইচ্ছা করিল তাহাতে সন্দেহ নাই। উহাদের ১২ হাজার মাত্র সৈন্য। শতদ্রুতীর হইতে সিকিম পর্য্যন্ত প্রায় সাত শত মাইল দীর্ঘ সীমানারক্ষা ঐ পরিমিত সৈন্যের দ্বারা কিরূপ হইবে উহারা তাহা ভাবিল না। উহাদের পাহাড়ী রাজ্যে অধিক অশ্বারোহী সৈন্য ত না থাকিবারই কথা; ময়দানের যুদ্ধ জন্য ভাল তোপ একটিও ছিল না। স্থানে স্থানে দুর্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তোপ মাত্র ছিল।

গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ৩০ হাজার সৈন্য ও ৬০টী তোপ সমাবেশের আদেশ দিলেন। ক্রমে এই সংখ্যা অনেক বাড়াইতে হয়। সৈন্যগণ চারি ভাগে নেপালের অধিকার আক্রমণে আদিষ্ট হইল। তাহার উপর আবার ইংরাজের হস্তে অব্যর্থ "ভেদনীতির" প্রয়োগের ব্যবস্থাও রহিল।

জেনারেল অক্টারলোনি নেপালী সেনাপতি অমর সিং থাপথাকে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কিন্তু

গুর্খার মধ্যে "গোঁয়ার-গোবিন্দ" লোক সকলে যুদ্ধের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার কিছু অভাব ছিল বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে তখনও মীরজাফর লালসিং, সাংস্থজা প্রভৃতির অনুরূপ স্বদেশদ্রোহী লোকের জন্ম হয় নাই। অমরসিংহ কতকটা রাজিভাব দেখাইয়া জেনারেল অক্টারলোনির সহিত কথা চালাচালিতে ইংরেজদের অনেকটা সময় নষ্ট করিয়া শেষে অকথ্য অপমানসূচক বাক্যাদি বলিয়া ঐ সকল চেষ্টার শেষ করিয়া দিলেন।

ঐতিহাসিক থরণ্টন বলেন যে ওরূপ চেষ্টা করাটাই উচিত হয় নাই; ওরূপ ভাঙ্গানর চেষ্টা যদি অক্টারলোনির বা গবর্ণর জেনেরেলের প্রতিই দেশীয় রাজারা "ঘুস কবলাইয়া" করিত, তাহা কি উচিত হইত! উহাঁরাও ত দূরস্থিত একটী রাজ দরবারের কর্ম্মচারী মাত্র!

আমরাও তাহাই ভাবি যে, ইংরাজের স্বদেশভক্তি কতই বেশী—বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার ধনে কেরাণী ক্লাইভকে ভাঙ্গান গেল না; এমন কি যে কোন একজনও ইংরাজ সৈনিককে ভাঙ্গান যায় নাই! কিন্তু এ দেশের লোকে সত্বরেই "মীরজাফর" হইতে প্রস্তুত। ফলতঃ উহাদের মধ্যে মানবধর্ম্ম—সম্মিলন শক্তি ও ক্ষুদ্র স্বার্থের ত্যাগ প্রভৃতি অধিক বলিয়াই ইংরাজ এত বড়; অপর কোন কারণেই নয়। ঐ ধর্ম্ম অধিক বলিয়াই কর্ত্তব্য-পরায়ণ ইংরাজ আফিসরেরা নূতন নূতন যুদ্ধকৌশল এবং নূতন যুদ্ধাস্ত্র সমস্ত সযত্নে শিখিতেছেন; যেন স্বদেশের

কখন কোথাও একটুও পরাজয় না হয়, এই চেষ্টাতেই উঁহারা ব্যাপৃত ; সর্ব্বদা শঙ্কিত যেন তাঁহাদের অধীনস্থ সৈনিকেরা তাঁহাদের অযত্নে অক্ষমতায় বা অদূরদর্শিতায় জন্মভূমির কার্য্যে অপারগ হইয়া কোথাও "বেঘোরে" মারা না যায়। মুহমুর্হু তোপধ্বনিতে, আকাশে জলীয় বাষ্প অধিক থাকিলে, সত্বরে মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইয়া যায়। বাঙ্গালা দেশের বায়ু সর্ব্বদাই সজল। পলাসীর যুদ্ধ সময়ে (২৩।৬।১৭৫৭) বাঙ্গালায় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল। তথাপি নবাবী সৈন্যের বারুদের জন্ত সুব্যবস্থা হয় নাই। ঐ যুদ্ধকালে বৃষ্টি হইল। বৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নবাবী সৈন্তই সংখ্যাধিক্য জন্ত মোহনলাল ও মীরমদনের অধীনে বিশ্বাসঘাতকদিগের দুষ্ট কল্পনা ব্যর্থ করিয়া যুদ্ধ জয়েরই ধরণ পাইতেছিল। বৃষ্টিতে উহাদের বারুদ ভিজিয়া গেল। ইংরাজের যোদ্ধৃধর্ম্মপরায়ণ সচকিত আফিসরেরা "তের-পালের" জোগাড় রাখিয়াছিলেন তাহাতে ঢাকা রাখায় উহাঁদের বারুদ ভিজিল না। সুতরাং বলা যায় যে বঙ্গ বিহার ইংরাজাধীন হইল "একঠো তেরপাল কা ওয়াস্তে!" কিন্তু উহা বাহ্য দৃষ্টির কথা। ইংরাজের দেশভক্তি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত কার্য্যশৃঙ্খলা—নবাবী পক্ষের দেশ-দ্রোহ ও বিশৃঙ্খলায় ঐ পরাজয় লাভ করিয়াছিল। এবং সেই কথা বিধি-প্রেরিত ইংরাজই আমাদের সযত্নে শিক্ষা দিয়া মহাসাম্রাজ্যের উপযুক্ত প্রজাতে পরিণত করিতে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

জাপানী অফিসরও অবহিত হইয়া সমস্তই "শিখিয়াছেন"। শুধুই যে গোঁয়ারতুমি করিয়া মরিয়াছেন ও অধীনস্থদের খুন করাইয়াছেন তাহা নহে। শিক্ষিত ইয়ুরোপীয় শত্রুর অপেক্ষাও অধিক শিক্ষিত হইয়া উঁহারা আরও উচ্চতর বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ কৌশলের অধিকারী হইয়া খুবই মারিতেছেন; নিজেদের কাহারও মরণের জন্ম অবশ্য ভ্রুক্ষেপ করিতেছেন না। ফলতঃ অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতভাবে শুধু বসিয়া "মরিলে" সাহস দেখান হইলেও তাহাতে "শত্রুরই উপকার" করা হয়; "স্বদেশের উপকার" কিছুই করা হয় না। মারিয়া মরিলেই "যোদ্ধার ধর্ম্ম" রক্ষা হয়। নচেৎ ত বঙ্গসাগরে ঝাঁপ দেওয়া বা জগন্নাথের রথচক্রের নীচে দেহ ফেলিয়া দেওয়া মাত্র। উহা স্ত্রীলোকের বা সন্ন্যাসীর পক্ষে বরং সাজে। যোদ্ধার চাই শিখের প্রত্যহ প্রাতঃস্মরণীয় প্রার্থনার মত (যব্ আয়ুকে অবধি নিদান বনে। অন্তহি রণ মে "যুঝ" মরু")—রণস্থলে "যুদ্ধ" করিয়া মরা।

কিন্তু এই নেপালযুদ্ধে কোন কোন গুর্খা অফিসরের শিক্ষার ত্রুটি, যুদ্ধাস্ত্রের ও সরঞ্জামের ত্রুটি এবং মূর্খতাপূর্ব্বক অনর্থক বৃটিশসিংহের সহিত যুদ্ধ বাধান জন্ম যত দোষই দেওয়া যাউক গুর্খা সৈনিকের বীরত্বের প্রশংসা মুক্তকণ্ঠেই করিতে হয় এবং তাহা বীরহৃদয় ইংরাজেরা যতদূর করিতে পারা যায় তাহাই করিয়াছেন। ইংরাজ লেখকদিগের ঐ সকল উদার ভাবের প্রশংসা পড়িলে গুর্খাদিগের প্রতি

শ্রদ্ধার উদ্রেক ত হয়ই—"গুর্খা জেতা" সরল এবং উদারচেতা সামরিক ইংরাজ লেখকদিগের প্রতিও শ্রদ্ধার বৃদ্ধি পায়।

গুর্খারা কোম্পানীর সিপাহীদিগেরই অনুকরণে কাওয়াজের ব্যবস্থা ও কোম্পানিরই মত রেজিমেণ্ট প্রভৃতিতে দলবন্ধন করিয়াছিল। গবর্ণর জেনেরেল লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৪ অব্দের ১লা নবেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

ভারতবর্ষে যুদ্ধারম্ভের ঠিক উপযুক্ত সময় বর্ষার পর। সম্মুখে আট মাস কাল বৃষ্টি ও বন্যা ভয় থাকে না। প্রাচীন হিন্দুরাজগণ এবং অধুনাতন কালে মহারাষ্ট্রীয়েরা বিজয়া দশমীর দিনই যুদ্ধ যাত্রা করিতেন। জয়পুর এবং অন্যান্য হিন্দু রাজ্যে বিজয়া দশমীর দিন ঐরূপ একটা অভিনয় এখনও হয়।

১ম ব্রিটিস ডিবিজান জেনারেল অক্টারলোনির অধীনে স্থাপিত হইল। ৭ হাজার সৈন্য ২২টি তোপ। এতদ্ভিন্ন ৪৷৷০ হাজার ইরেগুলার সৈন্য এবং পরে একদল নেপাল হইতেই সংগৃহীত সৈন্য এই ডিবিজানে দেওয়া হয়। মোট ১১৷৷০ হাজার সৈন্য ও ২২টি তোপ। ইহারা নেপালের সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চিম প্রদেশ রূপুরের পথে আক্রমণ করিল। গুর্খাদিগের দ্বারা পরাজিত পাহাড়ীয়া রাজাদের ও প্রজাদের গুর্খার বিরুদ্ধে উত্থিত হইবার জন্য বিজ্ঞাপনও অজস্রই ছড়ান হইল।

২য় ব্রিটিস ডিবিজানের অধিনায়ক হইলেন মেজর জেনারেল জিলেস্পি। এই ডিবিজানের পরিমাণ ক্রমে দশ হাজার পর্য্যন্ত বাড়ান হইয়াছিল এবং তোপ সংখ্যা ছিল ২০। ইহারা সাহরণপুরে জমা হইয়া গাড়োয়াল আক্রমণ করিল। ইহাদের সাহায্যে ক্রমশঃ ৬৷৷০ হাজার ইরেগুলার সৈন্য পাঠান হয়।

৩য় ডিবিজান "তরাই" আক্রমণ করিবার জন্য সমবেত করা হয়। ইহাতে ৫ হাজার রেগুলার সৈন্য ও ১ হাজার আন্দাজ ইরেগুলার ও ১৫টি তোপ ছিল। মেজর জেনারেল উড গোরখপুরে সৈন্য সমাবেশ করিয়া ১৮১৪ অব্দের ১৫ই নবেম্বর নেপাল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঐ সময়ের পূর্ব্বে তরাই বড়ই অধিক অস্বাস্থ্যকর থাকে।

চতুর্থ ডিবিজান মকওয়ানপুরের পথে কাঠমাণ্ডু আক্রমণে আদিষ্ট হইয়াছিল। ঐ কার্য্যের জন্য আট হাজার সাধারণ সৈন্য ও ২৬টি তোপ জেনারেল মালির অধীনে সমবেত হইল। এতদ্ভিন্ন ২৭০০ সৈন্য কর্ণেল ব্যাটারের অধীনে কুশী হইতে তিস্তা নদী পর্য্যন্ত সীমানা রক্ষা ও নেপালের উপর সম্ভবমত আক্রমণ জন্য স্থাপিত হয়। উক্ত কর্ণেল সাহেব সিকিমরাজকে নেপালের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন—তখন নেপালীরা সিকিমে একটু প্রবেশলাভ মাত্র করিয়াছিল। সম্পূর্ণরূপে দেশ অধিকারও হয় নাই। এইরূপে মোট প্রায় ৪৫ হাজার সৈন্য এবং ৭০টি তোপ ক্রমশঃ নেপালীদের উপর ফেলা হয়।

থরণ্টনের ফর্দ্দ এই। মেডোজ টেলর বলেন বাইশ হাজার।

ইংরাজ শেষে সম্পূর্ণরূপে জিতিয়া ছিলেন। সুতরাং নেপালী গুর্খাকে পরাজয় করিতে যে অনেক সৈন্য পাঠান হইয়াছিল তাহা জানানর ক্ষতি নাই। বোয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে লর্ড রবার্টস্ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে উহাদের দশগুণ সৈন্য তাঁহাকে না দিলে তিনি জিতিতে পারিতেন না। বোয়ারের দেশ বিস্তীর্ণ; বোয়ারেরা বাল্যকাল হইতে শিকারে দক্ষ; উহারা যতদূরে নিশানা করিয়া ঠিক গুলি করিতে পারে—শিল্পপ্রধান ইংলণ্ডের ধূমপূর্ণ নগরবাসী ইংরাজ সৈন্য সাধারণতঃ ততদূরে ভাল দেখিতেই পায় না; বোয়ার স্বাধীন প্রকৃতিক ক্ষেত্রবাসী; "সাধারণ" ইংরাজ সৈন্যের অনেকে মজুরদল হইতে সংগৃহীত। এরূপস্থলে অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হওয়ারই কথা এবং কানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সম্বলিত পরাক্রান্ত পৃথিবীব্যাপী ইংরাজ সাম্রাজ্য তাহা সুদূর বোয়ার দেশে চালিয়া যুদ্ধ জিতিয়া ছিলেন। ইহাতে অণুমাত্র অগৌরব নাই।

নেপালেও সেইরূপ বিশেষ কারণে অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হয়। পার্ব্বত্য অচেনা দেশে সাহসী বিক্রান্ত শত্রু।

মহীশূর যুদ্ধে হায়দার আলি একবার ইংরাজ সৈন্যের পাশ কাটাইয়া ৩॥০ দিনে ১৩০ মাইল ছুটিয়া ৭ হাজার অশ্বারোহী সহ মান্দ্রাজের নিকট পৌঁছিলে তিনি যাহাই

বলিয়াছিলেন তাহাই স্বীকৃত হইয়াছিল। অমুক ব্যক্তিকে দূত স্বরূপ পাঠাও ; ইংরাজ সৈন্য মান্দ্রাজের দিকে আসিবে না ; কেহ মহীশূর আক্রমণ করিলে ইংরাজদিগকে তাঁহার সাহায্য করিতে হইবে; যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংরাজের মিত্র কর্ণাটের নবাব যে কুরুর প্রদেশ লইয়াছিলেন তাহা ছাড়িতে হইবে—এইরূপ নির্দ্দেশ (ডিক্‌টেশন) মান্য করা হয়। সেনাপতি কর্ণেল স্মিথের মতে এ সকল সর্ত্ত অবমাননাকর (ইনসল্‌টিং অ্যাণ্ড ডিগ্রেডিং)। আধুনিক ইতিহাসে এ সকল কথা প্রায়ই জানা যায় না কিন্তু যখন মহীশূরের মুসলমান রাজ্য ইংরাজ হস্তেই নিশ্চিহ্ন, তখন হায়দার আলির ঐ দুর্দ্দিনের বাহাদুরি টুকুর উল্লেখে দোষ কি ?

উদারতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং বীরসুলভ সত্যপ্রিয়তা হইতেই যে ইংরাজের এত উন্নতি আধুনিক ইংরাজ লেখকেরা কেহ কেহ যেন তাহা ভুলিতেছেন। লর্ড ক্লাইব ইংরাজ অফিসারদের ভাতার জন্য অবাধ্যতা দমন করিবার প্রয়োজন হইলে উহাঁদিগকে তাহার একান্ত বাধ্য দেশীয় সিপাহীর ভয় দেখাইতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। ভরতপুর আক্রমণে ইংরাজ রেজিমেণ্ট পশ্চাদ্‌পদ হইলে লর্ড লেক তাহাদের এক এক প্রকার ধিক্কার দিয়া তাঁহার দেশীয় সিপাহীকে অগ্রসর হইতে বলেন। সাম্রাজ্য স্থাপনকারক ঐ সকল ইংরাজের বীরত্বে এবং সমদর্শিতায় দেশীয় সিপাহী এবং জনগণ সম্পূর্ণরূপে শিষ্যবৎ সেবক হইয়াছিল। লর্ড লেক ব্রজমণ্ডলে শিকার

নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। উহাই প্রকৃত পথ। এরূপ বৃথা ভয় ও সংকোচ বীরপ্রধান ইংরাজ জাতীয় লেখক মাত্রের অনুপযুক্ত। সে যাহা হউক এই নেপাল-যুদ্ধের সাহায্যে কোম্পানী বাহাদুরকে লক্ষ্ণৌএর নবাব এক কোটী টাকা ধার দিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

(নালাপানির যুদ্ধ।)

জেনারেল জিলেস্পির সৈন্যদল (২০।১০।১৮১৪) টিন্‌লি গিরিসঙ্কট অধিকার করিয়া দেরাদুনের পথ উন্মুক্ত করিল। তাহার পর গিরিঘাট দিয়া জেনারেল সাহেব দেরাদুনে ২৪শে অক্টোবর তারিখে সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন এবং যমুনার পারাপারের ঘাটগুলি অল্প সৈন্য দ্বারা অধিকার করিয়া রাখিলেন। দেরাদুন হইতে ৫ মাইল দূরে ৫০০ কি ৬০০ ফুট উচ্চ একটী পাহাড়ের উপর কালঙ্গা বা নালাপানির দুর্গ। স্থানটী তেমন সুদৃঢ় নয় এবং উহাতে একটি ক্ষুদ্র তোপ ভিন্ন অন্য তোপও ছিল না। ৬০০ গুর্খা সৈন্য লইয়া নেপালী কাপ্তেন বলভদ্র সিংহ তাড়াতাড়ি ঐ দুর্গ মেরামত করিতেছিলেন, এমন সময় জেনারেল জিলেস্পি তথায় সসৈন্যে আসিয়া পৌঁছিলেন। বলভদ্র

সিংহের মেরামত কার্য্যের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দুর্গ সম্বন্ধে যে সংবাদ জেনারেল সাহেব পাইয়াছিলেন, তাহার উপরই নির্ভর করিয়া কর্ণেল মবি কিছু সৈন্য লইয়া স্থানটী অধিকার করিতে প্রেরিত হইলেন। জেনারেল নিজে "না হন" সহর অধিকার জন্য অপর দিকে যাত্রা করিবেন ইহাই স্থির করিয়াছিলেন।

কর্ণেল মবি নিকটে গিয়া দুর্গটীর মেরামতি অবস্থা দেখিয়া জেনারেলকে সে সংবাদ পাঠাইয়া দিলে, জেনারেল জিলেম্পি সমস্ত সৈন্য লইয়াই অবিলম্বে তথায় পৌছিলেন, এবং পাহাড়টী প্রায় আধমাইল লম্বা এবং দুর্গটী তাহার অল্প এক অংশে মাত্র অবস্থিত দেখিয়া দুর্গের দেওয়াল হইতে ছয়শত গজ দূরে ঐ পাহাড়ের উপরেই তোপ টানিয়া লইয়া গিয়া বসাইবার ব্যবস্থা করিলেন। স্থির হইল যে, পরদিন দশটার সময় চারিদিক হইতে চারি দল সৈন্য মই প্রভৃতি লইয়া দুর্গ আক্রমণ করিবে এবং প্রাচীর টপ্‌কাইয়া ঢুকিবে।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে তোপ দাগা আরম্ভ হইল। দুর্গের দেওয়ালের অল্প একটু ভাঙ্গিয়াও পড়িল। উহা দেখিয়া ব্যস্তবাগীশ জেনারেল সাহেব আক্রমণের হুকুমটা নির্দ্ধারিত সময়ের একঘণ্টা পূর্ব্বেই দিয়া ফেলিলেন। দুই দল ঐ হুকুমের সঙ্কেত শুনিতে পাইল এবং অবিলম্বে দুর্গ আক্রমণ করিল। অপর দুই দল নির্দ্ধারিত রূপ তোপের সঙ্কেত শব্দ শুনিতে না পাইয়া অন্য দুই দিকে অপেক্ষা

করিতে লাগিল। বলভদ্র সিংহ বৃহৎ দুর্গদ্বারের কাটা ছোট দরজাটী খুলিয়া রাখিয়া তাহার পথ দুইটী কড়িকাঠের দ্বারা ভিতর হইতে আটকাইয়া ঐ কড়ি দুইটীর মধ্য দিয়া তাঁহার একমাত্র ক্ষুদ্র তোপের মুখ বাহির করিয়া দিলেন। কাটা দরজাটা তাহার সাম্নে ঠেকান মাত্র রহিল। তোপটী গ্রেপশাট বা ক্ষুদ্র গোলায় সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখা হইল। দেওয়ালের উপর আড়ালের ভিতর বন্দুকধারী গুর্খা সৈন্যগণ স্থির হইয়া বসিয়া ছিল। ইংরাজ সৈন্য উহাদের গুলি বৃষ্টির মধ্য দিয়া যখন দেওয়ালে পৌঁছিল এবং দেওয়ালে উঠিবার জন্য মই লাগাইল ঠিক সেই সময়ে কাটা দরজাটী ঠেলিয়া খুলিয়া দিয়া উহাদের তোপের আওয়াজ গুর্খারা করিলে হঠাৎ সেই গোলা বৃষ্টিতে সমগ্র আক্রমণকারী দলটায় একবার একটু গোল-মাল হইল। তখন কাটা দরজাটা খোলা আছে দেখিয়া এবং গ্রেপশাটে উহাদের কতক লোক হঠাৎ মারা পড়িল দেখিয়া ক্রোধোন্মত্ত ইংরাজ সৈন্য ঐ পথেই দুর্গে ঢুকিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বড় বড় শাল কাঠের কড়ি দিয়া ঐ পথ রক্ষিত ছিল বলিয়া কেহই প্রবেশ করিতে পারিল না। ঐরূপই হইবে অনুসন্ধান করিয়াই নেপালীরা এই ব্যবস্থা করিয়াছিল।

এদিকে দেওয়াল হইতে অবিরত গুলি বৃষ্টি চলিল ইংরাজসৈন্য একটু বিচলিত ও পশ্চাদ্‌পদ হইল। ইহা দেখিয়া জেনারেল জিলেস্পি নিজেই ৫ নং ইয়ুরোপীয়

পাদাত সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ঐ গোরারাও দুর্গে ঢুকিবার কোন পথ বা উপায় না দেখিয়া শুধু শুধু গুলিবৃষ্টির মধ্যে যাইতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। উহাদের ভর্ৎসনা করিয়া সাহসী জেনারেল নিজেই পদব্রজে কতকগুলি ড্রেগুন সৈন্যসহ তথাপিও অগ্রসর হইলেন। তিনি এক সময়ে ঐ ৮নং ড্রেগুন দলের কর্ণেল ছিলেন ও উহারা তাঁহাকে বড়ই শ্রদ্ধা করিত। ইহাঁরা সতেজে কাটা দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন, কিন্তু তাহার পরই জেনেরেলের বুকে গুলি লাগিয়া তিনি মারা পড়িলেন। ৫৪ জন ড্রেগুণ সৈন্য উহাঁর সহিতই পড়িল।

ঐ দিনে ইংরাজপক্ষের ক্ষতি হইল ১ জন জেনারেল, ৪ জন আফিসর, ১৮ জন সৈনিক মৃত ও ১৫ জন আফিসর ও ২১৩ জন সৈনিক আহত। এই যুদ্ধে বহুসহস্র ইংরাজ সৈন্যের ও ইংরাজী তোপের বিরুদ্ধে ছয় শত মাত্র গুর্খা দৃঢ়ভাবে যে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল, তাহাতেই প্রকৃত বাহাদুরি। সাহসী তেজস্বী কিন্তু অবিমৃষ্যকারী ইংরাজ জেনারেল যেরূপে আক্রমণ করিবেন ঠিক যেন তাহা বুঝিয়াই বলভদ্র সিংহ নিজের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া তাহার সম্পূর্ণ ফললাভই করিয়াছিলেন।

এস্থলে নেপালীর জিত হইল ইংরাজ সেনাপতির অন্যায় সাহসে ও তাঁহার প্রবল তোপখানার এবং বিবিধ ইয়ুরোপীয় যুদ্ধকৌশলের কোনই ব্যবহার না করিয়া সোজা হাতাহাতি করিতে যাওয়ায় "আসন্নকালে তাঁহার বিপরীত বুদ্ধি" হইয়াছিল।

এই পরাজয়ের পর কর্ণেল মবি ইংরাজ সৈন্যের অধ্যক্ষতা পাইয়া কালঙ্গার নিকট সসৈন্যে দেরাদুনে ফিরিয়া গেলেন এবং দিল্লী হইতে বড় বড় তোপ আনাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। ২৪শে নবেম্বর তোপগুলি আসিয়া পৌঁছিল। ২৫শে ইংরাজ সৈন্য কার্য্যারম্ভ করিল। উহারা দুর্গের তিন শত গজ দূরে তোপ বসাইয়া দেওয়াল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করা হইল। ২৭শে নবেম্বর দুই প্রহর মধ্যে খানিক ভাঙ্গিয়া প্রবেশযোগ্য পথ প্রস্তুত হইল। তখন গুর্খারাই ঐ পথে তাড়াইয়া ইংরাজদের তোপ আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু "গ্রেপশটে" উহাদের বিতাড়িত করা হইল। তখনই ইংরাজ পক্ষ হইতে ভাঙ্গা দেওয়ালের পথ দিয়া দুর্গ আক্রমণ হইল। কয়েকজন গ্রেনেডিয়ার ভগ্ন দেওয়ালের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত পৌঁছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ গুলির আঘাতে পড়িয়া গেল। অপরে একটু পশ্চাতে থাকিয়া গুর্খাদিগকে গুলি করিতে লাগিল। নিজেরাও নেপালীর গুলি এবং তীর এমন কি হাতে করিয়া নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতেও হত এবং আহত হইতে লাগিল। ব্রিটিশ আফিসরেরা সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া নিজেরা যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অমনি গুলি লাগিয়া পড়িতে লাগিলেন। ভাঙ্গা দেওয়ালের কাছে একটা তোপ টানিয়া লইয়া যাওয়া হইল যে উহার গোলাবৃষ্টিতে দুর্গরক্ষিগণ ভাঙ্গাস্থলটার মুখ হইতে অপ-

সারিত হইবে এবং উহার ধূমের মধ্য দিয়া ব্রিটিস সৈন্য অগ্রসর হইবে। অসমসাহসে বিশেষ চেষ্টা করিয়া ব্রিটিস অফিসর তথায় তোপ টানাইয়া লইয়া গেলেন ও উহা ছুড়িলেন। কিন্তু গুর্খারা তোপের মুখ হইতে সরে নাই। কতক মরিল বটে, কিন্তু অপরে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। সেই মুহূর্ত্তেই আফিসরটী মারা পড়ায় ইংরাজ এবং দেশীয় সিপাহী সকল সৈন্যেরই মনে হইল যে, যেই ঐ পথে অগ্রসর হইবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়; ঐ পথে গিয়া জয়ী হওয়া অসম্ভব। তোপের ধূমের ভিতর দিয়াও ব্রিটিস সৈন্য ভগ্ন দেওয়ালের পথে অগ্রসর হইল না। দু একজন অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল "ওখানে দেওয়াল হইতে অনেকটা নীচে লাফাইয়া বাঁশের ছুঁচাল মুখ খোঁটার উপর পড়িতে হইবে। ওপথে প্রবেশ করা একেবারেই অসম্ভব।" তখন সৈন্যদের ফিরাইয়া লওয়া হইল। এই দিনের যুদ্ধে ইংরাজপক্ষে ৪ জন আফিসর হত ১৫ জন আহত; ১৫ জন গোরা ও ১৮ জন সিপাহী হত; ২১৫ জন গোরা ২২১ জন সিপাহী আহত হয়। দুই দিনের ক্ষতি ধরিলে মোট গুর্খা যত জন ঐ দুর্গে ছিল, তাহার অপেক্ষা অধিক লোক ইংরাজ পক্ষে এই ক্ষুদ্র দুর্গের নিকট হতাহত হইল। ভাঙ্গা দেওয়ালের পথ রোধ করিয়া তোপের মুখে দাঁড়াইয়া মরিতে মরিতেই গুর্খারা অজেয় ব্রিটিশ সৈন্যকে বিমুখ করিল। এই যুদ্ধে গুর্খাদুর্গরক্ষীদের অনেকেই মারা পড়ে।

তখন ইংরাজ সেনাপতি কালঙ্গাদুর্গের উপর কেবল গোলাবৃষ্টিই আরম্ভ করিলেন। উহা হইতে রক্ষা হইতে পারে এমন বম্বপ্রুফ (অর্থাৎ খুবই পাকা ছাদে খুব পুরু করিয়া মাটি ঢাকা দেওয়া) আশ্রয় স্থান দুর্গে কিছুই ছিল না। "শেল" গোলা ফাটিয়া গুর্খারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মরিতে লাগিল। উহারা পাহাড়ের নীচে হইতে পানীয় জল আনিত, সে সন্ধান লইয়া তাহাও ইংরাজ পক্ষ হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তিন দিনেই গুর্খাদিগের সর্ব্বনাশসাধন হইল। আহার্য্যের অনটন, পানীয় জল প্রাপ্তির পথরোধ, অবিরত গোলাবৃষ্টি, হত সৈনিকদিগের শবের পুতিগন্ধ। কিন্তু তখনও গুর্খারা আত্মসমর্পণ করিল না। হতাবশিষ্ট ৭০ জন মাত্র সৈন্য লইয়া ৩০শে নবেম্বরের রাত্রে বলভদ্র সিংহ কালাঙ্গার দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং অকস্মাৎ আক্রমণে কিছু সৈন্য ক্ষতি করিয়া দিয়া ইংরাজের লাইন কাটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। পরদিন ইংরাজ সৈন্য কালাঙ্গা বা নালাপানির দুর্গে প্রবেশ করিল।

দুর্গে প্রবেশ করিয়া ইংরাজেরা দেখিলেন যে, গুর্খা সৈনিক ও স্ত্রীলোকদিগের ছিন্ন ভিন্ন শরীরে ও রক্তে স্থানটা অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সুধু সাহস ও ধৈর্য্যের উপরে নির্ভর করিয়াই গুর্খারা ঐ ভীষণ গোলাবৃষ্টি তিন দিন নীরবে সহ্য করিয়াছিল। উহারা একবারও দুর্গ "সমর্পণের" কথা মনে করে নাই। ইংরাজ পক্ষ আর হাতাহাতি করিতে না যাওয়ায়, উহাদের বন্দুকের দ্বারা

বহুদূরস্থিত গোলাবর্ষণকারী ইংরাজদিগের উহারা আর কোন ক্ষতিই করিতে পারিতেছিল না। কাপ্তেন ডাফটি লিখিয়াছেন—

ঐ অল্পসংখ্যক সৈন্যদলের দৃঢ়তা নিশ্চয়ই জগতের সকলেরই প্রশংসা ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিবে। নালাপানির ঐ যোদ্ধাগুলি উহাদের অদম্য সাহস ও শত্রুর সহিত সুভদ্র ব্যবহার জন্য চিরকালই বিখ্যাত থাকিবে। *

উহারা প্রতিদিন যুদ্ধের পর দুর্গপ্রান্ত হইতে হতাহত ইংরাজপক্ষীয় সৈন্যদিগকে সরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অবসর দিত। হতাহত শত্রুদিগের অস্ত্র শস্ত্র কিছুই উহারা কাড়িয়া লইত না, তাহাদের শরীর কাহাকে ছুঁইতেও দিত না। একদিন যখন অজস্র গোলাবৃষ্টি হইতেছে, তখন একজন গুর্খা ভগ্ন দেওয়ালের পথে দেখা দিয়া হাত নাড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া তোপ দাগা একটু বন্ধ করা হইলে সে ইংরাজ লাইনে চলিয়া আসিল এবং দেখাইল যে

* The determined resoluton of the little party must surely claim universal admiration * * *

The men of the Nalapani will for ever be marked by their unsubdued courage and the generous spirit of courtesy with which they treated their enemy.

উহার নীচের চিবুকটা গোলার আঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং উহার আহত স্থানটার চিকিৎসা হয় ইঙ্গিতে এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিল! ইংরাজেরা উহার চিকিৎসা করাইলে লোকটা ভাল হইল। হাসপাতাল হইতে সুস্থ হইয়া যাইবার সময় সে বলিয়া গেল যে আবার সে উপযুক্ত শত্রু ইংরাজের সহিত কোন না কোন স্থলের যুদ্ধে দেখা দিবে।—"তোমাদের চিকিৎসা ভাল আমার চিকিৎসা কর। আমাদেরও তেমন ব্যবস্থা থাকিলে তোমাদেরও চিকিৎসা করাইতাম। তবে নিজের দেশের জন্য আমি যুদ্ধ করিতেছি, তাহা বরাবরই করিব। তোমরাও তোমাদের জন্য যুদ্ধ করিবে; তাহাতে কাহার কোন আপত্তি হইতে পারে না, সে ত উচিত কথা।"—একজন সামান্য নিরক্ষর সৈনিক গুর্খারও মনের এই ভাব। বীরপ্রকৃতিক ইংরাজই উহা বুঝিয়া তাহার উপযুক্ত সমাদর করিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ সু-উচ্চভাবে ক্ষাত্রধর্ম্ম পালনে উভয়পক্ষের উপরই সকলের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে না কি?

দুর্গ আক্রমণের সময়ে গুর্খা স্ত্রীলোকগণকেও আক্রমণকারীদিগের প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে প্রতিপক্ষের তোপ ও বন্দুকের মুখে দাঁড়াইতে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল!

বলভদ্রসিংহের সাহায্যে ৩০০ গুর্খা আসিয়া নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে ঘুরিতেছিল। সহস্র সহস্র ব্রিটিস সৈন্য বেষ্টিত দুর্গে উহারা ঢুকিতে পারে নাই। বলভদ্রসিংহ হতাবশিষ্ট

১০ জন মাত্র সৈন্য সহ কালাঙ্গার দুর্গ হইতে বাহির হইয়া গিয়া উহাদের সহিত মিলিত হয়েন। মেজর লড্লো উহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে উহাদের একটু অসাবধানে বিশ্রাম করার সময় সসৈন্যে হঠাৎ একদিন উহাদের উপর গিয়া পড়েন। কিন্তু উহারা এত শীঘ্র নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ইংরাজপক্ষকে প্রস্তর বৃক্ষাদির অন্তরাল হইতে গুলি করিতে লাগিল যে, প্রথমেই উহাদের একজন কাটা পড়িলেও উহারাই ইংরাজ পক্ষের একজন কাপ্তেন, একজন এনসাইন ও একজন সিপাহীকে নিহত করিয়া অধিকতর ক্ষতি করিয়াছিল।

জেনারেল মার্টিনডেল সাহেব জেনারেল জিলেস্পির স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি ১৯শে ডিসেম্বর নাহনের সম্মুখে পৌঁছিলেন। গুর্খারা নাহন পরিত্যাগ করিয়া জয়তকদুর্গে কর্ণেল কেশরসিংহের অধীনে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জয়তকের যুদ্ধ।

ইংরাজেরা ২৪শে ডিসেম্বর নালাপানি অধিকার করিলে জেনারেল মার্টিনডেল জয়তকের দুই দিকে

দুইদল সেনা প্রেরণ করিলেন। জয়ন্তক দুর্গ হিন্দুস্থানের সমতলক্ষেত্র হইতে প্রায় ৩৬০০ ফুট উচ্চ। দুইটা পাহাড় শ্রেণী যেখানে মিলিয়া একটা চেয়ার আকারে হইয়া আছে, ঠিক সেই সর্ব্বোচ্চ মধ্যস্থলটীতে উহা প্রস্তুত।

জেনারেল মার্টিনডেলের প্রেরিত একদল সৈন্যের পরিমাণ একহাজার; অপরটির ১৩০। উহাদের সঙ্গে পাহাড়ী যুদ্ধের উপযুক্ত কামান এবং হস্তী ছিল। ৫৩নং গোরা রেজিমেণ্ট দ্বিতীয় দলে ছিল। দুইটী স্থল হইতে নেপালীরা বিনা যুদ্ধে পশ্চাতে হটিয়া গেল দেখিয়া উহারা মনে করিল "এখানকার শত্রুরা বড় ভীরু। নচেৎ সকল স্থল উহারা কতকটা নিরাপদেই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে পারিত; তথা হইতে পলাইল কেন?" ইংরাজ সৈন্য স্থির করিল যে নালাপানির হারের প্রতিশোধ সহজেই ইহাদের উপর দেওয়া যাইবে।

মেজর লড্‌লো যেখানে পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যদের আসিয়া পৌছিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহার অল্প দূরেই নেপালীদের একটা ষ্টকেড (পাথর জড় করিয়া ও গাছ কাটিয়া ফেলিয়া একটা সামান্য আড়াল দিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্তুত গড়বন্দীর মত করিয়া রাখার ব্যবস্থা পাহাড়ীরা ও বর্ম্মিরা করে; ঐরূপ অস্থায়ী এবং ক্ষিপ্রহস্তপ্রস্তুত কাঠের, পাথরের এমন কি বাঁশের খোঁটার "বেড়"কেও ষ্টকেড বলা হয়) ছিল। গোরা সৈন্যেরা উহা আক্রমণ করিবার জন্য অতীব ব্যগ্রভাবে অনুমতি চাহিতে লাগিল।

মেজর লড্‌লোরও মনে ঐরূপই ইচ্ছা হইতেছিল। তিনি ধৈর্য্য ধরিয়া তোপ আসার অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। নালাপানির যুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ হইয়া গিয়াছিল যে গুর্খার সহিত সরল হাতাহাতি যুদ্ধ করিতে গেলে যুদ্ধ খুব কঠিনই হইবে; সে ইংরাজের ভীষণ সঙ্গিনের মুখ হইতেও পলাইবে না; সুতরাং উহার বিরুদ্ধে ধীরভাবে সর্ব্বপ্রকার আধুনিক ও অনার্য্য যুদ্ধকৌশল প্রয়োগে (রসদ ও জলের সরবরাহ বন্ধ করায় বৈজ্ঞানিক অস্ত্র সকলের—প্রবল তোপখানার ও ভীষণ শেলগোলার—প্রয়োগে) যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা—অন্যথায় জয় সহজে হইবে না। তোপ উহাদের নাই—লোকও উহাদের কম। কিন্তু এস্থলে কাজটা ঠিক হইতেছে না কতক বুঝিয়াও সৈন্যদের উৎসাহের আবেগে পড়িয়া মেজর লড্‌লো ঐ সম্মুখবর্ত্তী ষ্টকেড বা "বেড়"টি আক্রমণের অনুজ্ঞা দিয়া ফেলিলেন।

ষ্টকেডটী অতি সামান্য বলিয়াই বোধ হইল। জয়তক দুর্গ হইতে নেপালী সৈন্য উহার রক্ষীদিগের সাহায্যে আসার পূর্ব্বেই উহা দখল করিয়া রাখা সামরিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মেজর সাহেব নিজের মনকে বুঝাইলেন। কিন্তু গুর্খা সেনানায়ক জসপাও থপা জয়তকের বাছা বাছা সৈন্যসহ ঐ ষ্টকেড মধ্যে আসিয়া পূর্ব্ব হইতেই গুপ্তভাবে বসিয়াছিলেন। গুর্খা সৈন্যের যে কিছু বুদ্ধি ওখানে হইয়াছে, ইংরাজেরা তাহা বুঝিতেই পারেন নাই।

জসপাওথপা ইংরাজ সৈন্যকে ষ্টকেডের খুব নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে দিলেন। তাঁহার হুকুম মত গুর্খারা একটীও বন্দুক না ছুড়িয়া নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিল এবং ইংরাজেরা যেই "বেঁড়"টা টপকাইয়া ভিতরে ঢুকিবার উপক্রম করিতেছেন, অমনি হঠাৎ বেড়টার দুই দিক হইতে গুর্খা সৈন্য বাহির হইয়া ইংরাজ সৈন্যের উভয় পার্শ্ব আক্রমণ করিল। সম্মুখ ও দুই পার্শ্ব হইতে একেবারে গুলি বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় ইংরাজ সৈন্য একটু বিচলিত হইল। ভারতবর্ষীয় শত্রু যে সুরক্ষিত স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভুবনবিজয়ী ইংরাজ সৈন্যকে তাড়াইয়া আক্রমণ করিবে, একথা ইংরাজ সৈনিক বা সেনাপতি কখন কাহার মনেও হয় নাই! কিন্তু হঠাৎ এইরূপ গুলিবৃষ্টির আরম্ভ ও শত্রুর তিন দিকে আবির্ভাবে মুহূর্ত্ত মাত্র গোরা সৈন্য বিচলিত হইলে, ঐ সুবিধায় মুহূর্ত্তমধ্যেই গুর্খারা তিন দিক হইতেই তরবারি হস্তে ইংরাজ সৈন্যকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিল। গুর্খাদের সংখ্যা অধিক ছিল না। কিন্তু উহাদের অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিক্রমে ও ঐ সতেজ আকস্মিক আক্রমণে একপ্রকার হতবুদ্ধি হইয়াই গোরা সৈন্য অবিলম্বেই পলাইতে লাগিল। গুর্খারা পশ্চাৎ হইতে তাড়াইয়া চলিল। কিছু পশ্চাতে যেখানে উহাদের সিপাহীরা জমা হইয়া শ্রেণীবদ্ধ ও প্রস্তুত ছিল, সেখানে পলায়নপর ইংরাজ সৈন্যদের খাড়া করিবার চেষ্টা যথোচিতই হইল। তাহার পর অপর দুই স্থলেও হইল। কিন্তু ঐ

চেষ্টা সর্ব্বত্রই বিফল হইল। গোরা পলাইয়া আসিতেছে দেখিয়া সিপাহীরাও পলায়নেই মন দিল। কেহ কেহ বলেন যে, পলায়নপর গোরাদের সঙ্ঘাতেই ইংরাজপক্ষের সিপাহীদিগের লাইন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে যাহাই হউক, তরবারি ও কুক্‌রি-হস্ত সেই স্বল্পসংখ্যক গুর্খা "মার কাট" করিতে করিতে ইংরাজ ও সিপাহী সকলকেই কয়েক মাইল তাড়াইয়া লইয়া গেল।

মেজর রিচার্ডস্ যে দল লইয়া জয়ন্তকের অপরদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহারা নিরূপিত স্থান দখল করিয়া সমস্ত দিন গুর্খাদিগের আক্রমণ সহ্য করিতেছিল। গুর্খারা পাহাড়ের অন্তরাল হইতে গুলি করিতেছিল, এবং মাঝে মাঝে তাড়া করিয়া আসার মত দেখাইয়া গোরা ও সিপাহীকে বিব্রত রাখিতেছিল। সন্ধ্যার পর জেনারেল মার্টিনডেল সাহেবের হুকুম আসিল যে সকলেই ফিরিয়া আইস। তখন ব্রিটিস দলের নিকটে গুলি বারুদ ফুরাইয়া আসিয়াছিল। ইংরাজ সৈন্য পশ্চাদ্‌পদ হইবামাত্র কতক গুর্খা উহাদের তাড়াইয়া আক্রমণ করে। লেপ্টনেন্ট থ্যাকারে ২৬নং দেশীয় পদাত সৈন্যদলের দ্বিতীয় পক্ষ লইয়া ব্যাটেলিয়ান অবিলম্বে ও সতেজে উহাদের আক্রমণ করিয়া উহাদের গতি স্থগিত না করিলে সমস্ত দলটাই বিনষ্ট হইত। এই মহৎকার্য্যে লেপ্টনেন্ট থ্যাকারে নিজে ও তাঁহার অধীনস্থ সিপাহীদের সকলেই নিহত হইলেন; কিন্তু পশ্চাদ্‌পদ ব্রিটিস সৈন্য পলাইবার অনেকটা সময়

পাইল, এবং কতক ক্ষতি স্বীকার করিয়া ছাউনিতে ফিরিতে পারিল।

মেজর লড্লোর সহিত যে তোপগুলি যাইবার কথা ছিল, তাহা অনেক পশ্চাতে পড়াতেই তিনি পরাজিত হয়েন। ওরূপ অবস্থায় জেনারেল সাহেবের শত্রু সম্বন্ধে অধিক সংবাদ রাখিয়া অগ্রসর হওয়ার হুকুমটা পরিবর্ত্তন করাই উচিত ছিল। কিন্তু নিজেদের অজেয় বলিয়া জ্ঞান থাকায় এবং ইংরাজ পক্ষে এ দেশে একটু হঠকারিতার কার্য্যও অনেক সময়ে সফল হওয়ায়, অনেকটা "গোঁয়ার-তুমি" উহাঁদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। পরে এই ঘটনার সমালোচনা স্থলে গবর্ণর জেনারেল সাহেবের মতে মেজর রিচার্ডসকে ফিরিবার হুকুম না দিয়া উহাঁকে সৈন্য ও অস্ত্র সাহায্য প্রেরণ করাই উচিত ছিল। কিন্তু তখন জেনারেল মার্টিনডেল একটু "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়" হইয়া পড়িয়াছিলেন; অর্থাৎ সহজ কথায় বলা যায় যে তাঁহার এবং অনেকেরই তখন "ভেবাচেকা" লাগিয়া গিয়াছিল। এই দিনের যুদ্ধে ১২ জন ব্রিটিস - আফিসার এবং ৪৫০ জন সৈনিক ক্ষতি হয়।

১৮১৫ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গুর্খা সর্দ্দার রণজিত-সিংহ ২০৪ জন মাত্র গুর্খাসহ লেপ্টনেন্ট ইয়ং সাহেবের ২০০০ ইরেগুলার সৈন্যকে নির্ভয়ে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত করেন। জয়তক অধিকার তখন হইল না।



সপ্তম অধ্যায়।

(জিতগড়ের যুদ্ধ।)

একণে গোরখপুরে সংগৃহীত ইংরাজ সৈন্য দলের কথা বলা আবশ্যক। ডাক্তার বুকানন (পরে ইনি নাম লয়েন ফ্রান্সিস হামিল্টন) নেপাল সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ সকল সংবাদ "অ্যাকাউণ্ট অফ নেপাল" নামে (১৮১৭ অব্দে) যুদ্ধের পর প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহাই সরকারী আফিসে হস্তলিপি অবস্থায় নেপালের সংবাদ সম্বন্ধে যুদ্ধ সময়ের প্রধান উপকরণ হইয়াছিল। তিনি নেপালের একখানি ম্যাপও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। অনেক গুলি দেশীয় ব্যক্তির দ্বারা পৃথক পৃথক নকসা প্রস্তুত করাইয়া তাহাদের মিল করাইয়া এই ম্যাপ প্রস্তুত হয়। ডাক্তার সাহেব ১৮০২ ও ১৮০৩ অব্দে কাঠমাণ্ডুর নিকটে দূত স্বরূপ গিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে রামজয় ভট্টাচার্য্য নামক একজন ব্যক্তিকে সাহেব সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনিই অজ্ঞাত নেপালের বিবরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই, মহাশয়ের (তিব্বত সম্বন্ধীয় কার্য্যের) পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিরূপ বলিলে হয়ত অত্যুক্তি হয় না। প্রতিনিধি তেওয়ারি এবং কনকনিধি তেওয়ারি নামক দুই ভ্রাতাও বিবরণসংগ্রহে ডাক্তার সাহেবের সাহায্য করেন। ইঁহারা নেপালসংস্পৃষ্ট লোক ও গোরখপুরবাসী ছিলেন। শান্তির সময়ে ইঁহারা অর্থ পাইয়া বিদেশীয়ের "ভৌগোলিক জ্ঞানবৃদ্ধি" সম্বন্ধে

সাহায্য করিলেও, যুদ্ধকালে কিরূপ ব্যবহার করিবেন তাহা না বুঝিয়াই গোরখপুরের সৈন্যদলের অধিনায়ক জেনারেল উড সাহেব কনকনিধির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কনকনিধি সংবাদ দিল যে, বুটওয়ালের লোক সকলে পলাইয়াছে, পথ সুগম, জিতগড় নামক ক্ষুদ্র দুর্গে অতি অল্পসংখ্যক মাত্র নেপালী সৈন্য আছে; তাহা ত্বরিতেই দখল করিয়া লইলে নয়াকোট নামক নেপালীদের প্রধান দুর্গ আক্রমণের পথ মুক্ত হইবে। কনকনিধি পথ দেখাইয়া ইংরাজ সৈন্যকে জিতগড় দুর্গের ৫০ গজ দূরে আনিয়া দিল। জিতগড় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছিল সেরূপ দেখা গেল না। উহার পশ্চাতে পাহাড়ের উপরও গুর্খা সৈন্য ছাইয়া ছিল এবং নিকটের কোন একটি "উচ্চ" পাহাড় হইতে উহার উপর গোলাগুলি বৃষ্টির সুবিধা থাকার কথা যাহা কনকনিধি বলিয়াছিল তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা!

দুর্গের খুব নিকটে একটা "ছোট" পাহাড় ছিল। ইংরাজ সৈন্য উহাই দখল করিল। কিন্তু জিতগড়ের পশ্চাদবর্ত্তী উচ্চতর পাহাড় হইতে গুলি করিয়া গুর্খারা অক্লেশে ইংরাজ সৈন্যকে অবাধ বধ করিতে লাগিল ও নিজেরা বৃক্ষ ও প্রস্তরখণ্ডের অন্তরালে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। জিতগড়ের সম্মুখে ইংরাজদের আনিয়া দিয়াই কনকনিধি অদৃশ্য হইয়াছিল! ইংরাজ সৈন্য জিতগড়কে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থান দেখিয়াও উহাদের নৈসর্গিক

সাহসের সহিত উহা আক্রমণ করিল; কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই অকৃতকার্য্য হইল।

ঐতিহাসিক অ্যাটকিন্সন বলেন যে, জিতগড় অজেয় স্থান ছিল না; আর একটু চাপিয়া পড়িয়া থাকিলেই উহা অধিকৃত হইতে পারিত। কিন্তু জেনারেল উড যত সহজে উহা অধিকার হইবে মনে করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা হইল না দেখিয়া এবং গুর্খা সৈন্তের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক "মনে করিয়া," অপরিমিত উৎসাহ হইতে নামিয়া একেবারেই সম্পূর্ণ হতাশাস হইয়া পড়েন এবং সৈন্তদিগকে পশ্চাদ্‌পদ হইতেই অনুজ্ঞা দেন। তাহার পর ১৫ই এপ্রেল পর্য্যন্ত জেনারেল উড কোনরূপ যুদ্ধ কার্য্যই করেন নাই। একবার বুটাওলের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন মাত্র—তাহাতেও অকৃতকার্য্য হন।

আসল কথা এই যে, গুর্খাদিগের বিক্রমে "সাধারণ" ইংরাজ সেনাপতিগণ "হাত পা হারাইয়া" যাইতেছিলেন। বোয়ার যুদ্ধের প্রথমে শত্রুর বিক্রম দেখিয়া "সাধারণ" ইংরাজ সেনাপতিদেরও ঐ দশা হইয়াছিল। লর্ড রবার্টস্ ও জেনারেল কিচেনারই তথায় ইংরাজের মুখ রক্ষা করিলেন। "এরূপ" কঠিন স্থলে একটু "অসাধারণ" দৃঢ়তার ও সাবধানতার একত্র সমাবেশের একান্তই প্রয়োজন। উহা নেপাল যুদ্ধে জেনারেল অক্টারলোনিই দেখাইয়াছিলেন, আর কেহই দেখান নাই। তিনিই নেপাল যুদ্ধে কোম্পানি বাহাদুরের মান ইজ্জত রক্ষা করিয়াছিলেন

বলিয়া কলিকাতায় "অক্টারলোনি মনুমেণ্ট" তাঁহার নামে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং আজও তাঁহার নাম স্মৃতিপথে রহিয়াছে। নেপাল যুদ্ধে তিনিও অন্যান্য ইংরাজ সেনাপতিদিগের ন্যায় অকৃতকার্য্য হইলে একক নেপালীরা যে হিন্দুস্থান আক্রমণ করিতে বা উহার সমতল প্রদেশের কোন অংশ অধিকার করিতে পারিত তাহা নহে; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ও শিখ বল ও দক্ষিণ ভারতের মুসলমান বলও ইংরাজের প্রতি সম্ভ্রম ত্যাগ করিয়া উহাদের বিরুদ্ধে একোদ্যমে উঠিলে যে তখন একটা বিপরীত বহু সৈন্যক্ষয়কর বিভ্রাট ঘটিত তাহার সন্দেহ নাই।

অষ্টম অধ্যায়।

(পর্শা ও সমন্দপুরের যুদ্ধ।)

জেনেরেল মার্লি অপর এক সৈন্যদলের কর্ত্তা ছিলেন। উহাঁরই সাক্ষাৎভাবে কাঠমাণ্ডুর পথে নেপাল আক্রমণ করিবার কথা। তিনি তরাই (নিম্নভূমি) মধ্যস্থিত কয়েকটি স্থান অধিকার করিলেন এবং কতক সৈন্য কাপ্তেন সিলবির অধীনে পর্শায় রাখিলেন। নিজে যেখানে রহিলেন, তাহা হইতে পর্শা ২০ মাইল পশ্চিমে। আর এক দল নিজের ২০ মাইল পূর্ব্বে সমন্দপুরে, কাপ্তেন ব্লাকনির অধীনে রাখিলেন। নেপালী সৈন্য কর্ণেল রণধর সিংহের*

অধীনে মকওয়ানপুরে ছিল। রণধরসিংহ নিজের প্রায় সমস্ত সৈন্যই দুই ভাগ করিয়া গোপনে একই দিনে (১লা জানুয়ারিতে) পর্শা ও সমন্দপুর যুগপৎ আক্রমণ করাই-লেন। ইংরাজদিগের আসল ও বৃহৎ সৈন্যদল নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া মধ্যবর্ত্তীস্থলে বসিয়া রহিল। সেদিন তাহা-দের সম্মুখে নেপালী শিবিরে অতি অল্প সৈন্য থাকার সন্ধানও রাখিল না। আক্রান্ত উভয় স্থলেই গুর্খারা সংখ্যায় অধিক হইল, এবং ইংরাজ সৈন্যদলের ঐ দুই টুকরাই বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

ঐ সময়ে জেনারেল মার্লি একটু উদ্যমশীল হইয়া গুর্খা-দিগের মধ্যবর্ত্তী ফৌজ আক্রমণ করিলে দু একশত মাত্র শত্রু সৈন্য বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত দেখিতেন এবং সম্পূর্ণ জয়লাভ হইত এবং কাঠমাণ্ডুর পথ একেবারে খুলিয়া পড়িত।

পর্শার যুদ্ধে কাপ্তেন সিব্লি মারা গেলেন। তথাপি উঁহার দলের লোক রীতিমত ব্রিটিস সৈন্যের উপযুক্তভাবে কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ করে; কিন্তু এখানেও বেবন্দোবস্ত ছিল; তোপের ভিতর কার্টিজ পুরিতে দেরী হইতেছিল, কার্টিজ প্রস্তুতের দোষে তোপে আটকাইতেছিল। ফলে ৫০০ সৈন্যের মধ্যে হতাহত ও নিরুদ্দেশে ৩৮১ জন ক্ষতি হয়। ১১৯ জন মাত্র ছুটিয়া একটা নালা পার হইয়া গিয়া প্রাণ রক্ষা করে।

সমন্দপুরে কাপ্তেন ব্লাকনির দল ভোর রাত্রে হঠাৎ

আক্রান্ত হইয়া একেবারেই "ভড়কাইয়া" গেল। সকলে অস্ত্র ধরিতে না ধরিতে আক্রমণকারী গুর্খারা তাঁবুতে আগুন দিয়া গোলযোগ বৃদ্ধি করিয়া ফেলিল। ব্রিটিস সৈন্যেরা স্থির করিয়া ফেলিল যে, দশ হাজার গুর্খা উহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে! উহারা আক্রমণের দশ মিনিটের মধ্যেই পলায়ন আরম্ভ করে এবং পশ্চাৎ তাড়িত হইয়া অনেকেই হতাহত হয়। দ্রুতগামী ও একান্ত উদ্যমশীল গুর্খার সমক্ষে পলায়নে রক্ষা সহজ নহে; বেড়ের ভিতর হইতে বা তোপের সাহায্যে উহাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ থাকিয়া দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

জেনারেল মার্লি ইহার পর গুর্খা সৈন্যদলের সংখ্যা সম্বন্ধে বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কে একজন কৃষ্ণনারায়ণ তেলি শুনিয়া আসিয়াছিল যে, গুর্খা সৈন্য সংখ্যায় ২৯ হাজার। কোন্ একজন গুর্খা সৈনিক কাহাকে অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিল যে, উহারা সংখ্যায় ১৮ হাজার। পর্শায় ও সমন্দপুরে গুর্খারা বলিয়াছিল, উহারা তিন তিন হাজার দু স্থলে আক্রমণ করিতে যায়।—জেনারেল মার্লি স্থির করিলেন যে ঐ ছয় হাজার ছাড়া মাকওয়ানপুরেও অবশ্য অনেক সৈন্য ছিল। অন্ততঃ সাত হাজার ধর; সবই ত দুই দিকে যায় নাই। সুতরাং জেনারেল মার্লি স্থির করিলেন যে, কাঠমাণ্ডু আক্রমণ করিতে যাওয়া অসাধ্য। "অন্ততঃ তের হাজার ত সম্মুখেই আছে; আর পাঁচ হাজার পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর হইতে

উহাদের আসিতেছে ; এই হইল আঠ'র হাজার ; তবেই দেখ !" এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া জেনারেল মর্লি চুপ করিয়া বসিয়া থাকাই সঙ্গত মনে করিলেন। এই সময়ে নেপালের পাহাড়ে যুদ্ধোপকরণ ও আহার্য্যাদি লইয়া যাইবার জন্য ৭৩০০ জন ঠিকা কুলি উঁহার নিকট ছিল। মাসে ৭০ হাজার টাকা খরচ হইতেছিল। যুদ্ধের ধরণ দেখিয়া ১৮ই জানুয়ারি আসিষ্টাণ্ট কমিসরি জেনারেল এই বৃথা ব্যয়ের উল্লেখে কুলিদের ছাড়াইয়া দিতে বলিলেন।

তখন কর্ত্তৃপক্ষ মেজর মর্লিকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া স্থির করিয়া জেনারেল উডকে তাঁহার স্থলে বসাইলেন। কিন্তু তিনি জ্বরের সময় আসিয়াছে বলিয়া ১৩৪০০ বৃটিশ সৈন্য লইয়া কোন কাজই করিলেন না। মেজর পিপাসর্গিল এক স্থলে ৫০০ গুর্খাকে পরাজিত করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতেও উঁহার উৎসাহ উদ্রেক হইল না! গোরখপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট পত্র লিখিয়াছিলেন যে, সীমানার নিকট নেপালী সৈন্যে উপদ্রব করিতেছে। জেনারেল উড উত্তর দিলেন যে, তাহা নিবারণ করিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল পাঠাইলেই হইবে ; বৃহৎ বৃহৎ দল পাঠাইলে তাঁহার সমীপস্থ সৈন্যদল দুর্ব্বল হইবে ; সুতরাং সকলে একত্রে নির্ব্বিঘ্নে ছাউনিতে বসিয়া বনভোজন করিতে থাকাই পরমপুরুষার্থ বলিয়া ঠিক করিয়া রহিলেন।

এ সকল কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, নেপাল যুদ্ধে ইংরাজের যে প্রথমটায় জয়লাভ হয় নাই, তাহা সেনাপতি-

দের একান্ত অকর্ম্মণ্যতার দোষে; শুধুই যে নেপালীর বিক্রমে তাহা নয়। একদল মাত্র সেই ব্রিটিশ সৈন্তই ত জেনারেল অক্টারলোনির অধীনে সমস্ত কার্য্য সমাধা করিল; নেপালকে অসহানি স্বীকারে সন্ধি করিতে বাধ্য করিল।

উপযুক্ত "নেতার" অভাবই সকল দেশের প্রকৃত অভাব। কুমায়ুনে ভূতপূর্ব্ব সিন্ধিয়ার আফিসার গার্ডনার ও হিয়ারসে নূতন প্রস্তুত রোহিলা সৈন্যসহ প্রবেশ করেন। তথায় গুর্খা সৈন্য অল্প এবং অকর্ম্মণ্য সেনাপতির অধীনে থাকায় উঁহারা আলমোরা অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর এক স্থলে যে একদল গুর্খা যাইতেছিল, তাহাদিগকে লেপ্টেনেন্ট ইয়ং এর অধীনস্থ সেই রোহিলা জাতীয় দুই হাজার সিপাহী ঘিরিলে যখন দুই শত মাত্র গুর্খার অধিনায়ক সকলকেই "প্রাণত্যাগ প্রতিজ্ঞা" করাইয়া, পথ কাটিয়া বাহির হইবার জন্য রোহিলা লাইন আক্রমণ করিলেন, তখন একে একে দলে দলে রোহিলারা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়।

ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন ;—

সাহসোৎপতিতানাঞ্চ নিরাশানাঞ্চ জীবিতে।
ন শক্যমগ্রত স্থাতুং শক্রেণাপি ধনঞ্জয় ॥

—হে ধনঞ্জয়! জীবিতাশা ত্যাগ করিয়া সাহস সহকারে আক্রমনকারীদিগের সম্মুখ ইন্দ্রও দাঁড়াইতে সমর্থ হন না।

"প্রকৃত পক্ষে 'প্রাণপণ" করিয়া লাগিলেত কিছুই অসাধ্য থাকে না! এমন কি মানব নিজের মনকে জয় করিয়া জীবন্মুক্তই হইতে পারে।

নবম অধ্যায়।

দেওথল ও মালাওন।

জেনারেল অক্টারলোনি অক্টোবর মাসে যুদ্ধকার্য্য আরম্ভ করেন। প্রথমে উহাঁর সহিত ৭০০০ সৈন্য ছিল। উহাঁর প্রতিযোগী নেপালী সেনাপতি অমরসিং থাপ্পার অধীনে কখনই তিন হাজারের অধিক সৈন্য একত্রিত হইতে পারে নাই। জেনারেল অক্টারলোনি প্রথম হইতেই বিশেষ সাবধানতার সহিত যুদ্ধের ব্যবস্থা করিলেন। কোন স্থানেই হঠকারিতাসহ শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া সোজাসুজি কোন গুর্খা দুর্গ বা রক্ষিত স্থলের উপর চড়াই করিলেন না। যাহা তোপে হয়, তাহাতে সঙ্গিন ব্যবহার ত নয়ই; বন্দুক ব্যবহারও করিলেন না।

নেপালীদিগের যুদ্ধবিদ্যার এক অংশও তিনি নিজে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইয়া তাহাই উহাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরীভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। নেপালীরা কোন স্থান সৈন্য দ্বারা রক্ষা করিতে হইলে পাথর জমা করিয়া এবং গাছ কাটিয়া ফেলিয়া একটা

"বেড়" প্রস্তুত করে; তাহার ভিতর হইতে অল্পসংখ্যক সৈন্যের অধিক সংখ্যক শত্রুকে সহজে বাধা দেওয়ার সুবিধা হয়। ঐ কার্য্যে ধৈর্য্য ও পরিশ্রম যথেষ্ট প্রয়োজন। সাধারণতঃ সৈনিকেরা সমস্ত দিন কুচ করিয়া আসিয়া এইরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করিতে চাহে না; কিন্তু জেনারেল অষ্টারলোনি বুঝিয়াছিলেন যে একটা আড়ালের দ্বারা সাহস বর্দ্ধিত করিয়া না রাখিলে, গুর্খার বিক্রমে এবং অপরিচিত পাহাড়ীস্থানে, উহাদের হঠাৎ আসিয়া আক্রমণে, তাঁহার সৈন্যেরা "ভড়্কাইতে" পারে; উহাদের জন্য ঐরূপ নেপালী "ষ্টকেড" বা "বেড়" অতীব প্রয়োজনীয়।

সাধারণতঃই বলা যায় যে, যে দেশ সমতল নয়; দূর হইতে শত্রুর আক্রমণ করিতে আগমন দেখা যায় না; অপর পাহাড়ের অন্তরালে শত্রু অলক্ষ্যে নিকটবর্ত্তী হইতে পারে এবং যেখানে এরূপ উদ্যমশীল ও সাহসী শত্রুকে বাধা দিতে হইবে, তথায় বেড় প্রস্তুত করা একান্তই প্রয়োজনীয়। বোয়ার যুদ্ধের শেষটায় ইংরাজদিগকে ডিওয়েটের হঠাৎ আক্রমণ হইতে সৈন্যদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দেশময় শত শত "ব্লকহাউস" প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। সুদানেও ঝোঁপ কাটিয়া আনিয়া সৈন্যদিগের জন্য বেড় বা "জেরিবা" প্রস্তুত করা আবশ্যক হইয়াছিল। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে (১৯১৫) মিত্র পক্ষীয়েরা এবং জর্ম্মনেরা উভয় দলই পরিখা বা "ট্রেঞ্চ" কাটিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ঐ মহাযুদ্ধে উভয়-পক্ষই জেনারেল অষ্টারলোনির ব্যবস্থা পূর্ণরূপেই গ্রহণ

করিয়াছিলেন বলিয়া দেখা যায়। তোপের দ্বারা দুর্গ সকল চূর্ণীকরণ এবং ময়দানে তাড়াতাড়ি খানিকটা অগ্রসর হইয়া তথায় পরিখা কাটিয়া বসিয়া শত্রুর আক্রমণ নিবারণ। এখনকার প্রবল তোপের সমক্ষে আর উচ্চ 'ষ্টেকেড' বা গড় বাঁচে না; সেই জন্য মাটির নীচে ট্রেঞ্চ কাটার ব্যবস্থা; ঐ টুকুমাত্র পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

নেপাল যুদ্ধে অপর ইংরাজ সেনাপতিরা এ সকল কিছুই ভাবেন নাই। হঠকারিতায় যে অতিরিক্ত সাহস বুঝায় কেবল তাহাই দেখাইয়া, গুর্খা হস্তে তাহার উপযুক্ত বাধা পাইবামাত্র তাঁহারা একেবারেই নিরুদ্যম হইয়াছিলেন। জেনারেল অক্টারলোনি একবারও হঠকারিতা দেখান নাই এবং একবারও একটুও নিরুদ্যম হন নাই।

তিনি ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত কেবল নিজের সৈন্যদিগকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শত্রুদলের পার্শ্বে ও পশ্চাতে লইয়া গিয়া গুর্খাদিগের ছোট ছোট অগ্রবর্ত্তী দলকে (তাহাদের আড্ডাগুলি রক্ষা করা অসম্ভব করিয়া দিয়া) হঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। একপে তোপ সাজাইয়া এই সকল সামরিক কৌশল ধীরে কিন্তু দৃঢ়তার সহিত কাজে আনা হয় যে, ইংরাজ সৈন্যের প্রতি সবেগে আক্রমণ করিবার কোন "সুবিধা" পাওয়া দূরে থাকুক, আক্রমণ করিলে যে নিশ্চয়ই সুরক্ষিত সুপরিচালিত উৎকৃষ্টতর অস্ত্রে সজ্জিত এবং বহুগুণ অধিক পরিমাণ শত্রুর হস্তে যে অনর্থক প্রাণহানি মাত্র হইবে, ইহা গুর্খা সেনানায়কগণ সুস্পষ্টই

দেখিতে লাগিলেন। নূতন রাস্তা প্রস্তত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তোপ টানিয়া লইয়া যাওয়ার পরিশ্রম স্বীকার; পাহাড়ে পাহাড়ে তোপ সাজাইয়া রাখিয়া তাহার আশ্রয়ে রাস্তা প্রস্তত; সর্ব্বদা সচকিত থাকিয়া কিছু অগ্রসর হওয়ার পর প্রত্যহ অপরাহ্নে অপরিসীম পরিশ্রমে শ্রান্ত সৈনিকদিগের দ্বারা বেড় প্রস্তত করিয়া রাত্রে সৈন্যগণের সুন্দর রক্ষা-বিধান, ইত্যাদি ব্যবস্থা (হঠকারীদিগের চক্ষে ভয়ে ভয়ে বৃথা পরিশ্রম) দ্বারা—ফলতঃ ইয়ুরোপীয় উচ্চশ্রেণীর যুদ্ধ-বিদ্যার এবং উৎকৃষ্ট যুদ্ধোপকরণের "সম্পূর্ণরূপেই" ব্যবহার করিয়া—জেনারেল অক্টারলোনি অতি ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ ও বেড়গুলি অধিকার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কয়েকস্থলে অল্পসংখ্যক গুর্খা সৈন্য বিশেষ দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু অক্টারলোনির ব্যবস্থার গুণে উহাদের জিতিবার কোন উপায়ই ছিল না। উহারা কোথাও কোন ছিদ্রের বা ত্রুটীর সুবিধা পায় নাই; সুতরাং প্রতিবারই অকৃতকার্য্য হয়।

রামগড় দুর্গের উপর ইংরাজের বড় বড় তোপের গোলাবৃষ্টিতে উহা রক্ষা করা অসাধ্য দেখিয়া তথাকার এবং জুরজুরি কেল্লার অধ্যক্ষদ্বয় দুর্গ সমর্পণ করেন। সুবুদ্ধি অকটারলোনি গুর্খাদিগকে "সশস্ত্রে পতাকাসহ দুর্গ বাহির হইয়া আপনাদের দলে মিলিতে যাইতে দিবেন" এই সম্মান সূচক সর্ত্ত দিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত গুর্খা সেনাপতি অমরসিংহের দলে গিয়া সসৈন্যে

মিশিলে উক্ত সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয় দুর্গের দ্বারে সসৈন্যে না মরিয়া দুর্গ সমর্পণ করায় জঙ্গ তিনি উঁহাদের দুই জনেরই নাক কাণ কাটিয়া দিয়াছিলেন!

ইহার ফলে তারাগড় দুর্গের উপর যখন গোলাবৃষ্টিতে উহা রক্ষার কোন উপায়ই রহিল না, তখন দুর্গাধ্যক্ষ ইংরাজদিগের নিকট "বন্দী" হইতে স্বীকৃত হইলেন, স্বদলে ফিরিতে চাহিলেন না। যাহা হউক, ক্রমশঃ অমরসিংহের অনেকগুলি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিয়া অক্টারলোনি মালাওন দুর্গের নিকট অমরসিংহের আসল সৈন্যদলের নিকটস্থ হইলেন। মালাওন ও সুরজগড় দুর্গদ্বয় অমর-সিংহের সৈন্যের পার্শ্বরক্ষা করিতেছিল। নিকটবর্ত্তী সকল পাহাড়ই গুর্খারা অধিকার করিয়া তাহার উপরে উপরে বেড় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। কেবল রাইলা ও দেওথল নামক দুইটী পাহাড়ে বেড় প্রস্তুত করে নাই। এই ভ্রম টুকু লক্ষ্য করিবামাত্র জেনারেল অক্টারলোনি বহুসংখ্যক সৈন্যসহ শ্যেনবৎ দেওথল পাহাড়ের উপর পড়িয়া উহার স্বল্পসংখ্যক রক্ষীদিগকে তুমুল যুদ্ধে নিহত করিলেন এবং উহা অধিকৃত হইবামাত্র উহা সুরক্ষিত করিয়া লইলেন। তথায় ইংরাজের তোপ টানিয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব সুতরাং ইংরাজেরা ঐ পাহাড় দখল চেষ্টা করিবে না, এই মনে করিয়া যে গুর্খারা উহা অনেকটা অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়াছিল, উহাদের সেই মহাক্ষতিকর ভ্রমের সম্পূর্ণ সুবিধা ইংরাজ সেনাপতি নিজের অসাধারণ

বন্দুক ও উদ্যমে স্বীয় সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া, গ্রহণ করিলেন। ঐদিন জেনারেল অক্টারলোনি প্রধান গুর্খা-বলের অগ্র দুই দিকে সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক আক্রমণের ভাণ করায় গুর্খারা বুঝিতেই পারে নাই যে দেওথল অধিকার করাই উহার সেদিনকার কল্পিত ব্যবস্থা। কিন্তু কাপ্তেন সাউয়ার্সের অধীন যে দল উহাদের পশ্চাৎ আক্রমণের "ভাণ" করিতে গিয়াছিল, উহারা তাহাদিগকে সবেগে আক্রমণ করিয়া কাপ্তেনকে নিহত এবং সৈন্য-দিগকে বিস্তর ক্ষতিসহ কয়েক মাইল বিতাড়িত করে। কাপ্তেন বইয়ারের দলও অপর একস্থলে গুর্খাদিগের পার্শ্বদিকে যাওয়ায় আক্রান্ত হন কিন্তু সমস্ত দিন যুদ্ধ হইলেও কোন পক্ষেরই বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সে যাহা হউক এইরূপে গুর্খাদিগের অধিকসংখ্যককে বৃথা কার্য্যে অন্যত্র ব্যাপৃত রাখিয়া জেনারেল অক্টারলোনি দেওথল পাহাড় অধিকার করিয়া গুর্খা সেনা সন্নিবেশের সমস্ত লাইনটাকেই বিপদগ্রস্ত করিয়া ফেলিলেন। উহাদিগের ব্যূহ ভেদ হইয়া গেল! যেখানে নেপালী বেড় দিতে ভুলিয়াছিল তথায় ইংরাজ সেনাপতি উহাদেরই নিকট শিখিয়া লইয়া খুব তাড়াতাড়ি খুব সুদৃঢ় বেড় দিয়া ফেলি-লেন। এবং অচিন্তনীয়রূপ চেষ্টায় তোপও টানিয়া তুলিয়া উহাতে বসাইলেন!

ভক্তিগুপ্তি (=ভক্তি) থাপা রতনগড়ের-অধ্যক্ষ ছিলেন।

তিনি বাছা বাছা গুর্খা সৈন্ত লইয়া অমরসিংহের নিকট গেলেন। যাইবার সময় দুই স্ত্রীকে বলিয়া গেলেন, যে পরদিন তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয়। উহাঁরাও "সতী"দাহের জন্ত প্রস্তুত রহিলেন। ভক্তিথাপা অমরসিংহকে অনুরোধ করিয়া দেওথল আক্রমণের ভার গ্রহণ করিলেন। উহা পুনরধিকৃত না হইলে ঐ অঞ্চলে নেপালীর পরাজয় নিশ্চিত। উহার জন্ত যে বড়ই কঠিন যুদ্ধ হইবে তাহার অধিনায়কতার "গৌরবপ্রার্থী" হইয়াই ভক্তিথাপা রাত্রে অমরসিংহের নিকট গিয়াছিলেন। প্রাতে দুই সহস্র গুর্খা সৈন্ত লইয়া ভক্তিথাপা দেওথল আক্রমণ করিলেন। জেনারেল অক্টারলোনিও সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া সকল দিক দেখিয়া দেওথলের সুরক্ষার জন্ত ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

প্রাতঃকালে চতুর্দ্দিক হইতে দেওথলের পাহাড় আক্রান্ত হইল। গুর্খারা এরূপ বেগে ঐ প্রথম আক্রমণটা করিল যে, তোপের গোলায় এবং বন্দুকের গুলিতে উহাদের মারিয়া মারিয়া থামান গেল না। উহাদের কতক লোক ইংরাজদের বেড়ের ভিতরও ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু ইংরাজেরা সম্পূর্ণরূপেই প্রস্তুত ছিলেন। যে স্বল্পসংখ্যক গুর্খা বেড়ে ঢুকিয়াছিল তাহারা সঙ্গিনের আঘাতে মারা গেল। ইহার পর সহস্র চেষ্টা করিয়াও আর গুর্খারা বেড় ভাঙ্গিতে পারিল না। উহাদের পাঁচ শত লোক বেড়ের চারিধারে মারা পড়িল। ইংরাজেরা ক্রমাগতই সৈন্ত-

সাহায্য ও বারুদাদি ঐ পাহাড়ে পাঠাইতে লাগিলেন। গুর্খাদের যথাসাধ্য চেষ্টাতেই ঐ ২০০০ সৈন্য প্রেরিত হইতে পারিয়াছিল। তাহার উপর আর উহাদের দল পুষ্টি করিবার লোকবল ছিল না। ভক্তি থাপা মারা পড়িলেন। হতাবশিষ্ট অল্প সংখ্যক গুর্খা দেওথল আক্রমণে সম্পূর্ণরূপেই অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিল। কিছু পরে গুর্খারা ভক্তি থাপার দেহ প্রার্থনা করিয়া লোক পাঠায়। জেনারেল অক্টারলোনি রক্তাক্ত ও অস্ত্রাঘাতপূর্ণ ঐ বীরদেহ বেড়ের ধারে শবস্তূপ হইতে বাহির করাইয়া সসম্মানে শালে মুড়িয়া গুর্খাদিগকে লইয়া যাইতে দিলেন। উহার বীরত্বে বীরহৃদয় ইংরাজ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন!

এই যুদ্ধে উভয়পক্ষের যোদ্ধৃসংখ্যা প্রায় সমান ছিল। জেনারেল অক্টারলোনির অর্দ্ধেক সৈন্যও যুদ্ধে যোগ দিবার সুবিধা পায় নাই। তোপের সাহায্যে ও সৈন্য সমাবেশের সুব্যবস্থার গুণে এবং স্বয়ং জেনারেল অক্টারলোনি কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত ঐ স্থলের ইংরাজ আফিসরদিগের দৃঢ়তায় ও উদ্যমে এই বিষম আক্রমণেও উহাঁদের জয় হইল। গুর্খারা তোপের গোলায় উত্ত্যক্ত হইয়া বিশেষ চেষ্টায় অধিকাংশ ইংরাজ গোলন্দাজদিগকেই হত করিয়াছিল এবং শেষে আফিসরেরাই স্বহস্তে তোপ দাগিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ইঞ্জিনীয়ার আফিসর লরি সাহেবের এই যুদ্ধে মৃত্যু হয়। তাঁহার উদ্যমে ও বুদ্ধিকৌশলে ও সাহায্যেই জেনারেল অক্টারলোনি তাঁহার সকল ব্যবস্থায় কৃতকার্য্য হইয়া

আসিতেছিলেন। নেপাল যুদ্ধ সম্বন্ধে স্বদেশের কার্য্য একরূপ শেষ করিয়াই যুবক ইংরাজ অফিসর এই যুদ্ধে দেহত্যাগ করেন। সমস্ত রেজিমেণ্ট উঁহার জন্য শোক-চিহ্ন পরিধান করেন এবং উঁহার নামে একটী প্রস্তরফলক কলিকাতার সেণ্ট জন ব্যাপ্টিষ্টালে অফিসরদিগের চাঁদা হইতে বসান হয়।

গুর্খাবীর ভক্তিথাপার পত্নীদ্বয় যুদ্ধের পরদিন পতির দেহের সহিত চিতারোহণ করিয়া একত্রে অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

দেওথলের যুদ্ধের পর হইতেই গুর্খাদিগের জয়লক্ষ্মী ইংরাজদিগেরই পক্ষে আসিলেন। "কার্য্য কিছু মাত্র বাকী থাকিতে সর্ব্বদা ভাবিতে হয় যে এখনও কিছুই হয় নাই"—এই বিশ্বাসে উদ্যমশীল ইংরাজ জেনারেল অক্টর-লোনি দেওথলের উপরে ভারী ভারী তোপ লইয়া যাইবার জন্য পথ প্রস্তুত করাইলেন। মালাওন দুর্গের চতুর্দ্দিকে আপনার সৈন্য সুদৃঢ়ভাবে সংস্থাপন করিলেন। তখন অমরসিংহের সর্দ্দারদিগের মধ্যেও নিরুৎসাহের অনেক লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।



দশম অধ্যায়।

(অমরসিংহের পত্র।)

দেওথলের যুদ্ধের পূর্ব্বে অমরসিংহ নেপালরাজকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা জেনারল অক্টারলোনির হাতে পড়ে। উহা হইতে সংক্ষিপ্ত ভাবে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। (নেপাল পেপারস ৫৫৩ পৃষ্ঠা।)

—"লালমোহরযুক্ত যে পত্র আপনি রণজোর সিংকে লিখিয়াছেন তাহা পাইয়াছি। আপনি লিখিয়াছেন— "ইংরাজেরা নালাপানি, গড়ওয়াল ও কুমাউন অধিকার করিয়াছে; গোরখপুরেও একটী প্রবল ইংরাজ সৈন্যদল সমবেত হইয়াছে; সামান্য বিষয়ের জন্য এত বড় যুদ্ধ বাধাইয়া কয়েকজন লোকে নেপালের বড়ই ক্ষতি করিয়াছে; ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করাই আবশ্যক; অর্দ্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া না দিলে উহারা সন্ধি করিবে না; বুটাওয়াল, শিওরাজ, পালপা ত উহাদের কমিশনরদিগের রায় অনুসারে ছাড়িয়া দিতেই হইত; এখন সমস্ত তেরাই ও নিম্নভূমি না হয় ছাড়া যাউক। শতদ্রু তীর পর্য্যন্ত

পশ্চিমের সমস্ত পার্ব্বত্যদেশও না হয় ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করা যাউক।"—আপনার হুকুম এইরূপ। কিন্তু দেখুন এত সরঞ্জাম একত্র করিয়া যুদ্ধেও এত ক্ষতি স্বীকার করিয়া এখন কি আর ইংরাজেরা ঐরূপ ত্যাগ স্বীকারেই আমাদের ছাড়িয়া দিবে। আর যদিই বা দেয় তবে টিপুকে যেরূপ করিয়াছে, সেইরূপই করিবে। উহার নিকট প্রথমে অর্দ্ধেক রাজ্য ও ছয় ক্রোর টাকা লইয়া সন্ধি করিল। তাহার পরই আবার যুদ্ধ বাধাইয়া সমস্ত রাজ্যটাই লইল! আমরাও জমি ছাড়িয়া দিলে আবার ভবিষ্যতে একটা গোল বাধাইয়া বাকী জমি ক্রমশঃ কাড়িয়া লইবে। "দুন" ছাড়িলে গাড়োয়াল রক্ষা করা যাইবে না। আমরা যেমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে থাকিব, উহারাও তেমনি চাপিয়া ধরিতে থাকিবে। উহাদের প্রথামত মিত্রতা এবং বাণিজিকী সন্ধির ছুতায় সৈনিকদলসহ দূত প্রেরণ করিবে। আমরা যদি বলি যে সৈন্য আসিয়া কাজ নাই, উহারা সে কথা তখন শুনিবে না। দূতের সঙ্গে এক কম্পানি সৈন্য প্রথমে দিবে। পরে এক ব্যাটেলিয়ান পাঠাইবে। তাহার পর দূতের আবাস স্থানেরই চতুর্দ্দিকে নেপাল জয়ের জন্য এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল জমা হইয়া পড়িবে। আপনি কি মনে করিতেছেন যে, কতক রাজ্য ত্যাগ করিলে উহারা চিরকালের জন্য নেপালের লোভ ত্যাগ করিবে?—উহাদের বিশ্বাস করিবেন না। যদি প্রথমেই উহাদের সহিত মিত্রতা রক্ষা জন্য সামান্য জমি জমার বিবাদটা আপোষে

মিটাইয়া ফেলা হইত, "তাহা হইলে" সন্ধি বজায় থাকারই সম্ভাবনা ছিল। "তখন" আপনি অন্য মত করিলেন। জয়তকে আমরা একটা যুদ্ধ জয় করিয়াছি। যদি আমি অক্টারলোনির বিরুদ্ধে জয়লাভ করি এবং রনজোর ও জাম্পু থাপা জয়তকে আত্মরক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে শিখরাজ রণজিত সিংহ নিশ্চয়ই ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উঠিবেন। আমরা তখন পাহাড় ছাড়িয়া ভারতের সমতলক্ষেত্রে গিয়া পড়িব। হরিদ্বার দখল করিতে পারিলেই লক্ষ্ণৌএর নবাবও আমাদের সহিত যোগ দিবেন। তখন আর ইংরাজ হইতে কোন ভয় থাকিবে না। আপনার শুভাদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ বোধ করি। যদি শিখেরা যুদ্ধ নাই করে তাহা হইলেও ভয় নাই। তেরাইএর সমতল জমি না হয় ইংরাজেরা এখনকার ন্যায় দুই বৎসর দখল করিয়া থাকুক। কিন্তু জমি একবার লিখিয়া দিয়া ফেলিলে ত আর কখনই ফিরিয়া লইতে পারেন না! উহারা যাহা "বলপূর্ব্বক লইয়া" রাখিবে তাহা আমরাও কখন "বলপূর্ব্বক ফিরিয়া" লইতে পারি। অতএব সন্ধিতে স্বাক্ষর করিয়া জমি ছাড়িবেন না। আমার রাজার অপমানে ও হীনতা স্বীকারে আমি মত দিতে পারিব না। আমি বৃদ্ধ। আমি আর আপনার একবার চরণ চুম্বন করিয়া মরিতে পারিলেই কৃতার্থ জ্ঞান করিব। ঈশ্বরানুগ

এবং চারি পুরুষের অবিরত যত্নে যে রাজ্য সংগঠিত হইয়াছে তাহার অপমানি করিবেন না। আপনার পিতার অধীনে আমরা কুমায়ুন জয় করিয়াছি—আপনার শুভাদৃষ্টে আমরা শতদ্রু পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছি। এখানে আমাকে শত্রুরা ঘিরিয়াছে। এদেশীয় বিজিত রাজা ও সর্দারেরা শত্রুর কৌশলে উহাদের সহিত মিশিয়াছে। আমি দুই তিনটা যুদ্ধ জয় করিতে না পারিলে শিখেরা সাহস পাইয়া এ যুদ্ধে হাত দিবে না।

যখন চীনীয় সৈন্যে নেপাল আক্রমণ করে তখন আমরা ভগবানের নিকট জয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণদিগকে অজস্র দান করা হইয়াছিল। উঁহাদের আশীর্ব্বাদে সেই বিষম বিপদ হইতে আমরা উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। এবারেও তাহাই হইতে পারে। জিতিলে সন্ধি করা সহজ। হারিলে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

যে অবধি আপনি ব্রাহ্মণদিগের জাইগীর বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন তদবধি উঁহাদের সহস্র সহস্র ব্যক্তি অতি দুঃখে আছেন। উঁহাদের আশা দিয়াছিলেন যে কাঙড়া জয় হইলে বাজেয়াপ্তি জাইগীর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আমরা কাঙড়া জয় করিতে পারি নাই এবং এখনও সর্ব্বত্রই মহাগণ্ডগোল চলিতেছে। ব্রাহ্মণদিগকে কিছু কিছু দান করুন এবং ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিলে উঁহাদের জায়গীর উঁহাদিগকে প্রত্যর্পিত হইবে একথা স্বীকার করুন। বহু সহস্র নিরীহ এবং ভক্তিমান্

এবং সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণে মনোযোগসহিত আপনার বিজয় প্রার্থনা করিলে অবশ্যই জয়লাভ হইবে এবং চারি পুরুষ ধরিয়া অসাধারণ চেষ্টায় যাহা অধিকার করা হইয়াছে তাহার রক্ষা হইবে। রাজ্যের অঙ্গহানি হইলে সৈন্য সংখ্যাও কমাইতে হইবে। দরবারের গৌরব ও জাঁকজমকও কমিবে। ইংরাজেরা জয়ৎপুরে হারিয়া আর সেদিকে যায় নাই। ধর্ম্মার (বর্ম্মার?) রাজাও উহাদের হারাইয়া দিয়াছেন। আর আমাদের বলভদ্র নামে ছয় শত কিম্বা বড়জোর পাঁচ শত সৈন্যেই উহাদের তিন চারি দফায় সৈন্যকে পরাজয় করিয়াছে। উহারা অজেয় নয়। আমি বৈশাখ পর্য্যন্ত বড় যুদ্ধটা স্থগিত রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ইংরাজেরা বড়ই চাপিয়া আসিতেছে। বৈশাখে যুদ্ধ জয় হইবে পণ্ডিতেরা গণনা করিয়াছেন। দেখি কি হয়। আমার কথা কিছুই নয়। আপনার হুকুমই শিরোধার্য্য। যাহা যাহা ছাড়িতে চাহিয়াছেন তাহাতেই ইংরাজেরা সন্ধি করিবে কি না দেখি।"

চীন সম্রাটকে সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য একটা আবেদনের মুসাবিদা ও বৃদ্ধ সেনাপতি এই পত্রের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন।

এই পত্রে তেজস্বী গুর্খা সর্দ্দারদিগের প্রকৃতি অনেকটাই উপলব্ধ হইবে। উঁহারা নিজেদের এবং শত্রুর সংখ্যা সম্বন্ধে যে কোন প্রকার অতিশয়োক্তি করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না তাহা দেখা যায়। জেনারেল অক্টারলোনির

মালোয়ানের উপর ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া কালে যে পথে কোথাও সেনাপতি অমরসিং উহাদের হঠাৎ আক্রমণ চেষ্টা করেন নাই, উহাতে বার্দ্ধক্য জন্ম একটু "দৌড় ধাপ" সম্বন্ধে উদ্যমহীনতা ভিন্ন "গণনার" উপর নির্ভর করিয়া বড় মুকুটা পিছাইয়া রাখার চেষ্টাও সূচিত করে! নেপাল রাজ ব্রাহ্মণের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া সৈন্য সেনাপতিদিগের মধ্যে যে একটা বড়ই "দৈবদুর্ব্বিপাক" ঘটার সম্ভাবনা বোধ আনিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহাও অনুভূত হয়। একবার লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া "দিয়া" ফেলিলে কোন জমি আর লওয়া যায় না এই সুন্দর উক্তিও "ক্ষত্রিয়" বীরেরই উপযুক্ত। উহাতেও পূর্ব্বপ্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্তের দুঃখটা অতি গূঢ়ভাবেই সূচিত করিতেছে। অতি উচ্চ নীতিরই যে উহা সরলভাবে প্রকাশ মাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। সুসভ্য ইয়ুরোপে জর্ম্মণ সম্রাট (১৯১৪) বেলজিয়মের সন্ধিপত্রকে এক টুকরা কাগজ (A scrap of paper) বলিতে লজ্জা করিলেন না; ইটালী সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে অষ্ট্রীয়ার পক্ষে যুদ্ধ করা দূরে থাকুক—অপর পক্ষে যুদ্ধ লাগিলেন!! এ পত্রে জাতীয় আকাঙ্খা বা সুবিধার কথা নাই।" "মরদ কি বাতের" মাত্র কথা হইতেছে। ফলতঃ তখনকার নেপাল রাজ্যে বীর প্রধান সর্দ্দারেরা থাকিলেও পৃথ্বীনারায়ণের স্থায় একজন প্রকৃত বড় লোকের দ্বারা রাজ্য পরিচালিত হইতেছিল না। সর্দ্দারদিগের উদ্যমেতেই উহা বাড়িতেছিল। সারথি ভাল

নাখাকায় উজ্জ্বল খোড়ারা রাজ্যের রথখানা থানাতে ফেলিল অর্থাৎ কয়েকজন অদূরদর্শী সর্দারের অসংযত লোভে ইংরাজ রাজস্বের লুট একটু একটু হইয়া গেল এবং প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ক্ষুদ্র নেপালের যুদ্ধ বাধিল।

ইংরাজের সহিত যুদ্ধ অমরসিংহের অভিপ্রেত ছিল না। উঁহার কল্পনা "ভারত অধিকারের" বৃথা ইচ্ছার দিকে যায় নাই। নেপাল রাজ্য কাশ্মীর হইতে ভুটান পর্য্যন্ত "হিমাচলের রাজ্য" হইবে পৃথ্বীনারায়ণের এই উচ্চ আশাই "তাঁহাকে" অনুপ্রাণিত করিত। এই পত্র সম্বন্ধে ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ বলিয়াছেন যে রাজা যে নিজেই লোভ বশতঃ এই যুদ্ধ বাধাইয়াছিলেন একদ্বারা সুপ্রমাণিত হইয়াছে।

দেওথলের যুদ্ধে হারার পর অমরসিংহের জয়ী হওয়ার আশা ভরসা সমস্তই লোপ পাইল।



একাদশ অধ্যায়।

(জেনারেল অক্টারলোনি।)

যে ওখলের যুদ্ধ সম্বন্ধে জেনারেল অক্টারলোনি (তিনি যুদ্ধারম্ভের সময় কর্ণেল ছিলেন, এই সময়ে মেজর জেনারেল ছিলেন, পরে জেনারেল হয়েন—কিন্তু আমরা তাঁহাকে সর্ব্বত্রই জেনারেল আখ্যাই দিয়াছি) ১৭ই এপ্রিল (১৮১৪) যে রিপোর্ট লেখেন তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি—* * to mention the impetuous courage of the enemy is only to bestow the due meed of praise on the conduct and valour of those who resisted one of the most daring and impetuous assaults ever sustained.

অর্থাৎ শত্রু পক্ষের বেগ বিক্রম এবং সাহসের উল্লেখ করার যাহারা উহাদের বাধা দিয়াছিল তাহাদেরই যুদ্ধকৌশল ও দৃঢ়তা ও সাহসেরই সুসঙ্গত প্রশংসা করা হয়।

অত্যধিক সাহসের ও বিক্রমের সহিত আক্রমণের নিরাকরণ সম্বন্ধে যত উদাহরণ আছে ইহা তাহার অন্যতম।"

দেওথলের যুদ্ধের পর গুর্খাগণ কোন যুদ্ধেই আর ইংরাজের উপর জয়লাভ করিতে পারে নাই। জেনারেল অক্টারলোনি তোপের ব্যবহারে ক্রমেই মালোয়ান দুর্গের চতুর্দ্দিক অধিকার করিলেন। দুর্গের বাহিরে যেখানে যেখানে অমরসিংহের সর্দ্দারেরা অল্প স্বল্প সৈন্য লইয়া অবস্থিত ছিলেন তাঁহারা বাধ্য হইয়া ইংরাজ হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ পক্ষ হইতে বন্দীদিগকে সিপাহী শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া লইয়া অন্যত্র পাঠাইবার জন্য যত্ন করা হইতে লাগিল। নেপালী সিপাহীকে "নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে না" এই সর্ত্ত স্বীকার করিয়াই উহাদের ইংরাজেরা কার্য্যে ভর্ত্তি করিয়া থাকেন। উহাদের স্বদেশ-ভক্তির এ সম্মান সুস্পষ্টভাবেই দিবার নিয়ম আছে। যাহারা ইংরাজের সিপাহী হইবে না তাহারাও (যুদ্ধ চলার জন্য) নেপালে যতদিন না ফিরিতে পারে ততদিন পর্য্যন্ত বৃত্তি পাইবে; এইরূপ উদার ব্যবস্থায় এবং বিশেষ যত্ন পাইয়া নেপালী সৈনিকগণও কেহ কেহ তখন হইতেই ইংরাজের বশ হইতে লাগিলেন।

তোপের গোলায় মালোয়ানের দেওয়াল ভাঙ্গা হইল। উহার উপর চড়াই করিবার ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ হইয়া পড়িল তখন বৃদ্ধ নেপালী সেনাপতি অমরসিংহ দুর্গ ত্যাগ

করিতে স্বীকার করিলেন। তখন উঁহার সহিত দুই শত মাত্র সৈন্য অবশিষ্ট ছিল।

"উঁহারা অস্ত্র শস্ত্র পতাকাদি ও নিজেদের সম্পত্তি লইয়া বাহির হইয়া যাইবেন; পরিজনবর্গ পর্দ্দায় থাকিয়া সসম্ভ্রমে বাহির হইতে পাইবেন; থানেশ্বরের পথে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উঁহাদের কালী বা ঘর্ঘরা নদীর পূর্ব্ব পারে নেপালের অধিকৃত ভূভাগে পাঠাইয়া দিবেন"—এই সকল সম্ভ্রমসূচক সর্ত্তে উপযুক্ত শত্রুর প্রতি সম্মাননা দেখাইয়া ইংরাজেরা মালোয়ান দুর্গ অধিকার করেন। এই দুর্গ ত্যাগের সহিত অমরসিংহ জয়তক প্রভৃতি অপর দুর্গ ত্যাগেরও সর্ত্ত করেন এবং এই প্রকারে কালী নদীর পশ্চিমদিকের সমস্ত ভূভাগে নেপালের অধিকার পরিত্যক্ত হয়।

জেনারেল অক্টারলোনি এ সম্বন্ধে গবর্ণর জেনারেলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় শত্রুদিগের প্রতি পূর্ব্বোক্তরূপ—সম্ভ্রম দেখানর জন্য যেন কিছু কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়াই লিখিয়াছিলেন যে "বর্ষা আগতপ্রায় হওয়ায় শীঘ্র শীঘ্র পাহাড়ীদিগের দেশ অধিকার শেষ করিয়া ফেলার বিশেষ প্রয়োজনই হইয়াছিল।"

গবর্ণর জেনারেল অক্টারলোনির যুদ্ধ কৌশলের ও উদ্যমের এবং তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং কোর্ট অফ ডিরেক্টরেরাও তাঁহার যথেষ্ট গৌরব করিয়াছিলেন।

প্রথম নেপাল যুদ্ধ এইরূপে শেষ হয়। ইহার পর নেপালীরা সন্ধি করিব বলে, কিন্তু অতটা রাজ্য ত্যাগে মনকে দৃঢ় করা বড়ই কঠিন কার্য্য। ওরূপ আশাভঙ্গে ও ক্ষতি স্বীকারে উহাদের মন কিছুতেই বসিতেছিল না। যুদ্ধপ্রিয় গুর্খার এই ভাব ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও বেশ বুঝিতে পারিয়া তাহার উপযুক্ত উদ্যোগ ও ব্যবস্থা ঠিক করিয়াই রাখিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় নেপাল যুদ্ধ।

২রা আগষ্ট ১৮১৫, গবর্ণর জেনারেল লর্ড ময়রা ৩১২ প্যারাগ্রাফের এক রিপোর্ট কোর্ট অফ ডাইরেক্টরদিগের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। * উহাতে গুর্খাদিগের সহিত যুদ্ধের অনিবার্য্যতা, তজ্জন্য ব্যবস্থা, যুদ্ধের প্রথমে কয়েকস্থলে হার হইলেও অবশেষে সম্পূর্ণরূপ জয়লাভ—শিখরাজ্য ও গুর্খা অধিকারের মধ্যে সাবেক রাজাদিগকে বসাইয়া কয়েকটী ক্ষুদ্র মিত্ররাজ্যের স্থাপন, কুমায়ুন প্রদেশ সাক্ষাৎ অধিকার রাখিয়া যুদ্ধ ব্যয় পোষাইয়া লওয়া এ সকলেরই উল্লেখ আছে। কহলুর, হিন্দোর, সমুর, রামপুর, উর্কি গড়ওয়াল প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্য সকল এইরূপে পুনঃ স্থাপিত

* নেপাল যুদ্ধের কাগজ পত্র ৭৬৩ পৃষ্ঠা।

হয়। উহাদের প্রাচীন অধিকারের কতক কতক ইংরাজ রাজ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মিশিল, কিছু পাতিয়ালার রাজা ও অযোধ্যার নবাবকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হইল এবং কতকটা মাত্র উহাদের রহিল। মেজর গার্ডনার কুমায়ুনের প্রথম কমিশনর হইলেন।

এদিকে নেপালের সহিত সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল। তরাইয়ের উর্ব্বরা ভূমি ত্যাগ করিতে সহজে নেপালীরা স্বীকৃত হয় নাই। শেষে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হইল বটে, কিন্তু কাঠমাণ্ডু হইতে উহা মঞ্জুর হইল না। নেপালীদের একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস হইয়াছিল যে, কাঠমাণ্ডুর দক্ষিণের পাহাড়গুলি উহাদের বিক্রমেই রক্ষিত হইয়াছিল। জেনারেল অক্টারলোনি ব্যতীত অপরাপর সাধারণ ইংরাজ সেনাপতিদের বুদ্ধির ভ্রমপ্রসূত অকর্ম্মণ্যতাতেই যে গুর্খারা পশ্চিমপ্রান্ত ভিন্ন অপর সকল স্থলে স্বরাজ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহা উহারা বেশ "বুঝিতে" পারে নাই। বৃদ্ধ অমরসিংহ কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছিয়া রাজ্যের অঙ্গহানি সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে আপত্তি করিতেছিলেন।

১৮১৫ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জেনারেল অক্টারলোনি ২০ হাজার সৈন্যসহ কাঠমাণ্ডুর পথে অগ্রসর হইলেন। গুর্খারা বিচাকো গিরিসঙ্কট কেল্লাবন্দী করিয়া রাখিয়া তাঁহার আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কাপ্তেন পিকার্সগিল চোরাই আফিম ব্যবসায়ী কয়েক জনের সাহায্যে একটী গুপ্তপথের সন্ধান পাইয়া তাহা দিয়া

অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া গুর্খাব্যূহের এক প্রান্তের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইলে গুর্খারা অগত্যা উহাদের ষ্টকেড বা বেড়-গুলি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ইহার পর ইংরাজদল মকওয়ান পুরের নিকট পৌছেন। তখন গুর্খারা প্রথমে শিখরকটি নামক স্থান ত্যাগ করে। কিন্তু ইংরাজপক্ষ উহা অবিলম্বে দখল করিয়া বেড় মেরামত করিয়া বসিয়া গেলে উহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া ঐ স্থান পুনরধিকার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই অকৃতকার্য্য হয়। এই যুদ্ধে উহাদের ৮০০ লোক হতাহত হয়। ইংরাজ পক্ষ এই যুদ্ধে সুরক্ষিত স্থানে থাকায় এবং জেনারেল অক্টার-লোনি স্বয়ং সুব্যবস্থার সহিত তথায় পুনঃ পুনঃ নূতন সৈন্য প্রেরণ করিতে থাকায় ইংরাজ সৈন্যের ২২০ মাত্র লোকসান হইয়াছিল। এই মকওয়ানপুরের যুদ্ধেই গুর্খাদিগের সমস্ত আশা ভরসা লোপ হইয়া গেল। পরসা যুদ্ধ জয়ী সমসের রাণা এই স্থানে গুর্খাদিগের নেতা ছিলেন।

ইহার পর ইংরাজদিগের তোপ আসিয়া পৌছিলে হরিহরপুরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতেও গুর্খারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

জেনারেল অক্টারলোনি এবং গবর্ণর জেনারেল বাহা-দুর যে গুপ্ত রিপোর্ট ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে গুর্খাদিগের সামরিক গুণ সকল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া-ছিলেন।

ইহার পর সিগৌলির সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। (৪.৩.১৮১৬)। কালী নদীর পশ্চিমের অধিকার এবং

তরাই অঞ্চল নেপালকে ছাড়িতে হইল এবং কাঠমাণ্ডু রাজধানীতে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট থাকার স্বীকৃতি দিতে হইল। নেপালী সর্দ্দারেরা গণ্ডকের পশ্চিমস্থিত তরাই অঞ্চলে স্থিত তাঁহাদের জাইগীর গুলি এতদ্বারা হারাইলেন; কিন্তু উঁহাদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নেপাল দরবারের হাতে দেওয়ার অঙ্গীকার করিলেন। কর্ণেল গার্ডিনার নেপালের প্রথম রেসিডেণ্ট।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

(ভীমসেন থাপা)।

দূরদর্শী ভীমসেন থাপা (প্রধান মন্ত্রী) ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে মত দেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে যাহারা ভারতের রাজ্যগুলি মাটির হাঁড়ির টুকরার মত পদদলিত করিয়া অক্লেশে ভাঙ্গিতেছে, তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অসঙ্গত কার্য্য। তখন সৈন্যেরা ও সাধারণ প্রজারা রণোন্মত্ত হইয়াছিল; তাঁহার কথা মানে নাই। এক্ষণে ভীমসেন থাপারই রাজনৈতিক কৌশলে নেপালের অনেক ক্ষতিপূরণ হইল। তিনি ইংরাজদিগের মনে ঢুকাইয়া দিলেন বর্ষে বর্ষে নগদ দুই লক্ষ টাকা গণনা করিয়া দেওয়ার অপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর তরাই ভূমিটা ছাড়িয়া দেওয়াতেই মোটের উপর লাভ হইবে; কিন্তু ঐ



জেনারেল ভীমসেন থাপা

সময়েই তরাই হইতে ৯ লক্ষ টাকা আয় ছিল; এখন আরও অনেক অধিক হইয়াছে।

যাহা হউক সিগৌলির সন্ধি হইতে বিগত শত বর্ষ মধ্যে ইংরাজের সহিত নেপালের আর যুদ্ধ হয় নাই। প্রত্যুত গুর্খা সৈন্ত ভারতে এবং ভারতের বাহিরের বহুস্থলে ইংরাজের অধিনায়কতায় নৈসর্গিক বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইংরাজদের বিশেষ সাহায্যই করিয়াছে এবং সর্ব্বত্রই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র অভিলষিত, বীরত্বের যশ, অর্জ্জন করিয়াছে।

২১ বৎসর বয়সে মহারাজা গির্ব্বান যুদ্ধবিক্রম সার বসন্ত রোগে মৃত্যু হইলে (১৮১৭) তাঁহার ২ বৎসর বয়স্ক পুত্র, রাজেন্দ্রবিক্রম সাহ (সম্মিলিত নেপালের ৫ম রাজা) সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। ভীমসেন থাপা মহারাণী ত্রিপুরা সুন্দরীর সহিত একমত হইয়া রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ইহার সম্বন্ধে ডাঃ ওলড ফীল্ড বলিয়াছেন :— *

"স্বদেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা প্রিয়তর কিছুই তাঁহার (ভীমসেনের) ছিল না। * * * যাহাতে ব্রিটিশ

Nothing was nearer or dearer to his heart than the independence of his country. * * * while he studiously avoided every act which might lead to a rupture of the existing peace —which peace he looked upon as the best guarantee of Nepal's independence he as steadily resisted every overture on our part to render the connection between the two nations closer and with great foresight most successfully prevented our evre having any pecuniary or other direct and indirect control over the internal affairs of the state.

গবর্ণমেণ্টের সহিত শান্তির বিচ্ছেদ হয় এমন কোন কিছুই তিনি ঘটিতে দিতেন না।—তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ঐ শান্তি ভঙ্গ না হইলেই নেপালের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত কোন প্রকারেরই ঘনিষ্ঠ সংসর্গের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

নেপালের ভিতরে ইংরাজদিগের কোনরূপ আর্থিক বা অন্য সংস্রব না ঘটে—এ বিষয়ে তাঁহার একান্ত দূরদর্শী এই দৃঢ় চেষ্টায় তিনি সম্পূর্ণরূপেই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।"

নেপাল রাজধানী হইতে কোন দিকে ১৫ মাইল অপেক্ষা দূরে কোন ইংরাজই এ পর্য্যন্ত যাইতে পান নাই।

ডাঃ ওল্ড ফীল্ড বলিয়াছেন—*

নেপালীরা যে আমাদের সহিত সংস্পৃষ্ট হইতে চাহে না তাহা বিদ্বেষভাবপ্রসূত নহে। উহারা আমাদের প্রবল এবং লোভী প্রতিবাসী বলিয়া মনে করে, এবং সমগ্র ভারতের দেশীয় রাজ্যের ভাগ্য পরিচিন্তন করিয়া উহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে যদি ব্রিটিশেরা একবার

* This aversion does not depened on any actual feeling of hostility to us. They look on us as dangerous and encroaching neighbours and judging of the fate of other states throughout India, they are firmly convinced that if once the British can afooting (even though it be of a friendly character) within the valley of Nepal, from that time the knell of their national independence will have been struck * * * They think that the only way * * is to avoid giving us the opportunity of gratifying what they consider, the national love of foreign aggrandisement form the real and only key to the very exclusive policy which Nepal has sytimatically adopted.

কোন রূপে (বন্ধু ভাবেই বা আর যে যে ভাবেই হউক) নেপালে ঢুকিতে পারেন তাহা হইলে সেইদিন হইতেই নেপালের জাতীয় স্বাধীনতা দেবীর জন্য "গঙ্গাযাত্রা" হইবে। * * * তাহারা মনে করে * * * যে ইহার প্রতিরোধের একমাত্র উপায় নিজেদের পৃথক রাখা; যেন (উহাদের মতে আমাদের স্বাভাবিক) জাতীয়-আকাঙ্খা—পররাষ্ট্র দখল দ্বারা নিজেদের রাজ্য বর্দ্ধন—পরিতৃপ্ত করিবার ছুতা না পাই!! নেপালী রাজনীতির আমাদের হইতে সর্ব্ব প্রকারে পৃথক থাকার জন্য একনিষ্ঠ চেষ্টার ইহাই প্রকৃত এবং একমাত্র মূল সূত্র।"

মিষ্টার গার্ডিনারের (প্রথম রেসিডেন্টের) দৃঢ়তা ও সংযমে এবং অসাধারণ শিষ্টাচারে নেপালীরা অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করেন। তেজস্বী ঐ নির্ভীক গুর্খা যোদ্ধারা শেষে যুদ্ধে হারিয়াছিল, রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ ছাড়িয়া সন্ধি করিয়াছিল, কিন্তু আত্মগৌরব হারায় নাই। উহারা বরং একটু গর্ব্বিত ভাবই দেখাইতেছিলেন। সম্পূর্ণ ভাবে স্বাধীন এবং সমকক্ষ জাতির ন্যায় ব্যবহার করায় তিনি উহাদের বীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে উহাদের অবিশ্বাস কমাইতে পারিয়াছিলেন।

ভীমসেন থাপা নাবালক মহারাজার বিমাতা মহারাণীর সহিত একমত হইয়া আভ্যন্তরিক বন্দোবস্তে বিশেষরূপে মন দিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি এবং সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা

স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের এবং মোহন্তদিগের প্রদত্ত ভূমির (ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধের সময় ইহাদের সাহায্য প্রার্থনা করা হইলে কেহ বা উজ্জ্বল দেশভক্তি-প্রণোদিত হইয়া, কেহ বা চক্ষুলজ্জায়, কেহ বা ভয়ে, যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে লাখরাজ জমি সৈনিক বিভাগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন) আয়ে সৈন্য সংখ্যা স্থায়ীভাবে বর্দ্ধিত করা হয়। তদ্বারা নেপাল যুদ্ধের পর স্বল্পকাল মধ্যেই পুর্ব্ববৎ বলশালী হইয়া উঠে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মাতব্বর সিং।

১৮৩২ অব্দের ১লা এপ্রিল মহারাণী ত্রিপুরা সুন্দরীর মৃত্যু হয়। উঁহারই সহায়তায় ভীমসিংহ থাপা রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিতে পারিতেছিলেন; রাজবাড়ীতে কোনরূপ ষড়যন্ত্র তাঁহাদের বিরুদ্ধে হইতে পারে নাই। মহারাণীর কার্য্যদক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তা এবং বিকৃতমস্তিষ্ক অত্যাচারী স্বামী রণবাহাদুর সাহ প্রতি অচলা ভক্তি নেপালের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার নিজের সন্তানকে প্রাপ্য সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়া পতি যে সপত্নী সন্তানকে রাজ্যাধিকারী করিয়াছিলেন তাহারই সেবাতে তিনি জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার

স্বদেশভক্ত হৃদয়ে নেপালের শান্তি এবং শক্তি বৃদ্ধি একমাত্র লক্ষ্য ছিল। পতির ইচ্ছাই তাঁহার বেদ মন্ত্র ছিল। তিনি নির্ব্বাসিত স্বামীর নেপালে ফিরিবার পথ পরিষ্কৃত করার জন্য প্রথমে কাশী হইতে কাঠমাণ্ডুতে অগ্রে একাকী আসিয়াছিলেন এবং পতিকে রাজ প্রতিভূর আসনে বসাইয়াছিলেন এবং পতির মৃত্যুর পর দূরদর্শী মন্ত্রীর সহিত একমন হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

মহারাণীর মৃত্যুর পর মন্ত্রী ভীমসেনের ভ্রাতা রণবীরসিং যুবক রাজা রাজেন্দ্র বিক্রমের কাণভারি করিতে লাগিলেন।

ভীমসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র মাতব্বরসিং কার্য্যক্ষম লোক-ছিলেন। তাঁহাকে প্রথমে গোর্খা প্রদেশের গবর্ণর পদ দেওয়া হয়। পরে কলিকাতায় দূত স্বরূপে প্রেরণ করা হয়। মাতব্বরসিং ইংরাজদিগের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইয়া ফিরেন (১৮৩৬)। কিন্তু ইতিমধ্যে যুবক রাজা বৃদ্ধ মন্ত্রী ভীমসেনের প্রতি একান্তই বিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দামোদর পাণ্ডের (যাঁহার দলের উৎসাদনের পর থাপা-দিগের প্রাধান্য স্থাপিত হয়) পুত্র রণজঙ্গ পাণ্ডেকে (এই পাণ্ডেরাও জাতিতে ছত্রি ছিলেন) তাঁহার পিতার সমস্ত বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হইল। (১৮৩৭)। প্রধান বিচারপতির পদ হইতে সৈনিক থাপাকে (ভীম-

সেনের ব্যবস্থায় সকল রাজকর্ম্মই সামরিক কর্ম্মচারীদিগের হস্তেই ছিল) সরাইয়া একজন ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইল। ভীমসেনের পছন্দসই অনেকেই পদচ্যুত হইতে লাগিলেন।

মাতব্বর সিংহের গবর্ণরী চাকরী ও রণজঙ্গ পাণ্ডের ভ্রাতা পাইলেন। অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়াছে—রাজবাড়ীর খরচ বাড়িবে এই ছুতা তুলিয়া রাজা, রাজ কর্ম্মচারীদিগের সংখ্যা ও বেতন হ্রাস করিতে লাগিলেন। ইহার পর রাজার প্রথমা মহারাণীর তৃতীয় পুত্র ১ বৎসর বয়সে হঠাৎ মারা যায়। অমনি রাষ্ট্র করা হইল যে মহারাণীকে ভীমসেন থাপা বিষ প্রয়োগে হত্যা চেষ্টা করিয়াছিলেন—; সেই বিষেই শিশুর মৃত্যু হইয়াছে!

রণবীর সিংহ ভ্রাতার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার কোন লাভই হয় নাই। উহাঁর বংশের প্রতিপক্ষ পাণ্ডে দিগেরই উপকার হইল। রাজা থাপা মাত্রেরই উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। এক্ষণে রণবীর বংশের গৌরব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একত্রেই শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। মাতব্বর সিং এবং ঐ বংশীয় সকলেই কারারুদ্ধ ও বিষম যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু বন্দীদিগকে দোষ স্বীকার করানর সকল চেষ্টা বিফল হইল।

রণজঙ্গ পাণ্ডে প্রধান মন্ত্রীর পদ (ইনি নেপালের ৫ম প্রধান মন্ত্রী) অধিকার করিলে ফতেজঙ্গ চৌতুরিয়া এবং রঘুনাথ পণ্ডিত কনিষ্ঠা রাণী লক্ষ্মী দেবীর সহিত একযোগ

হইয়া অব্যবস্থিতচিত্ত রাজার মনে এই ভীতি উৎপাদন করিয়া দিলে যে পাণ্ডেরা এইবার প্রবল হইয়া আবার রাজপরিবর্ত্তণ চেষ্টাও করিতে পারে; থাপারা আর যাহা করুক রাজার বিরুদ্ধে কিছু করে না। তখন ভীমসেন, রণবীর ও মাতব্বরকে খালাস দেওয়া হইল; দরবারে খেলাত দেওয়া হইল, জমিদারীও ফেরৎ দেওয়া হইল। রঘুনাথ পণ্ডিত প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইলেন। (ইনি নেপালের ষষ্ঠ প্রধান মন্ত্রী)। অল্প দিনের মধ্যেই আবার প্রথমা মহারাণীর চেষ্টায় রাজার মন পাণ্ডেদিগের দিকে গেল। রণজঙ্গ পাণ্ডে প্রধান সেনাপতি হইলেন; তাঁহার ভ্রাতা রামদল পাল্‌পার গবর্ণর হইলেন।

মহারাণা রণজিৎ সিংহের নিকট দূতস্বরূপে মাতব্বর সিংকে প্রেরণ করা হইল। থাপাদিগের মধ্যে কার্য্যকুশল ঐ ব্যক্তিকে নেপাল হইতে সরাইয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল, নচেৎ তখন নেপালের এরূপ অবস্থা নয় যে ইংরাজের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করা চলে। মাতব্বর সিং শতদ্রু পার হওয়ার সময় ইংরাজ চরের হস্তে ধৃত হন। এক বৎসর পরে তাঁহাকে লাহোরে যাইতে দেওয়া হয়। লাহোর হইতে ফিরিয়া তিনি ইংরাজ রাজ্যেই বাস করেন। তখন কোন প্রধান থাপারই নেপালে থাকা বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছিল।

১৮৩৯ অব্দে বৃদ্ধ ভীমসেন থাপার বিরুদ্ধে পুরাতন

অভিযোগের পুনরুত্থাপন করা হইল যে তিনি রাজকুমারকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন। নূতন নূতন সাক্ষী এবং নূতন নূতন জালি কাগজ দাখিল করা হইলে প্রকাশ্য দরবারে ভীমসেন শুধু এই মাত্র প্রশ্ন করেন যে দুই বৎসর পূর্ব্বের প্রথম অভিযোগের সময় সে সব কোথায় ছিল! কিন্তু সে কথা শুনে কে? স্বয়ং মহারাজাধিরাজ নেপালের দুর্দ্দিনে প্রধান রক্ষক বৃদ্ধ মন্ত্রীকে রাজদ্রোহী এবং বিশ্বাসঘাতক বলিয়া কারাগারে প্রেরণ করিলেন! নেপালের পরমভক্ত সন্তান কারাগারে আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার দেহ রাস্তার ধারে ফেলিয়া দেওয়া হইল! দাহ ক্রিয়াও হইতে দেওয়া হইল না!

যে দেশে "রাজা যাহাই করুণ তাহাতে দোষ নাই" এই মতবাদ দৃঢ়রূপে স্বীকৃত, তথায় প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্য্যন্ত রাজার কোন দোষ করার "ক্ষমতা"ও থাকে না! রণ বাহাদুর সার এবং রাজেন্দ্রবিক্রম সার কর্ম্মফলে নেপালের মহারাজাধিরাজগণের হস্ত হইতে শক্তি সরিয়া গিয়া প্রধান মন্ত্রীদিগের হস্তেই পৌছিয়াছে। এখন মন্ত্রীত্ব পদ লইয়া মারামারি কাটাকাটি ষড়যন্ত্র। মহারাজাধিরাজ এক্ষণে নির্লিপ্ত এবং পরম পূজনীয় ভাবেই দৃষ্ট হন।

ইংরাজও বলেন "রাজা কোন দোষ করিতে পারেন না (দি কিং ক্যান ডু নো রং)। তাঁহাকেও আইন অমান্যকারী রাজা প্রথম চার্লসকে বধ দণ্ড দিয়া এবং দ্বিতীয় জেম্‌সকে পদচ্যুত করিয়া রাজশক্তি মন্ত্রীসভার হস্তেই

দিতে হইয়াছে। তবে মন্ত্রীদের পদচ্যুতি নেপালের ন্যায় যথেচ্ছ মারকাট দ্বারা হয় না—প্রধান প্রকৃতিবর্গ (পার্লিয়ামেণ্টে) উহাদের প্রস্তাবিত কোন কার্য্য অগ্রাহ্য করিয়া উহাদের উপর বিশ্বাসহীনতা প্রকাশ করিলেই উহাদের স্বতন্ত্রভাবে আপনা হইতে পদত্যাগ করিতে হয়।

পাণ্ডের দল এবং প্রথমা মহারাণী একত্র হইয়া রাজ্যে মহা উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। প্রজারা অন্যায় অত্যাচারে এবং পীড়ন দ্বারা অর্থসংগ্রহে একান্ত উত্যক্ত হইল। মহারাণী প্রচার করিতে থাকিলেন যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে রাজাধিরাজের হুকুমেই এই সকল কার্য্য হইতেছে। সৈন্যদের বেতন কমান হইল। উহাদের ডাকাইয়া মহারাণীর কথারবশ মহারাজাধিরাজ প্রকাশ্যেই বলিলেন যে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধের জন্য টাকার দরকার; সেইজন্য বেতন কমান হইতেছে। সৈন্যেরা বলিল "যুদ্ধারম্ভ করুণ যুদ্ধেই যুদ্ধের খরচ উঠিবে। "পাহাড়ী নেকড়েদের" ছোঁয়াইয়া দিলে তাহারা লক্ষ্ণৌ এবং পাটনার লুঠে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ধন সংগ্রহ করিয়া দিবে!" [১৯১৫ অব্দে এইরূপ মনেই জর্ম্মণ ব্রসেলস ও অণ্টোয়ার্প হইতে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করেন।] প্রথমা মহারাণীর ইচ্ছা ছিল যে মহারাজাধিরাজ সৈন্যদিগের বেতনে দাবী অগ্রাহ্য করিলে, উহারা ক্রুদ্ধ হইবে; তখন তাঁহার গর্ভজাত পুত্র সৈন্যদিগের দাবী মিটাইয়া দিয়া উহাদের প্রিয়পাত্র হইলে তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার সুবিধা

হইবে। কিন্তু মহারাজাধিরাজ সৈন্যদিগের বেতন পুরা দিবারই অনুজ্ঞা করিলেন।

এই সময়ে নেপালের ১২ হইতে ৬০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা করা হয়। তাহাতে অস্ত্রধারণক্ষম ৪ লক্ষ লোক আছে বলিয়া স্থির হয়।

পাণ্ডে মন্ত্রীর হুকুমে এই সময়ে রামনগর জিলার ৯১ খানি গ্রাম গুর্খা সৈন্যে দখল করে। মহারাজাধিরাজকে বিপদগ্রস্ত করার জন্য কোনরূপ চেষ্টারই ত্রুটী হয় নাই! কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ঐ অঞ্চলে কিছু সৈন্য পাঠাইয়া দিলে নেপালী সৈন্য সরাইয়া লওয়া হয়; এবং ইংরাজেরা তাঁহাদের একান্ত বিদ্বেষী পাণ্ডে মন্ত্রী সম্বন্ধে নেপাল দরবারে তীব্র অনুযোগ করিয়া পাঠাইলে মহারাজাধিরাজ পাণ্ডেদিগকে পদচ্যুত করিয়া ফতেজঙ্গকে নেপালের (৭ম) প্রধান মন্ত্রী করিলেন।

ইহার পরই প্রথমা মহারাণীর মৃত্যু হয়। অনেকে অব্যাস্থিতচিত্ত মহারাজাকেই বিষপ্রয়োগকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন। মহারাজা রেসিডেণ্টকে গিয়া বলেন যে কোন হিন্দুস্থানী কাগজে তাঁহার বিরুদ্ধে ঐরূপ লিখিয়াছে। তাহাকে ধরিয়া আনিয়া দেওয়া হউক। তাহার চামড়া তুলিয়া লইয়া লবণ ও তৈল দিয়া ঘসা হইবে!

মহারাজের এবং যুবরাজের "নিষ্ঠুরাচরণে এবং শোষণে একান্ত উত্যক্ত হইয়া প্রজারা এবং সৈন্যেরা এক দরখাস্ত দাখিল করে।

ইহাই নেপালের (পিটিশন অফ রাইটস্) ন্যায্য অধিকারের জন্য প্রার্থনা পত্র (৭।১২।১৮৪২)। মহারাজ রাজেন্দ্র বিক্রম এই দরখাস্ত প্রকাশ্য দরবারে মঞ্জুর করিলেন। তদ্দ্বারা কনিষ্ঠা মহারাণী লক্ষ্মী দেবীকে রাজরক্ষয়িত্রীর ক্ষমতা দেওয়া হইল।

যুবরাজ (প্রথম রাণীর পুত্র) সুরেন্দ্র বিক্রমের রাজাধিরাজ আখ্যা প্রাপ্তি হইল। মহারাজাধিরাজও স্বয়ং সিংহাসনাধিষ্ঠিত রহিলেন। এই ব্যবস্থায় কোনও রূপ মারামারি কাটাকাটির প্রয়োজন হয় নাই।

প্রথমা মহারাণী পাণ্ডেদিগের দলে ছিলেন। কনিষ্ঠা মহারাণী লক্ষ্মী দেবী থাপাদিগের দলে ছিলেন। কোন দলই এ পর্য্যন্ত অত্যন্ত প্রবল হইতে পারে নাই। মহারাজাধিরাজ কখন এ রাণীর কখন ওরাণীর কথায় পরিচালিত হইতেছিলেন। এক্ষণে কনিষ্ঠা মহারাণীর একান্ত ইচ্ছা হইল যে পাণ্ডেদিগের এবং চৌতুরিয়াদিগের পূর্ণভাবে অধঃপতন হয়। চৌতুরিয়ারা মহারাজের জ্ঞাতি। উহাঁরা রাজসিংহাসনের জ্যেষ্ঠানুক্রম ব্যবস্থার পরিবর্ত্তণ চাহেন না। জ্ঞাতিরা বংশের ধারা রক্ষাতেই গৌরব বোধ করেন। পাণ্ডেরাও প্রথমা মহারাণীর দল সুতরাং মহারাজের প্রথমা মহারাণীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্রের রাজাসন প্রাপ্তির পক্ষপাতী। এই দুই দলের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিলে এবং থাপার দলকে পুনরায় শক্তিমান করিয়া দিলে উহারা কৃতজ্ঞ হইয়া উহাঁর পুত্রের দল হইতে পারে;

এইরূপ বিচারে কনিষ্ঠা মহারাণী রাজাকে বুঝাইলেন যে মাতব্বর সিং থাপাকে নেপালে শিমলা হইতে না আনাইলে নেপালের মঙ্গল হইবে না।

মাতব্বর থাপাকে ডাকাইয়া পাঠাইলে তিনি গোরক্ষপুরে আইলেন। অনেক নেপালী তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া লইতে তথায় গেলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কাজী "জঙ্গ বাহাদুর"ও তথায় গিয়া পিতৃব্যের সহিত কাঠমাণ্ডুতে ফিরেন।

মাতব্বর কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছিয়াই তাঁহার পিতৃব্য ভীমসেন থাপার উপর মিথ্যা মোকর্দ্দমার পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিলেন। বিচারে সিদ্ধান্ত হইল যে বিষ প্রয়োগের মোকদ্দমা মিথ্যা এবং ভীমসেনের স্বীকারোক্তি জাল। তখন কুলরাজ পাণ্ডের এবং কারবার পাণ্ডের শিরচ্ছেদন হইল। রণজঙ্গ পাণ্ডে তথন মৃত্যু শয্যায়। ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রাণদণ্ডের কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইন্দরবীর থাপা স্বগোষ্ঠীদিগের একান্ত বিরোধী ছিল। উহারও প্রাণদণ্ড হইল। কনক সিং মহৎ—ভূতপূর্ব্ব "প্রধান বিচারপতি" রাজার নিজের কথামত ভীমসেনের জালি স্বীকারোক্তি স্বহস্তে লিখিয়াছিল! এই স্বীকারোক্তির পর তাহার প্রাণদণ্ড হইল।

৪০ জন পাণ্ডে সপরিবারে দেশ বহিষ্কৃত হইল। ফতেজঙ্গই নামে প্রধান মন্ত্রী রহিলেন। মাতব্বরই কাজে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইলেন। কিছুকাল পরে মহারাণীর

নিরন্তর চেষ্টায় (২৪।১২।১৮৪৩) মাতব্বর সিং থাপা নেপালের (৮১০) প্রধান মন্ত্রী হইলেন। এই সময়ে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ভীমসেন থাপার বিরোধী ভ্রাতা রণবীর থাপা সন্ন্যাসী বেশে কাঠমাণ্ডুতেই বাস করিতেছিলেন।

মাতব্বরকে মহারাণী নির্ব্বাসন হইতে ফিরাইয়া আনিয়া প্রধান মন্ত্রী করিয়া দিলেন। কিন্তু ক্ষাত্রধর্ম্মী নেপালী ছত্রি মাতব্বরের মনে মহারাজাধিরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সিংহাসনে ন্যায্য দাবী সম্বন্ধে কোনরূপ দ্বিধাই ছিল না। সুতরাং তিনি মহারাণীর শত্রুদলকে নিহত ও বিতাড়িত করিতে থাকিলেও তাঁহার পুত্র নরেন্দ্রবিক্রমের সিংহাসন প্রাপ্তির অনুমাত্র সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন না।

যুবরাজ এই সময়ে কিছু সৈন্য লইয়া তেরাইয়ে চলিয়া গেলেন এবং পিতা সিংহাসন ত্যাগ না করিলে ইংরাজ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিবেন এই ভয় দেখাইলেন! যুবরাজের মস্তিষ্ক বিকৃত এই কথার উল্লেখে মহারাণীর ইচ্ছা ছিল উহাঁর রাজ্যাধিকার প্রাপ্তি হইবে না এইরূপ ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যুবরাজের এই কার্য্যে মহারাজাধিরাজকে সুস্পষ্টরূপেই স্বীকার করিতে হইল যে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রই পরবর্ত্তী মহারাজাধিরাজ হইবেন এবং অনেকটা রাজশক্তি তাঁহার জীবদ্দশাতেই প্রাপ্ত হইলেন।

যুবরাজকে পক্ষভুক্ত থাকার জন্য মহারাজাধিরাজ

মাতব্বরের উপর চটিলেন—মহারাণীত চটিয়াই ছিলেন। দুজনে মিলিয়া মাতব্বরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। মাতব্বর সিং থাপা সৈন্যদিগের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। মহারাজাধিরাজ উঁহাকে (১৭.৫।১৮৪৫) রাজবাটীর মধ্যে গুপ্ত হত্যা করেন; কিন্তু রেসিডেন্টের নিকট সম্বাদ দেন যে রাজসিংহাসনে দ্বিতীয় রাণীর পুত্রকে বসাইয়া নিজে সর্ব্বেসর্ব্বা হওয়ার চেষ্টা করায় তিনি বিচারের পর মাতব্বরের গুপ্তভাবে প্রাণদণ্ড দিয়াছেন। নচেৎ সৈন্যেরা হাঙ্গামা করিত।

এই হত্যাকাণ্ডে মহারাণীর প্রিয়পাত্র গগণ সিং এবং কয়েকজন চৌতুরিয়া লিপ্ত ছিলেন। রাত্রি ১১টার সময় রাজা ও রাণী মাতব্বরকে ডাকাইয়া পাঠান। তাঁহাদের সমক্ষেই এই হত্যাকাণ্ড হয়। ঐ সময়ে লোকে "জঙ্গ বাহাদুরের উপরেই সাক্ষাৎসম্বন্ধে মাতুল হত্যার দোষারোপ করিয়াছিল। রেসিডেণ্ট কর্ণেল লরেন্স সে কথায় বিশ্বাস করেন নাই। এই হত্যার সম্বাদ পাইয়া মাতব্বরের পুত্র কর্ণেল রনজু লাল থাপা জঙ্গ বাহাদুরের গৃহেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। এবং জঙ্গ বাহাদুর তাহার পিতার ধনরত্নসহ নিজের ভ্রাতাদের সঙ্গে দিয়া গুপ্ত ভাবে সিগৌলি পাঠাইয়া দেন। কয়েক বর্ষ পরে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া জঙ্গ বাহাদুর ডাঃ ওল্ড ফীল্ড:ক বলেন যে তিনিই মাতুলের উপর প্রথম গুলি চালাইয়াছিলেন! প্রথমে অনেক আপত্তি ও কাঁদাকাটি করেন। কিন্তু রাজার হুকুম শক্ত

আপত্তি থাকিলেও মানিতে হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ যদি বলিতেন "আত্মহত্যা কর তাহাও মানিতে হইত!" নেপালী ছত্রি রাজশক্তি যখন যেখানেই থাকুক, উহাকে বিনা বিচারে মানিতে শিখিত। রাজধানীতেস্থিত গুর্খা রেজিমেণ্টে কোনরূপই বিচলিত ভাব দৃষ্ট হয় নাই। যখন "রাজাজ্ঞায়" হত, তখন মাতব্বর সিংহ তাহাদের পরম প্রীতিভাজন হইলেই বা কি আর না হইলেই বা কি?

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মহারাণী লক্ষ্মীদেবী।

মহারাজাধিরাজ এইবার চৌতুরিয়া ও পাণ্ডেদিগকে দেশে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি দিলেন। ফতেজঙ্গকে প্রধান মন্ত্রীত্ব দিবার কথা স্থির হইল। তিনি না আসা পর্য্যন্ত জঙ্গ বাহাদুর তিন রেজিমেণ্ট সৈন্যের কর্ত্তৃত্ব ও জেনারেল পদবী পাইলেন এবং অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

কিছুদিন পরে ফতেজঙ্গ "নামে" প্রধান মন্ত্রী হইলেন। মহারাণীর প্রিয়পাত্র গগন সিং প্রধান সেনাপতি এবং সকল সামরিক বিষয়ে কর্ত্তা হইয়া কাজে প্রধান মন্ত্রী হইয়া দাঁড়াইলেন। ফতেজঙ্গ কেবল দেওয়ানী বিচারকের কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই মন্ত্রী সভায় জঙ্গ বাহাদুরের

স্থান হইল না। রাজা ও রাণী দুজনেই উঁহাকে যুবরাজের পক্ষীয় বলিয়া জানিতেন। কিন্তু জঙ্গ বাহাদুরের বিপুল উদ্যমের ও সাহসের জন্য তাঁহাকে জেনারেল পদ হইতে নামাইতে কাহারও সাহস হইল না।

এই সময়ে প্রথম শিখ যুদ্ধ চলিতেছিল। পঞ্জাবে ভীষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত ব্রিটিশ সৈন্য দলের পশ্চাতে পশ্চিম নেপাল হইতে ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ দ্বারা সাহায্য করার জন্য পত্র আসিল। শিখেরা সকল যুদ্ধেই জয় হইতেছে বলিয়া সম্বাদ দিয়াছিল। নেপাল দরবার বিদ্রূপ করিয়া উত্তর দিলেন "শিখেরা দিল্লীর কাছে পৌঁছিলে দেখা যাইবে! এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে নেপালী সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে চাহিলেন।

সোব্রাওনের যুদ্ধে শিখবল চুর্ণ হইয়া গেলে মহারাজাধিরাজ গবর্ণর জেনারেলকে পত্র লিখিয়া কুমায়ুন প্রদেশটী এবং তারাই অঞ্চলে দুই লক্ষ টাকা আয়ের ভূমি "দরিদ্র ও সর্ব্বদা সাহায্যে উন্মুক্ত বন্ধুকে" দিতে অনুরোধ করেন। ফল কিছুই হয় নাই।

হীন কুলোদ্ভূত গগণ সিংহের মহারাণীর নিকট সর্ব্বদা যাতায়াতে এবং সকল বিষয়েই মহারাণীর নাম করিয়া তাঁহার আদেশে কার্য্য হইতেছে বলায়, মহারাজার মন বিরূপ হইল। তাঁহার চেষ্টায় গগণ সিংহের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র হইল এবং লাল ঝা নামক এক ব্যক্তি জানলা দিয়া গুলি করিয়া পূজায় নিযুক্ত গগণ সিংহকে মারিয়া ফেলিল। (১৪।৯।১৮৪৬)।

গগণ সিংহের হত্যার সম্বাদ পাইয়া মহারাণী তৎক্ষণাৎ পদব্রজে তাঁহার বাটীতে গিয়া মৃতদেহ দর্শণপূর্ব্বক প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞা করিলেন। মহারাণীর সুদীর্ঘ আকার ছিল, রং একটু ময়লা ছিল, এবং কেশ সুদীর্ঘ ছিল। তিনি মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসার রূপে কোট প্রাসাদে আসিয়া সকল সর্দ্দার এবং কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া একত্র করিলেন। জঙ্গ বাহাদুরও ভ্রাতৃগণ এবং কিছু সৈন্যসহ উপস্থিত হইলেন এবং এই খুনের অনুসন্ধান প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে ১৮৪৩ অব্দ হইতে মহারাণীকে মহারাজাধিরাজ রাজ প্রতিনিধির অধিকার দিয়া রাখিয়াছেন সুতরাং তিনিই এ বিষয়ের বিচার করিয়া হুকুম দিতে পারেন। এই সময়ে জেনারেল অভিমান রাণা রাজাধিরাজকেও তথায় ডাকিয়া আনিলেন।

রাণা তখন রাজাকে তথায় ডাকিয়া আনিলেন। ক্রোধান্ধা মহারাণী তখন কাজী বীরকিশোর পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দিলে—অভিমান রাণা তাহা করিলেন। বীরকিশোর নিজেকে বারবার নির্দ্দোষী বলায় ক্রোধোন্মত্তা রাণী হুকুম দিলেন "উহার মাথা কাটিয়া ফেল।" অভিমান রাণা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজাধিরাজ বেশ জানিতেন কে প্রকৃত দোষী! তিনি বিনা বিচারে মাথা কাটার হুকুম দিলেন না। অভিমান রাণা রাজার আজ্ঞাই মান্য করিয়া সে স্থল হইতে সরিয়া গেলেন। রাণী তখনই সভা বসিতে আজ্ঞা দিলেন এবং

বলিলেন যে চৌতুরিয়াদিগের আসার অপেক্ষা করিতে হইবে না। রাজা বলিলেন যে প্রধান মন্ত্রী ফতেজঙ্গের যুক্তি বিবেচনার সাহায্য লওয়া উচিত; তাড়াতাড়ি কি? এই বলিয়া তিনি জঙ্গ বাহাদুরের এক ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহনে ফতেজঙ্গের বাটী চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই ফতেজঙ্গ ও তাহার পুত্র ও ভ্রাতাদিগকে রাজ-বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। মহারাজাধিরাজের ঐ তদারকে উপস্থিত থাকার সাহস হয় নাই। তিনি রেসিডেণ্টকে নিজ মুখেই গগণ সিংহের হত্যার খবর দিবার ছুতায় সরিয়া রহিলেন। তখন রাত্রি দুই প্রহর পার হইয়া গিয়াছিল। রেসিডেণ্টের সহিত দেখা হইল না! চঞ্চল চিত্তে আপনি বাটীতে ফিরিয়া গেলেন।

ফতেজঙ্গ 'কোট' প্রাসাদে পৌঁছিলে জঙ্গ বাহাদুর তাঁহাকে বলেন যে বীর কিশোর পাণ্ডের এবং মহারাণীর আদেশ অগ্রাহ্যকারী জেনারেল অভিমান রাণার তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড করিয়া মহারাণীকে একটু ঠাণ্ডা করা হউক। ফতেজঙ্গই প্রধান মন্ত্রী থাকিবেন। তিনি, জঙ্গ বাহাদুর, প্রধান সেনাপতি হইবেন এইরূপই মহারাণীর ইচ্ছা।

ফতেজঙ্গ এই ব্যবস্থায় রাজী হইলেন না। বলিলেন বীর কিশোরের রীতিমত বিচার হউক। আর অভিমান রাণা মহারাজাধিরাজের হুকুম মানিয়া রাজকর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য পালনই করিয়াছেন, সুতরাং নির্দ্দোষী। যদি মহারাজাধিরাজ উপস্থিত থাকিয়া এই উচিত কথায় অনু-

মোদন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত বন্ধু মন্ত্রী ফতেজঙ্গের কথাই বলবৎ হইত। তিনি উপস্থিত থাকিয়া যাহা বলিতেন তাহাতে কোন নেপালী দ্বিরুক্তি করিতে পারিত না। তিনি পলাইয়া সরিয়া থাকাতেই একটা লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া গেল।

ফতেজঙ্গ অভিরাম রাণাকে জঙ্গ বাহাদুরের কথা জানাইলে অভিরাম রাণা তাঁহার তিন রেজিমেন্টের আফিসরদিগকে সাবধান থাকিতে বলিলেন। তাহারা তখনই প্রাসাদের বাহিরেস্থিত ঐ সকল রেজিমেন্টের সৈন্যদিগকে বন্দুকে গুলি ভরিতে বলিল। ঐ সময়ে জঙ্গ বাহাদুর মহারাণার কাছে উপর তলায় গিয়াছিলেন। তিনি সৈন্যদিগের বন্দুক গাদা মহারাণীকে দেখাইলে তিনি রাজপ্রতিনিধির তরবারি হস্তে লইয়া নীচের তলায় নামিয়া আসিলেন। সেখানে ফতেজঙ্গ, অভিরাম রাণা, দলভঞ্জন পাণ্ডে প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে আমার বিশ্বাসী সেনাপতি গগণ সিংকে হত্যা করিল? শীঘ্র বল।" কেহ উত্তর দিল না। ফতেজঙ্গ বলিলেন সম্পূর্ণ তদারক হইবে। কোষমুক্ত খর তরবারি হস্তে ক্রোধান্ধা রাণী ব্যাঘ্রীর ন্যায় বীর কিশোরের উপর তখনই স্বহস্তে আঘাত করিতে উদ্যতা হইলেন। তিন জন মন্ত্রী তাঁহাকে এই বিসদৃশ কাণ্ড হইতে হস্ত ধারণ করিয়া নিবারণ করিলেন এবং যথাসাধ্য শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। উপর তলায়

ফিরিয়া যাইবার জন্ত মহারাণী সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছেন এমন সময়ে বন্দুকের শব্দ হইল। ফতেজঙ্গ এবং দলভঞ্জন হত হইলেন। অভিরাম আহত হইলেন। ফতেজঙ্গের পুত্র খড়্গবিক্রম জঙ্গ বাহাদুরের ভ্রাতা বাম বাহাদুরের এবং কৃষ্ণ বাহাদুরের কপালে কুকরির আঘাত করিয়া একজন সিপাহীকে কাটিয়া ফেলেন। পুনরায় বাম বাহাদুরকে আঘাত করিতে উদ্যত এবং বাম বাহাদুর তাঁহার তরবারি বাঁধা থাকায় খুলিবার জন্ত ব্যস্ত এমন সময়ে জঙ্গ-বাহাদুর নামিয়া আসিয়া একজন সিপাহীর বন্দুক লইয়া খড়্গ বিক্রমকে নিহত করিয়া ভ্রাতাকে রক্ষা করেন। ইহার পর দারুণ হত্যাকাণ্ড চলিল; যে যাহাকে পারিল মারকাট করিল। সকলেরই সকলের সম্বন্ধে সন্দেহ; শত্রু মিত্রের ঠিকানা নাই! জঙ্গ বাহাদুরের রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা আসিয়া পৌঁছিল এবং মহারাণী উপরতলা হইতে হুকুম দিতে লাগিলেন—"আমার শত্রুদিগকে নির্মূল কর।" ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ঘটিল। মৃতদেহের স্তূপ হইয়া গেল।

জঙ্গ বাহাদুর বলেন যে রাণীর লোকে প্রথম গুলি চালায় তাহার পর মারকাট হইয়া যায়। পূর্ব্ব হইতে কাহার জানা ছিল না কি ঘটিবে। ফতেজঙ্গ প্রথমেই মারা যান নাই। ৩১ জন বড় সর্দ্দার বা বড় রাজকর্ম্মচারী এবং ২০ জন মধ্যবিত্ত সর্দ্দার এবং অনেকগুলি সিপাহী ও সাধারণ ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডে প্রাণ হারাইয়াছিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

লক্ষ্মীদেবীর নির্ব্বাসন।

যখন রাজবাটীতে হত্যাকাণ্ড চলিতেছিল তখনই মহারাণী লক্ষ্মী দেবী জঙ্গ বাহাদুরকে (১০ম) প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিলেন। জঙ্গ বাহাদুর মহারাণীকে তাঁহার আবাসবাটী হনুমান ঢোকা প্রাসাদে পৌঁছাইয়া দিয়া রাজার নিকট গিয়া প্রধান মন্ত্রীহিসাবে অভিবাদন করিলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার রাজ্যের এত প্রধান ব্যক্তির হত্যা কে ও কেন করিল?" জঙ্গ বাহাদুর উত্তর দিলেন "আপনি মহারাণীকে সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন। তাঁহার হুকুমেই যাহা কিছু হইয়াছে।"

মহারাজা তখনই রাণীর নিকট অন্দর মহলে গেলেন। তখন রাণী মাটিতে লুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে ছিলেন। রাজা রাণীতে বচসা হইল। রাণী বলিলেন "আমার বড় ছেলেকে রাজ্যাভিষিক্ত কর, নচেৎ আরও রক্তারক্তি হইবে!" মহারাজা রাগ করিয়া অশ্বারোহণে পাটন নগরের দিকে চলিয়া গেলেন। পথে টাণ্ডিখেলে ভবানী সিংহের সহিত কি কথা কহিয়াছিলেন। রাণীর গুপ্তচর রাজারই আরদালী—এই সম্বাদ অবিলম্বেই রাণীকে দিলে তিনি ৫০ জন সৈন্যকে তৎক্ষণাৎ ভবানীসিংহের মাথা কাটিয়া আনিবার হুকুম দিলেন। রাজার সাক্ষাতেই

ভবানীসিংহকে বধ করা হইল! রাজা কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। জঙ্গ বাহাদুরের এক ভ্রাতা মহারাজার কাছে গিয়া তাঁহাকে গোপনে রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিতে সম্মত করেন। মহারাণীর হুকুমে হত সর্দারদিগের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। তাঁহাদের পরিবারবর্গ একটী একটী পুটুলি মাত্র লইয়া দেশের বাহিরে যাইতে বাধ্য হইলেন!

মহারাণী লক্ষ্মীদেবী জঙ্গ বাহাদুরকে দিয়া যুবরাজ সুরেন্দ্র বিক্রমকে হত্যা করাইয়া স্বীয় পুত্রের রাজ্যাভিষেক জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু জঙ্গ বাহাদুর তাহাতে রাজী হন নাই। হত্যাকাণ্ডের পরেই মহারাণীর হুকুমে যুবরাজকে ও তাঁহার ভ্রাতাকে তাঁহাদের আবাস গৃহেই অবরুদ্ধ রাখা হয়; কিন্তু মহারাণীর দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করার জন্যই জঙ্গ বাহাদুর নিজের দুই ভ্রাতাকে উহাঁদের পাহারায় নিযুক্ত রাখেন এবং নিজে প্রত্যহ গিয়া উহাঁদের দেখিয়া আসিতেন। এই সময়ে জঙ্গ বাহাদুর ও মহারাণীই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন কিন্তু সকল রাজ কার্য্যই মহারাজাধিরাজের, যুবরাজের এবং মহারাণীর এই তিন নামে পরিচালনা করা হইত।

যখন মহারাণী দেখিলেন যে তাঁহার পুত্রের রাজ্যলাভের পথে চতুর, ক্ষিপ্রকর্ম্মা এবং অসমসাহসী জঙ্গ বাহাদুর বিষম কণ্টক হইয়া রহিলেন এবং অত বড় হত্যাকাণ্ডও বিফল হইল, তখন তিনি বীরধ্বজ বাশনিয়াৎ নামক এক

ব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। মহারাজাধিরাজকে যুবরাজকে এবং জঙ্গ বাহাদুর ও তাঁহার ভ্রাতাদিগকে রাজবাটীর এক ঘরে যাহাতে একত্রে আনাইয়া সকলকেই একোদ্যমে নিহত করা যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থার ভার মহারাণী নিজে লইলেন!

হত গগণ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র উজীর সিংহ (পিতার মৃত্যুর পর জেনারেল পদ পাইয়াছিলেন) এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। বিজলীরাজ নামক এক পণ্ডিতও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। শেষে ঐ পণ্ডিতের মনে হঠাৎ উদয় হইল যে মহারাণীর জন্য একটা হত্যাকাণ্ডে বড় বড় সর্দার অনেক গিয়াছেন—আর একটা হত্যাকাণ্ডে বাকী ক্ষমতাপন্ন লোকগুলি মারা গেলে "দেশের দশা" কি হইবে—মহারাণীর পুত্র রাজ্য লাভে তাঁহারই ব্যক্তিগত সুখ। এই চিন্তায় একান্ত ব্যাকুল হইয়া তিনি ষড়যন্ত্রের কথা জঙ্গ বাহাদুরকে বলিয়া দিলেন। এদিকে ষড়যন্ত্রকারী উজীর সিংহ নিজের রেজিমেণ্টের কিছু সৈন্য গুলিভরা বন্দুকসহ রাজবাড়ীতে ভোরে লইয়া গিয়া (৩১।১০।১৮৪৬) লুকাইয়া রাখিলেন।

প্রাতঃকালে মহারাণী প্রধান ষড়যন্ত্রকারী বীরধ্বজ বাশনিয়াৎকে দিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন জঙ্গ বাহাদুর নিজেই বন্দুকহস্ত আত্মীয় স্বজন লোকজন সহ রাজবাটীর দিকেই যাইতে ছিলেন। বীরধ্বজ একটু ভয় পাইয়া হাতযোড় করিয়া বলিল "মহারাণী

ডাকিয়াছেন।" জঙ্গ বাহাদুর বলিলেন "তাহাত সম্ভব নহে। তুমিই ত আমার স্থলে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছ। রাজ প্রাসাদে আমার আর কি কাজ থাকিতে পারে?" বীরধ্বজ ভয়ে কাঁপিতে থাকিলে, জঙ্গ বাহাদুরের ইঙ্গিতে কাপ্তেন রাণা মীর অধিকারী উঁহাকে গুলি করিয়া তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিল!

জঙ্গ রাজবাটীতে গিয়া মহারাজার ও যুবরাজের পদতলে পাগড়ী রাখিয়া বলিলেন "হয় আমার চাকরীর ইস্তফা লওয়া হউক, না হয় যুবরাজের শত্রুদিগকে নিঃশেষে মারিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হউক!" রাজা ষড়যন্ত্রে নিজের হত্যার ব্যবস্থা হইয়াছিল শুনিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে আলিঙ্গন করিয়া যুবরাজের এবং রাজ্যের রক্ষার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা করিবার পূর্ণ অধিকার দিলেন।

রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া তূর্য্য নিনাদে জঙ্গ বাহাদুর সৈন্যদিগকে অস্ত্র ধারণ করিয়া রাজবাটী ঘিরিয়া থাকিতে হুকুম দিলেন। তাহার পর সকল চক্রান্তকারীকে ঐ বাড়ীর ভিতর খুঁজিয়া খুঁজিয়া ধরিয়া আনিয়া হত্যা করা হইল। ১৪।১৫ জন বাশনিয়াৎ বংশীয় লোক এবং ৪।৫ জন সাধারণ সামরিক কর্ম্মচারী নিহত হইল। সময়ে সন্দেহ হওয়ায় উজীর সিং পলায়ন করিতে এবং নেপালের বাহির হইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। মহারাজা জঙ্গ বাহাদুরকে ভীমসেন থাপার সমস্ত জায়গীর ও

রাণাজী পদবী দান করিলেন। ঐ দিন বৈকালে জঙ্গ বাহাদুর মহারাণীকে জানাইলেন যে যুবরাজের প্রতি একান্ত বিরুদ্ধভাব পোষণ জন্য তাঁহার আর নেপালে স্থান হইবে না। তাঁহাকে দুই পুত্রসহ বেনারসে গিয়া থাকিতে হইবে। মহারাণী লক্ষ্মীদেবী নিরুপায় দেখিয়া রাজী হইলেন। কিন্তু অব্যবস্থিত চিত্ত স্বামীকেও তীর্থ দর্শনের ছুতায় সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিলেন। (২৩।১১।১৮৪৬)। যুবরাজ রাজ প্রতিভু হইয়া রহিলেন। জঙ্গ বাহাদুর নিজের ভ্রাতাদিগকে এবং অনুগত আত্মীয়দিগকে গবর্ণরী পদে এবং সামরিক প্রধান প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মহারাজা সুরেন্দ্রবিক্রম সা।

বেনারসে বহু সংখ্যক নির্ব্বাসিত নেপালী মহারাজাকে ঘিরিয়া লইল। অব্যবস্থিতচিত্ত রাজা আবার থাপাদিগের বিরুদ্ধ দলের দিকে গেলেন। নেপালে ফিরিবার অছিলায় সিলৌলি পর্য্যন্ত গিয়া (২৫।৩।১৮৪৭) তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। গুরুপ্রসাদ চৌতুরিয়া রাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে হত্যা করার ব্যবস্থা করি-

লেন। জঙ্গ বাহাদুর এবং যুবরাজ মহারাজকে সিগৌলি হইতে কাঠমাণ্ডু যাইবার জন্য পত্র লিখিতে লাগিলেন কিন্তু প্রতিপত্রেই যুবরাজের একান্ত বিরোধী মহারাণীর নেপালে ফেরা হইতেই পারে না একথাও বলিলেন। রাজা নির্ব্বাসিত নেপালীদের কুচক্রে এবং রাণীর কুহকে পড়িয়া দুখানা পরোয়ানায় সহি মোহর করিয়া দিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার "অষ্ট সহস্র সৈন্য" এবং "৪৬ লক্ষ প্রজাকে" হুকুম দেওয়া হইয়াছিল যে প্রধান মন্ত্রীকে এবং তাহার সম্পর্কিত সকলকে হত্যা করে! গুরুপ্রসাদ চৌতুরিয়া এবং কাজী জগৎরাম পাণ্ডে ঐ দুই পরোয়ানা সহিত ধরা পড়িলে অসমসাহসী জঙ্গ বাহাদুর সৈন্যগণকে প্যারেডে একত্র করিয়া পরোয়ানা পড়িয়া শুনাইলেন এবং "আমিই সেই মন্ত্রী, তোমাদের যাহা কর্ত্তব্য. তাহা কর" বলিয়া অগ্রসর হইয়া বুক পাতিয়া দাঁড়াইলেন। সৈন্যেরা বলিল "ঐ হুকুম বাতিল—যেহেতু মহারাজা সমস্ত রাজশক্তি যুবরাজকে দিয়া নেপালের বাহির হইয়া গিয়াছেন। এখানে রাজপ্রতিভুর হুকুমই মাননীয়।" উহারা রাজ্যের মঙ্গল জন্য যুবরাজকেই মহারাজা বলিয়া ঘোষণা করা উচিত এইরূপ মত প্রকাশ করিলে (১২।৫।১৮৪৭) যুবরাজকেই রাজসিংহাসনে বিধিমত অনুষ্ঠানসহ প্রতিষ্ঠিত করা হইল। ঐ উপলক্ষ্যে ঘোষণা করা হইল যে মহারাজা রাজেন্দ্র বিক্রম সাহ বিদেশে বাস করায় এবং মতি স্থির না থাকায়, উন্মাদ লক্ষণ সুস্পষ্ট প্রকাশ পাওয়ায়, তাঁহার উপর আর

রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করান উচিত নহে। এই জন্যই তিনি যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ইহাই ধরিয়া লওয়া সঙ্গত। এরূপ বিশেষ অবস্থায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতিভূ মহারাজা শ্রীসুরেন্দ্র বিক্রম সাহকে রাজ্যাভিষিক্ত করা হইল। এই ঘোষণাপত্রে সৈন্যাধ্যক্ষগণ এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান সকল লোকই সহি করিলেন। এতদ্ভিন্ন সামরিক গুর্খা রাজ্যে সৈন্য ও সর্দ্দারগণ, প্রধান প্রকৃতিবর্গ এক প্রকার বেসরকারী পার্লিয়ামেণ্টের ৩১০ জন সর্দার কাজি এবং সৈনিক পুরুষের দস্তখতে একপত্র মহারাজার নিকট সিগৌলিতে প্রেরিত হইল। উহাতে লিখিত ছিল—"আপনি কালাপাণ্ডেদের সহিত মিলিয়া মহাত্মা ভীমসেন থাপার প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন; তাহার পর থাপাদের সহিত মিলিয়া পাণ্ডেদিগকে বধ করিয়াছেন; আবার রাণীর সহিত মিলিয়া অকারণে মাতব্বর সিংহকে হত্যা করাইয়াছেন; আপনার রাজবংশের ১৪ পুরুষের মধ্যে যে কার্য্য কখন হয় নাই—সেরূপ কার্য্য করিয়া—মহারাণীকে সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব দিয়া, কোট প্রাসাদের হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছেন; এখন আবার অকারণে প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করিবার জন্য সৈন্য ও প্রজাবর্গকে উত্তেজনা করিতেছেন।"

"মহারাজ রাজা…কে নেপালে ফিরিতে নিষেধ করা হয় নাই—কিন্তু তিনি আর কোনরূপই ক্ষমতা পাইবেন না, একথা সুস্পষ্ট বলা হয়। যদি ৺ কাশীতে বা অন্যত্র কোথাও থাকেন যথেষ্ট মাসোহারা দেওয়া হইবে ইহারও উল্লেখ ছিল।

এই ঘটনায় রাজ্যে কোনরূপ উচ্চবাচ্য হইল না। রোজ রোজ হত্যাকাণ্ডে লোকে উত্যক্ত বোধ করিতেছিল। এখন কিছুদিন রাজকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে চলিবার আশা হইল।

অধিকাংশ সর্দ্দারেরা ইহার পর মহারাজাকে ছাড়িয়া নেপালে ফিরিয়া গেলেন। কতক লোক রঘুনাথ পাণ্ডের সহিত বেতিয়াতে জমা হইলেন এবং রাজার মঞ্জুরী সহিত ষড়যন্ত্র চালাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে গুরুপ্রসাদ চৌতুরিয়া কতকগুলি লোক এবং অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তরাই মধ্যে আল্ল নামক্ স্থানে ছাউনি করিলেন। বেনারস হইতে রাণীর চিঠি পাইয়া মহারাজাও সিগৌলি হইতে গিয়া উহাদের সহিত মিলিত হইলেন। তথায় দেড় হাজার সশস্ত্র লোক জমা হইয়াছিল। মহারাজার বিশ্বাস হইয়াছিল যে সৈন্তেরা তাঁহার দিকে আসিবে এবং তাঁহাকে জয়োৎসব করিয়া কাঠমাণ্ডু লইয়া যাইবে।

কাপ্তেন সনকসিং কাঠমাণ্ডু হইতে বিদ্রোহদমন জন্ত ৪০০ সৈন্ত লইয়া আসিতেছিলেন। রঘুনাথ পণ্ডিত মহারাজার সাহায্যে লোকজন লইয়া আসিতেছিলেন। এই সম্বাদ পাইয়া তিনি বেনারসে পলাইলেন। সনকসিং (২৮।৭।১৮৪৭) রাত্রি তিনটার সময় বিদ্রোহীদিগের ছাউনিতে পৌছিয়াই উহাদের আক্রমণ করিলেন। ১৫ মিনিটের মধ্যে সুশিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ঐ রেজিমেণ্টের হস্তে

বিশৃঙ্খল বিদ্রোহীদিগের ৫০।৬০ জন লোক মারা পড়াতে বিদ্রোহী নেতারা সকলে পলাইল। মহারাজা গ্রামের কাছারি বাড়ীতে শুইয়া ছিলেন। গোলমাল শুনিয়া হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেছিলেন। সনকসিংহের হস্তে বন্দী হইলেন। এই সংঘর্ষে ২৫০ বিদ্রোহী কাটা পড়ে। নেপালী সৈন্য ২১ জন মাত্র আহত হয়। মহারাজাকে কাঠমাণ্ডুতে পাল্কী করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। তথায় সম্মানসূচক তোপ ছোঁড়া হইল। তাহার পর ভাটপাওয়ের প্রাসাদে ভূতপূর্ব্ব মহারাজা রাজেন্দ্র বিক্রমসাহ সযত্নে কিন্তু নজরবন্দীভাবে রক্ষিত হইলেন। নির্ব্বাসিত নেপালীরা তাঁহাকে বলিয়াছিল যে প্রজারা তাঁহার একান্ত ভালবাসেও দলে দলে তাঁহার সহিত মিলিত হইবে। কিন্তু প্রজারা তাঁহাকে দেখিয়া একটা জয়ধ্বনিও করে নাই। কিছুদিন পরে মহারাজা রক্ষী সৈন্যদিগকে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করায় তাঁহাকে কাঠমাণ্ডুর প্রাসাদেই আনিয়া রাখা হয়। কয়েকজন একান্ত আত্মীয় এবং বিশ্বাসী অফিসর এইবার জঙ্গ বাহাদুর দ্বারা মহারাজার সেবক স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। তাহাদের কেহ না কেহ পরিচর্য্যার ছুতায় তাঁহাকে ২৪ ঘণ্টাই চক্ষে চক্ষে রাখিতেন। মহারাজাকে অবাধে তাঁহার পুত্রদিগের এবং অপরের সহিতও রাজবাটী মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিতে দেওয়া হইত। কিন্তু ঐ "সেবক" একজন বিনীতভাবে পৃষ্ঠদেশ বা সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিত। এইরূপে সম্মান রক্ষা করিয়া মহারাজা রাজেন্দ্র বিক্রম সাহের ষড়যন্ত্রপ্রিয়তার উপশান্তি করা হয়।

১৮৪৭ অব্দে মহারাজা সুরেন্দ্র বিক্রম সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুব রাজ ত্রৈলোক্যবিক্রম সা ভূমিষ্ঠ হয়েন। ঐ সময়ে গুরুপ্রসাদ চৌতুরিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করেন এবং দুইজন লোককে বন্দুক দিয়া পাঠাইয়া দেন। একদিন পাঠন হইতে ভোর পাঁচ টার সময় হস্তী-পৃষ্ঠে আসার সময় জঙ্গ বাহাদুর লক্ষ্য করিলেন যে দুইজন লোক ভুট্টা ক্ষেত্রে লুকাইত হইল। দূরে থাকিয়াই তিনি ঐ দুই জনকে ধরিবার আজ্ঞা দিলেন। লোক দুইটা বন্দুক সহ ধৃত হইয়া আসিলে বলিল পায়রা শীকারে বাহির হইয়াছিল। বন্দুক পরীক্ষায় দেখা গেল, ছিটাগুলি ভরা নয়। বড় গুলি ভরা। শেষে লোক দুইটা দোষ স্বীকার করে। নেপালের রাজ মন্ত্রীত্ব কিরূপ ভয়ের পদ এবং রাজমন্ত্রীকে যে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়, তাহা শত শত ঘটনায় প্রকাশিত।

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের সময় (১৮৪৮) জঙ্গ বাহাদুর ৮ রেজিমেণ্ট গুর্খা সৈন্য সহ স্বয়ং গিয়া ইংরাজদিগের সাহায্য করিতে চাহেন। গবর্ণর জেনারেল শিষ্টাচারের সহিত ধন্যবাদাদি দিয়া বলেন যে সাহায্য প্রয়োজন নাই। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে জঙ্গ বাহাদুর মহারাজাকে সঙ্গে লইয়া ৪১টী তোপ এবং প্রায় ৮ হাজার সৈন্যসহ তেরাইয়ের জঙ্গলে শিকার করিতে আসেন। অত সৈন্য এবং তোপ ইংরাজ সীমানার নিকট আসায় হিন্দুস্থানে একটু চাঞ্চল্য হয়। লোকে মনে করে শিখদিগের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ



মহারাজা জঙ্গবাহাদুর

I. A. School, Bowbazar, Calcutta.

গবর্ণমেণ্ট নূতন সৈন্য পাঠাইতে না পারেন—কতক সৈন্য এদিকে গুর্খাদিগের জন্য আটকাইয়া থাকে এই জন্য এই শিকারের অছিলা। কিন্তু রেসিডেণ্ট থোরনবি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই ঠিক। চিনিয়ানওয়ালার ও রামনগরের যুদ্ধে শিখ হস্তে ব্রিটিশ সৈন্যের বিশেষ ক্ষতি ঐ সময়ে হইয়াছিল বটে কিন্তু জঙ্গ বাহাদুর প্রকৃতই শিকারের জন্য তরাইয়ে গিয়াছিলেন। তবে রাজধানীতে তোপ ও সৈন্যদিগকে রাখিয়া যাইতে তখনও সাহস হয় নাই। নিজের পক্ষের উপর উহাদের রাখেন। পাছে উহাঁর অনুপস্থিতে কোন রাষ্ট্রবিপ্লব চেষ্টা হয়!

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আপত্তি করিয়া পাঠাইলে এবং সৈন্যদিগের মধ্যে তরাইয়ের জ্বর ধরিলে ছাউনি তুলিয়া লইয়া সকলে কাঠমাণ্ডুতে ফেরেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

জঙ্গবাহাদুর (ইংলণ্ড যাত্রা)।

লাহোরের রাণী চান্দা কুয়রকে চুনার গড়ে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার একজন চাকরাণীর সহিত বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া কেল্লা হইতে অক্লেশে বাহির হইয়া পড়েন। ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার পলায়নের সম্বাদ ইংরাজ কর্ম্মচারীরা জানিতেই পারেন নাই। তিনি পাটনা

পর্য্যন্ত একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় আইসেন। তাহার পর বৈরাগিনীর বেশে কতক পদব্রজে, কতক ভাড়াটে টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া, কতক ভাড়াটে ডুলিতে নেপাল সীমানা পর্য্যন্ত পৌছেন। জিজ্ঞাসায় বলিতেন যে তাঁহার বৈরাগী নেপালে তীর্থ ভ্রমণে গিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার কাছে যাইতেছেন! সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক ছিল না। দুজন পঞ্জাবী চাকর মাত্র ছিল। নেপালের ভিতর ঢুকিয়া নির্ভয় হইলে রাণী নেপাল দরবারে পত্র লিখিয়া জানান যে তিনি কে। দরবারের একটু অসুবিধা বোধ হইল, কিন্তু তেজস্বী নেপালী ছত্রি আতিথ্য ধর্ম্মের ব্যাঘাতক কিছু করিতে পারিলেন না। বন্ধুত্বের খাতিরেও আশ্রয় প্রার্থিনী রাণীকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হস্তে সমর্পণ করা অসম্ভব হইল। দরবার যাহা ব্যবস্থা করিলেন তাই ঐ ক্ষেত্রে উচিত এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও তাহা বুঝিলেন। জঙ্গ বাহাদুরের নিজের বাগানের একটী বাটীতে রাণীকে থাকিতে দেওয়া হইল। ৪ জন পঞ্জাবী চাকর ও ২ জন পঞ্জাবী চাকরাণী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইল। দুই জন বিশ্বাসী গুর্খা স্ত্রীলোক রাণীর নিকট সর্ব্বদা থাকিয়া এবং কোন ষড়যন্ত্রের চিঠি পত্র নেপালের আশ্রয়ে থাকিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চলাচল না হয় তাহা দেখিবার ভার পাইল। নেপাল দরবার রাণীকে মাসিক ৮০০৲ টাকা মাসোহরা বরাদ্দ করিলেন। তদ্ভিন্ন চাউল ডাল প্রভৃতির সিধা।

জেনারেল জঙ্গ বাহাদুর কুমার রাণাজি (১৫।১।১৮৫০) কাঠমাণ্ডু হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তাঁহার ভ্রাতা বম্ বাহাদুর প্রতিনিধি প্রধান মন্ত্রী রহিলেন। উঁহার সহিত কর্ণেল জগৎ সমশের প্রমুখ ৯ জন গুর্খা অফিসর, একজন জ্যোতিষী বা কবি, একজন চিকিৎসক, একজন নেওয়ার জাতীয় চিত্রশিল্পী, একজন সুবাদার ও ৪ জন সুপকার গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে গেলে জাতিচ্যুত হইবার কথার উল্লেখে জঙ্গ বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে চীনে দৌত্য-জন্য যাইতে হইলে ফিরিবার সময় গুর্খা কর্ম্মচারীরা বেনা-রসে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইয়া আসিয়া থাকেন—সেই একই ব্যবস্থা সকল দেশের জন্য।

মহারাজা রাজেন্দ্র বিক্রম যখন ছোটরাণী লক্ষ্মীদেবীর সহিত বেনারসে গিয়াছিলেন তখন রাজকোষের ১২ লক্ষ টাকা লইয়া যান। মহারাজা নেপালে নজরবন্দী হওয়ার পর লক্ষ্মীদেবী দল বাহাদুর নামক একজন নেপালী প্রবাসীর একান্ত বশীভূত হইয়া অনেক টাকা নষ্ট করেন। তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ঐ নগদ টাকা এবং অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া, ৬ লক্ষ টাকার ৫ টাকা সুদী কোম্পানির কাগজ কিনিয়া দিয়া যাহাতে সুদের টাকায় ভরণ পোষণ চলে এরূপ ব্যবস্থা বেনারসের এজেন্ট দ্বারা করিয়া দেন। জঙ্গ বিলাত হইতে ফিরিবার সময় কাশীতে থাকাকালে ঐ টাকা তিন ভাগ করিয়া রাণীর ও দুই রাজকুমারের মধ্যে সমানভাগে বণ্টন ব্যবস্থা দ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তি

করিয়া দিয়াছিলেন। রাজকুমারদিগকে নেপাল যাইতে অনুরোধও করেন। তাঁহারা যাইতে অস্বীকার করেন। লক্ষ্মীদেবীর ৮৩ বৎসরে তাঁহার বেনারসের নিকটবর্ত্তী মামুদনগরে মৃত্যু হয়। ঐ স্থানের বাটীতে গগনসিং প্রভৃতি অনেক নেপালী সর্দ্দারের তৈলচিত্র সুরক্ষিত আছে।

২৪।৫।১৮৫০ তারিখে মহারাণীর জন্মদিন বলিয়া নেপাল দরবার ২১ তোপ আওয়াজের ব্যবস্থা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করেন। এই সম্মান তদবধি জঙ্গ বাহাদুরের জীবিত কালে বরাবর করা হইয়াছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে বিশেষ আদর করিয়াছিলেন। ১৮৫২ অব্দের নবেম্বর মাসে ডিউক অফ ওয়েলিংটনের মৃত্যু সম্বাদ আসিলে ৮৩ তোপধ্বনি করিয়া শোক প্রকাশ করা হয়। তিনি ইংলণ্ডে জঙ্গ বাহাদুরকে সমাদর করিয়াছিলেন। অক্টোবর ১৮৫০ নেপালের বড় মহারাণীর মৃত্যু হয়।

জঙ্গ বাহাদুর (৬।২।১৮৫১) ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া কাঠমাণ্ডু পৌঁছিলেন। মহারাজাধিরাজ ও তাঁহার পিতা (ভূতপূর্ব্ব মহারাজা) রাঘমতী তীরে অগ্রসর হইয়া গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কয়েকদিন পরে প্রকাশ্য দরবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রেরিত পত্র জঙ্গ মহারাজার হস্তে দিলেন। তখন সম্মানসূচক ২১ তোপ ছোঁড়া হয়।

(১৬।২।১৮৫১) জঙ্গ বাহাদুরকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র ধরা পড়িল। বাম্‌ বাহাদুর রাত্রি দুই প্রহরের সময় ভ্রাতা জঙ্গ বাহাদুরের আবাসে গিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বলেন যে পরদিন যখন তিনি রাস্তা দিয়া দরবারে যাইবেন তখন তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইবে ঠিক হইয়াছে। তাহার পর তিনি ঐ ষড়যন্ত্রের সমস্ত কথা বলিয়া দিলেন। মহারাজাধিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুহিলা সাহেব এবং জঙ্গের নিজের ভ্রাতা জেনারেল বদ্রি নরসিংহ কুমার রাণাজি, এবং পিতৃব্যপুত্র জেনারেল জয় বাহাদুর সিং যোগ দিয়াছিলেন। ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত ইংলণ্ডে আহারাদি দ্বারা জাতিচ্যুত ব্যক্তিকে হিন্দু নেপালের প্রধান মন্ত্রী রাখা উচিত নহে ষড়যন্ত্রকারীরা এই মত প্রকাশ করে এবং বাম্‌ বাহাদুরকেই প্রধান মন্ত্রীত্ব দিবে বলিয়াছিল।

জঙ্গ বাহাদুর অবিলম্বে চক্রান্তকারীদিগকে ধরিতে ১০০ জন করিয়া সৈন্য পাঠাইলেন। চক্রান্তকারীরা দুই ঘণ্টা মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কোর্ট প্রাসাদে আনীত হইল। প্রথমে প্রাণদণ্ড পরে, চক্ষুরুৎপাটন ব্যবস্থা হয়। কিন্তু জঙ্গ বাহাদুরের চেষ্টাতে (তিনি সকল বিষয়েই মাতার খাতির রাখিতেন) ষড়যন্ত্রকারী দুই জেনারেলের এবং রাজকুমারের এলাহাবাদ দুর্গে বদ্ধ রাখার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়। তদনুসারে উহারা (২৪।৩।১৮৫১) নেপাল হইতে নির্ব্বাসিত হয়েন। নেপাল দরবারে উহাদের খোরাকী জন্য প্রত্যেককে প্রত্যহ ১৲

হিসাবে দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। ঐ সময়ে তরাইয়ে জাঙ্গাল জ্বরের প্রকোপ থাকায় জঙ্গ বাহাদুর হাতীর ডাক লাগাইয়া একদিনেই ঐ ভাগ পার করিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। জেনারেল বদ্রি নরসিংহ দেওয়ানী আদালতের পরিদর্শক ছিলেন এবং যথেষ্ট ঘুস লইতেন। জঙ্গ বাহাদুর ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ দোষ ধরিয়া ফেলায় তিনি একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া ছিলেন। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কারবার ক্ষত্রিকে জঙ্গ বাহাদুরের কুৎসা করা অপরাধে চামার হস্তে লাঞ্ছিত ও জাতিচ্যুত করান হয় এবং উহার জিহ্বাও কাটিয়া দেওয়া হয়!!

১৮৫৩ অব্দে জঙ্গ বাহাদুর ৺ কেদারনাথ ও ৺ বদ্রিনাথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় (২৭শে মে) আলীগঞ্জ (সিগৌলির ১৮ মাইল দক্ষিণ) হইতে কাঠমাণ্ডু (১০৩ মাইল) একবারও মধ্যে বিশ্রাম না করিয়া অশ্বারোহণে আসিয়াছিলেন। ঐ সময়ে কয়েক মাসের মধ্যে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি না হওয়ায় প্রজারা চিন্তিত হইতেছিল। কিন্তু যেদিন জঙ্গ বাহাদুর কাঠমাণ্ডুতে ফিরিলেন সেই দিনই প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় সকলেই তাঁহার "স্বদেশ হিতকর শুভ গ্রহের" প্রশংসা করেন।

সেপ্টেম্বর মাসে এলাহাবাদ দুর্গে বন্দী জেনারেল জয় বাহাদুরের ওলাউঠায় মৃত্যু সম্বাদ আসিলে জঙ্গ বাহাদুরের মাতা তাঁহার বন্দী পুত্রের জন্য ভীতা হয়েন এবং বিদেশে ঐ ভাবে উহার মৃত্যু হইতে না দেওয়ার জন্য জঙ্গ

বাহাদুরকে অনুরোধ করেন। জঙ্গ বাহাদুর অবিলম্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিয়া নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ও মহারাজাধিরাজের ভ্রাতাকেও নেপালে পুনরানয়ন করেন। স্বল্পকাল উহাঁদিগকে উহাঁদের নিজের নিজের বাটীতেই বন্দী রাখা হয়, তাঁহার পর জঙ্গ বাহাদুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রকে (তখন ১৪ বৎসরের বালক মাত্র) পাল্‌পার গবর্ণর এবং তাঁহার অনুতপ্ত পিতার "রক্ষক" নিযুক্ত করিয়া উভয়কেই পালপায় পাঠাইয়া দেন। মুহিলা সাহেবকেও মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

১৮৫৪ অব্দের মে মাসে জঙ্গ বাহাদুরের একটী মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি কাওয়াজের ময়দানে ধুমধামের সহিত প্রতিষ্ঠিত হয়। (৩।৫।১৮৫৪) জঙ্গ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র (তখন ৮ বৎসর মাত্র বয়স) মহারাজাধিরাজের প্রধানা মহিষীর প্রথমা কন্যার (৬ বৎসর মাত্র বয়স) সহিত মহা সমারোহে বিবাহিত হয়েন। নেপালের মহারাজাধিরাজের প্রথমা কন্যার বিবাহে আজো যথেষ্ট কঠোর পদ্ধতি প্রচলিত আছে। উহাতে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা জমা হইয়াছিল। ইহার কয়েকদিন পরে জঙ্গ বাহাদুর নিজে ফতেজঙ্গ চৌতুরিয়ার (২৩ বৎসর বয়স্কা) ভগিনীকে বিবাহ করেন। ১৮৪৭ অব্দের কোট হত্যাকাণ্ডে ফতেজঙ্গ হত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গ এতদিন বেতিয়ায় নির্ব্বাসিত ছিলেন। এইরূপে মহারাজাধিরাজের বংশের সহিত জঙ্গ বাহাদুর আরও একটী সম্বন্ধ সৃষ্টি করিলেন,

এবং ফতেজঙ্গের বংশীয়দিগের সহিত শত্রুতাও মিটাইলেন। ফতেজঙ্গের ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে বাজেয়াপ্তি জায়গীর প্রত্যর্পিত হয় এবং তাহাদের একজনকে কর্ণেল পদও দেওয়া হয়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

জঙ্গ বাহাদুর। (তিব্বত যুদ্ধ)

পাঁচ বৎসর অন্তর নেপালের একজন দূত পিকিনে প্রেরিত হইত। ঐ দূত চীন সম্রাটের প্রাপ্য রাজকর স্বরূপ কিছু উপঢৌকন দিয়া আসিত। যাতায়াতে প্রায় দেড় বৎসর লাগিত। এবারে (মে ১৮৫৪) দূত দুই বৎসর বিলম্বে পিকিন হইতে ফিরিয়া আসিলে নেপালীদিগের উপর তিব্বতীয়দিগের নানাপ্রকার অত্যাচারের কথা জানা গেল। প্রকাশ্য দরবারে চীন সম্রাটের পত্র মহারাজাধিরাজ গ্রহণ করিলেন। দূতের সঙ্গীরা সকলেই চীন সম্রাট প্রদত্ত কাল সাটিনের পোষাক পরিয়া দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজগুরু জাতি ঠিক আছে এই মর্ম্মে ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া উঁহাদের দিলেন। সম্ভবতঃ হিন্দুর স্বাধীন অবস্থায় এইরূপেই সর্ব্বত্র বিদেশাগতদিগকে সমাজ মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব স্থানে বসিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইত।

তিব্বতীয়েরা নেপালী ও কাশ্মীরী মহাজনদিগের প্রতি লাসা নগরে বড়ই অত্যাচার করিত। এক্ষণে দূতের প্রতিও অসম্মান করা প্রকাশ হইলে পুনঃ পুনঃ পত্রলেখা হইল। তিব্বতীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বা চীনীয় আমবান বা এজেণ্ট ঐ সকল পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত না দেওয়ায় নেপালীরা যুদ্ধেচ্ছা করিতে লাগিল। ১৭৯৯ অব্দে চীনীয়েরা কেরং এবং ফুটি গিরিবর্ত্মের দক্ষিণস্থিত কতকটা তিব্বতের জমি পুনরধিকার করিয়া লয় এবং পরে তাহা লাশার মঠের জায়গীর স্বরূপ তিব্বতকে দান করে। ঐ সময়ে তথাকার ভুটিয়া প্রজারাও নেপালের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। ঐ জমির পুনরধিকার এবং চীনের রাজকর বন্ধ করা নেপালী ছত্রি মাত্রেরই এক্ষণে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল। ঐ সময়ে চীনেও অন্তর্ব্বিবাদ চলিতেছিল; সুতরাং সময়ও উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। অনেক বন্দুক ও কিছু তোপ নূতন প্রস্তুত করা হইল এবং নূতন কয়েক রেজিমেণ্ট সৈন্য সংগৃহীত ও শিক্ষিত হইল। ১৪ হাজার পদাতিক ১২ শত অশ্বারোহী সৈন্য এবং ১০টা তোপ তিব্বতযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়। ১২ হাজার সৈন্য দেশ রক্ষার জন্য পূর্ব্ববৎ রহিল। জঙ্গ বাহাদুর তাঁবু ও ভেড়ার চামড়ার কোট সৈন্যদিগের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন।

এই সময়ে মহারাজাধিরাজ সুরেন্দ্রবিক্রম সাহের কন্যার সহিত জঙ্গ বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্রের

বিবাহ হয় (২৪।২।১৮৫৪)। এ বিবাহে ধূমধাম কম করা হয়; কিন্তু ঐ সময়ে একজন তিব্বতীয় লামা দূত স্বরূপে কাঠমাণ্ডুতে উপস্থিত থাকায় সমগ্র নেপালী সৈন্য দলের (২৮০০০) প্যারেড করিয়া নেপালের সামরিক শক্তির একটু নিদর্শন দেখান হইয়াছিল। ঐ লামা বলেন যে তিব্বতীয় ডাকাইতে অত্যাচার করিয়াছে; তিব্বতীয় কর্ম্মচারীরা কোন অত্যাচার করেন নাই এবং নেপালীদের ক্ষতি ৫ লক্ষ টাকা হইয়া থাকিবে। সে টাকা তিব্বতীয় গবর্ণমেণ্ট দিবেন। জঙ্গ বাহাদুর বলেন যে নেপালী প্রজার ক্ষতির এবং ঐ দরবারের যুদ্ধ ব্যবস্থার ব্যয় মোট ক্ষতিপূরণ ক্রোর টাকা দিতে হইবে এবং বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধি করিতে হইবে। উভয় রাজ্যের মধ্যে মিটমাট হইল না।

১৮৫৫ অব্দের ৬ই মার্চ্চ নেপালী সৈন্য গিরিবর্ত্মগুলি অধিকার করিতে আদিষ্ট হইল; জেনারেল বাম্‌ বাহাদুর এবং জেনারেল ধীর সমশের দুই দলের অধিনায়ক হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রেরিত হইলেন। ৩রা এপ্রিল চুসান নামক স্থানে ৫ হাজার তিব্বতীয়ের সহিত একটী খণ্ড যুদ্ধের পর ধীর সমশের এক সহস্র সৈন্যসহ কুটি গিরিবর্ত্ম অধিকার করিলেন। বাম্‌ বাহাদুর বিনা বাধায় কেরাং অধিকার করেন।

৩০ হাজার ভলণ্টিয়ার লস্কর সৈন্যদলের সহিত ছিল। উহাদের অনেকের নিজের নিজের বন্দুক ছিল। নেপালী সৈন্য হতাহত বা পীড়িত হইলে উহাদের মধ্য হইতেই

লোক বাছিয়া লইয়া যুদ্ধকালে রেজিমেণ্টের সৈন্য সংখ্যা পূর্ণ করা হইতেছিল।

বাম বাহাদুর সম্বাদ পাইলেন যে উত্তরে দুই দিনের পথে তিব্বতীয়েরা একটী বৃহৎ সৈন্য দল জমা করিতেছে। জেনারেল জগৎ সমশের ও কর্ণেল বক্‌থ জঙ্গ ৮ রেজিমেণ্ট পদাতিক এবং কিছু তোপ লইয়া বাম্ বাহাদুরের সাহায্যে পৌছিলে নেপালীরা অগ্রসর হয়।

গুণ্টাগড়ি দুর্গের নিকট ৬৫০০ তিব্বতীয় সৈন্য দেখা গেল। নেপালী এবং তিব্বতীয় সমস্ত দিন ঐ স্থলে ঝড় বৃষ্টি ও তুষারপাতের মধ্যে যুদ্ধ করে এবং উহাদের ২৭২জন হতাহত হয়। কিন্তু কোন পক্ষেই জয় হইল না। তিব্বতীয়দিগের ক্ষতি কিছু কম হইয়াছিল। যাদুবিদ্যার খ্যাতি থাকায় ঐ দিনের তুষার পাতের কারণ শত্রুর যাদুবিদ্যা এইরূপ বিশ্বাস অনেক নেপালীর হইয়াছিল বটে কিন্তু সে জন্য উহারা যুদ্ধে নিরস্ত বা ভগ্নোৎসাহ হয় নাই। পরদিন নেপালীরা তোপের ব্যবহারে কেল্লাটী দখল করিল; এবং পশ্চাদধাবমান করিয়া ৬০০ তিব্বতী সৈন্যকে বন্দী করিল।

ইহার পর শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইয়া জগৎ সমশেরের সৈন্যদল ঝুঙ্গা দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলে ৬ হাজার তিব্বতীয় সৈন্য নেপালীদিগের অল্পতর সৈন্যকে আক্রমণ করে। এখানেও ঝড় বৃষ্টি ও তুষারপাতে নেপালীদিগের তিব্বতী যাদুবিদ্যার বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। কিন্তু

উহারা একবারও পিছায় নাই। ১০ দিন যুদ্ধের পর ঝুঙ্গা দুর্গ দখল হইল। ১৭২১ জন তিব্বতীয় সৈন্য হতাহত এবং ১১ শত ধৃত হয়। নেপালী পক্ষে ৫৩১ জন হতাহত হইয়াছিল। ঝুঙ্গা দুর্গে নেপালীরা ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের লবণ, ১৮২ সের স্বর্ণ এবং অনেক শীতবস্ত্র পাইয়াছিল। শীত বস্ত্র সৈন্যদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল এবং লবণ ও স্বর্ণ কাঠমাণ্ডুতে প্রেরিত হইল।

ঝুঙ্গা জয়ের সম্বাদ পাইয়া জঙ্গ বাহাদুর তিনদিন মধ্যেই কাঠমাণ্ডু হইতে সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইতে যাত্রা করিলেন। এই সময়ের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে প্রয়োজন হইলে ক্রমশঃ ১ লক্ষ নেপালী সৈন্য প্রস্তুত হইয়া রণস্থলে যাত্রা করিতে পারে। বাম বাহাদুর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনিই অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া কাঠমাণ্ডুতে রহিলেন।

ফুটি গিরিবর্ত্মের ৯ মাইল উত্তরে সোনাগুম্বা সহর। উহার বিখ্যাত মন্দিরের উপরিভাগ স্বর্ণমণ্ডিত। জেনারেল ধীর সমশের অগ্রসর হইয়া ঐ স্থল আক্রমণ করেন। এখানেও প্রথমটায় ঝড় বৃষ্টি হয়! শেষে আকাশ পরিষ্কার হইয়া যায়।

নেপালী সৈন্য চারিদিক হইতে এরূপ তেজের সহিত আক্রমণ করে যে তিব্বতীয়দিগের সৈন্যসংখ্যা ৮ হাজার থাকিলেও উহাদের সম্পূর্ণ পরাজয় হয়। জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র জেনারেল পদম জঙ্গ তাঁহার পিতার জীবনচরিতে

এই যুদ্ধে নেপালী হতাহতের সংখ্যা ৫২৬ বলিয়াছেন। ডাঃ ওলডফীলড বলেন তিব্বতীয়দিগের সংখ্যা ২৫০০ মাত্র ছিল এবং নেপালীদের ২০জন মাত্র আহত হইয়াছিল।

ঝুঙ্গা হইতে ৪ মাইল দূরে তিব্বতীয়েরা সৈন্য একত্রিত করিতেছে এই সম্বাদ পাইয়া জঙ্গ বাহাদুর কিছু সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিব্বতীয়েরা উঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে পাহাড়ের উপর অতীব দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে দেখিয়া জঙ্গ বাহাদুরের নাম "উর্‌নে রাজা" (উড়্‌নে রাজাত ঠিক বাঙ্গালা।) বা উড্ডীয়মান রাজা নাম দেয়। এখনও তিব্বতে জঙ্গ বাহাদুর ঐ নামেই খ্যাত। ঐ স্থলে যুদ্ধ হয় নাই। তিব্বতীয়েরা পলায়ন করে।

বর্ষা নিকটবর্ত্তী হওয়ায় পশ্চিমে ঝুঙ্গা হইতে এবং পূর্ব্বে সোনাগুম্বা হইতে দুইটী সৈন্য দল তিব্বতের মধ্যে টিংরি ময়দানে গিয়া মিশিবার জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা কার্য্যে পরিণত করা গেল না। নেপালীরা অধিকৃত স্থান গুলি সুরক্ষিত করিয়া লইল। সেনাপতিরা কাঠমাণ্ডুতে ফিরিলেন।

এই সময়ে তিব্বতের অধিকারে শিকার্জ্জুন নামক স্থানে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া জঙ্গ বাহাদুর একজন নেপালী আফিসরকে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। তিব্বতীয়দিগের সহিত কথাবার্ত্তায় কোনরূপ মিটমাটের পথ দেখা গেল

না। চীনীয় আম্বানের (এজেণ্টের) ইচ্ছানুসারে একজন চীনীয় দূত সন্ধির সর্ত্ত ঠিক করার জন্য কাঠমাণ্ডুতে আসিল।

জঙ্গ বাহাদুর ৯০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ চাহিলেন এবং যতটা ভূমি দখল করিয়াছিলেন তাহা রাখিতে চাহিলেন। ঐ সময়ে ডাক্তার ওল্ড ফীল্ডকে জঙ্গবাহাদুর নিজে বলিয়াছিলেন যে নূতন সৈন্য, রসদ, নূতন রাস্তা, অস্ত্রাদি সকল খরচ ধরিলে উঁহার ৫০ লক্ষ খরচ হইয়াছিল। তন্মধ্যে সৈন্যদিগকে ও কুলিদিগকে যে অগ্রিম টাকা ঘরে দিয়া যাওয়ার জন্য এবং আহার্য্য দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মাহিনা হিসাবের সময় সে সমস্ত কাটা গেলে তিনি ১৫ লক্ষ ফিরিয়া পাইবেন। সুতরাং মোট সরকারী খরচ ৩৫ লক্ষ মাত্র।

সন্ধির এরূপ সর্ত্ত স্বীকৃত হইল না। চীনীয় দূতের সহিত কাজি তিল বিক্রম থাপা প্রেরিত হইলেন। চীনীয় আম্বান জমি ছাড়িতে অস্বীকৃত হইলেন; এবং নগদ ৪ লক্ষ মাত্র যুদ্ধের খরচ এবং ৫ লক্ষ মহাজনদের ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হইলেন। সেপ্টেম্বর মাসে এইরূপে সন্ধির সকল কথাবার্ত্তা থামিয়া গেল।

নবেম্বরের প্রথমে সম্বাদ আসিল যে ১৫ হাজার তিব্বতীয় এবং চীনীয় তাতার সৈন্য আসিয়া অকস্মাৎ কুটী আক্রমণ করিয়া যে কয়েকশত মাত্র গুর্খা সৈন্য তথায় ছিল তুমুল যুদ্ধে তাহাদের অর্দ্ধেকের অধিককে বিনাশ করিয়া

ঐ গিরি দুর্গ নেপালী তোপ ও সরঞ্জাম সহ অধিকার করিয়া লইয়াছে। সোনাগুহায় নেপালী সৈন্য রাখা হয় নাই।

ইহার পরই ঝুঙ্গা হইতে সম্বাদ আসিল যে ১১ হাজার তিব্বতীয় সৈন্য ঐ দুর্গ অবরোধ করিয়াছে—এবং নেপালী সৈন্য পুনঃ পুনঃ উহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে। ঝুঙ্গারদিগের জেনারেল সনক সিংকে এবং কুটীর পথে জেনারেল ধীর সামশেরকে প্রেরণ করা হইলে উভয়দিকেই তিব্বতীয়েরা তুমুল যুদ্ধে পরাজিত হয়। জেনারেল ধীর সমশেরের কয়েকদিনের যুদ্ধে ৪৬৯ জন সৈন্য নাশ হয়। তিব্বতীয়দিগের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ ও বিনষ্ট হয়। ১৪৯ গুর্খা আহত সৈন্য এবং তিব্বতীয়দিগের আহত সৈন্য খাশা নামক স্থানে প্রেরিত হইলে সকলকে সমানরূপ যত্নে চিকিৎসা করা হয়। যুদ্ধের উত্তেজনা থামিলেই নেপালী-ছত্রি সাত্বিক প্রকৃতির ও আর্য্য বীরত্বের সকল গুণেরই—দয়ার ও প্রীতির ও সমদর্শিতার পূর্ণ চিত্র দেখাইয়া থাকেন।

মেজর রণ সিং এবং কাপ্তেন পালোয়ান কুটীর যুদ্ধে অসম সাহসিকতা ও প্রশংসনীয় যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করায় যুদ্ধ ক্ষেত্রেই জেনারেল ধীর সমশের উহাদের পদোন্নতি করিয়া দেন। এরূপ করা নেপালী যুদ্ধ বিভাগের নিয়মের বিরুদ্ধ ; এজন্য জঙ্গ বাহাদুর যুদ্ধজয়ী ও প্রিয়তম ভ্রাতারও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। যুদ্ধশেষে ঐ

জরিমানা মাফ করা এবং তাঁহার প্রদত্ত পদোন্নতি মঞ্জুর করা হইয়াছিল। কুটির যুদ্ধে কর্ণেল মকরধ্বজ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিয়া জেনারেল ব্রথত জঙ্গের দলকে বিশেষ সহায়তা করিতে পারিয়াছিলেন।

কুজার পথে জেনারেল সনকসিংকে তিব্বতীয়েরা ক্রমাগত বাধা দেয়। উহাঁর ৪০০ সৈন্য নাশ হয়। তিব্বতীয়দিগের ১৮০০ সৈন্য মারা যায়। তাহার পর কুজার হতাবশিষ্ট অর্দ্ধাহারে শীর্ণ এবং শীত প্রপীড়িত, কিন্তু অদম্য বিক্রম, নেপালী সৈন্যদিগের উদ্ধার সাধন হয়।

কুজার যুদ্ধে সুবেদার লাল বীরের মৃত্যু হইলে তাঁহার সহিস মনিবের ঘোড়ায় চড়িয়া কুকরিহস্তে তিব্বতীয়দিগের দলে প্রবেশ করিয়া পাঁচজন তিব্বতীয়কে কাটিয়া ফেলে এবং তাহার ঘোড়া আহত হইলে একজন তিব্বতীয় আফিসরের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া অশ্বচ্যুত করে; শেষে সেই তিব্বতীয় ঘোড়াতে চড়িয়া আরও দুইজন তিব্বতীয়কে বিনাশ করিয়া নিজেদের দলে অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আইসে। যে বিক্রমে শত্রু অভিভূত হইয়া পড়ে,—তাহাদের হাত উঠে না—সহিস সেই অমানুষিক বিক্রম দেখানয় জঙ্গবাহাদুর ঐ সহিসকে একেবারে তাহার মনিবের সুবেদারী পদই প্রদান করিয়াছিলেন।

তিব্বতীয়দিগের এই বিপুল উদ্যম উভয় স্থলেই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া গেলে উহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। তখন উহারা একটু ভীত হইয়া ১৮৫৬ অব্দের জানুয়ারি

মাসে উহারা সন্ধির জন্য সরলভাবে প্রার্থনা করে এবং নেপালী ছত্রি অবিলম্বে ঔদার্য্যের সহিত নগদ টাকার দাবী ছাড়িয়া দেয়। ২১শে মার্চ্চ ১৮৫৬ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হয়।

উহার কয়েকটী সর্ত্ত উদ্ধৃত করা গেল ;—

(১) আমরা নেপালী এবং তিব্বতীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববৎ চীন সম্রাটকে সম্মান করিতে থাকিব এবং শান্তিতে এবং প্রীতিতে বাস করিব। যে পক্ষ হইতে এই মত ভঙ্গ হইবে শ্রীভগবান যেন তাহাকে নাশ করেন।

(২) তিব্বত গবর্ণমেণ্ট নেপাল গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা কর স্বরূপ প্রদান করিবেন।

৩। নেপালী প্রজার স্বার্থ রক্ষার সুবিধা জন্য একজন নেপালী গবর্ণমেণ্টের "ভাকদইচ" নামক কর্ম্মচারী সর্ব্বদা লাসায় থাকিতে পাইবেন। অপরাপর সর্ত্তে পরস্পরের সাহায্য, বাণিজ্যের সুবিধা, সীমান্তবাসী চৌরদিগের উভয় রাজ্যেই যথাযথ দণ্ড হওয়া ইত্যাদি কথা ছিল।

ঝুঙ্গা এবং কুটি এলাকা নেপালের নৈসর্গিক সীমানার উত্তরে অবস্থিত এবং বরাবরই তিব্বতের অংশ ছিল। এই যুদ্ধে প্রমানীত হইয়া গেল যে ঐ নৈসর্গিক কারণে উহার হঠাৎ আক্রমণ এবং অবরোধ করা তিব্বতীয়দিগের পক্ষে যে পরিমাণে সহজ নেপালীদিগের উহা বলপূর্ব্বক রক্ষার ব্যবস্থা ততই দুষ্কর। উহা তিব্বতকে ছাড়িয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত হইল। কিন্তু ইজ্জত রক্ষার জন্য নেপাল

দরবারকে একটা কর ধার্য্য করিয়া লইতে হয়। এই সন্ধি-সূত্রে (১লা এপ্রিল ১৮৫৬) অধিকৃত ভূমি হইতে সৈন্য সরাইয়া লইলেন। তদবধি নেপালে ও তিব্বতে আর কোন বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই।

১লা আগষ্ট ১৮৫৬ জঙ্গ বাহাদুর অকস্মাৎ কার্য্য ত্যাগ করিলেন। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাঁহার সুপারিশে তাঁহার ভ্রাতা বাম্ বাহাদুর প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন।

কি জন্য জঙ্গ পদত্যাগ করিলেন তাহা ঠিক বলা যায় না। শরীরও একটু অসুস্থ হইয়াছিল; ভ্রাতাদের মধ্যে কোনরূপ বিরাগ উৎপন্ন না হয়; পর-পর ঐ কার্য্য পাওয়ার আশার উদ্রেকে উহারা অনুগত থাকে; তাঁহাকে কত প্রয়োজন রাজা প্রজা সকলেই উপলব্ধি করিয়া উহার বিশেষ সমাদর করেন—এইরূপ নানা প্রকার বিচার করিয়া জঙ্গ বাহাদুর এই এই কার্য্য করিয়া থাকিবেন।

ফলে নেপালের নানা স্থানে সাধারণে সভায় একত্রিত হইয়া জঙ্গ বাহাদুরের নিকট মান্যগণ্য লোকদিগকে প্রেরণ ব্যবস্থা করিল। রাজকার্য্য সম্বন্ধে নেপালীরা ইহার পূর্ব্বে কখনও এরূপ সভা স্থাপন, আন্দোলন বা প্রতিনিধি প্রেরণ কখন করে নাই। রাজগুরু বিজয়রাজ প্রমুখ প্রকৃতিবর্গ থাপাথালি নামক জঙ্গ বাহাদুরের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া উঁহাকে রাজ মুকুট ধারণ করিতে অনুরোধ করেন। জঙ্গ বাহাদুর উত্তর দেন যে তিনি উহা করিবেন

না তবে শরীর সুস্থ হইলেই রাজ কার্য্যের পরিদর্শনাদি করিতে পারেন। কিন্তু তিনি ওরূপ কথা যাহারা বলিয়াছিল তাহাদের দণ্ড দেন নাই।

কার্য্যতঃ বাম্ বাহাদুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন গুরুতর কার্য্যই করেন নাই।

নেপালী সাধারণের অনুরোধে মহারাজাধিরাজ জঙ্গ বাহাদুরকে কাশকি এবং লামজাং প্রদেশদ্বয়ের মহারাজার পদ দান করিলেন। উহা পুরুষানুক্রমে ভোগ্য হইল। সমগ্র নেপাল সম্বন্ধেও তাঁহাকে আইন রদ বদলের শক্তি দেওয়া হইল। জঙ্গ বাহাদুর রোমক ডিকটেটর (সর্ব্বময় কর্ত্তা) দিগের ন্যায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এমন কি মহারাধিরাজকে পদচ্যুত করার অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইল!! চিরদিনের রাজভক্ত ক্ষাত্রধর্ম্মী নেপালী ছত্রির পক্ষে এই ব্যবস্থাটা একেবারেই ঠিক হয় নাই। কে বলিবে কিসের জন্য জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা নেপালের মন্ত্রীত্ব লাভ করিতে পারিল না এবং ভারতের সমতল ভাগে বিতাড়িত হইয়া জন্মভূমির বাহিরে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইল!

১৮৫৭ অব্দের ২৫শে মে বাম্ বাহাদুরের মৃত্যু হয়। তাঁহার পূর্ব্বের সকল নেপালী প্রধান মন্ত্রীরই অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার পত্নীও কেহ সহমৃতা হন নাই। জঙ্গ বাহাদুরের ব্যবস্থায় তখন সতীদাহ বে-আইনি হইয়া গিয়াছিল।

ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট "ডিকটেটর" জঙ্গ বাহাদুরের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেন না; প্রধান মন্ত্রীর সহিতই করিতেন—এজন্য জঙ্গ বাহাদুর পুনর্ব্বার প্রধান মন্ত্রীর পদই গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে কালীপ্রসাদ নামক "গরঙ্গ" জাতীয়ে পূর্ণ রেজিমেণ্টের এক জমাদার জঙ্গ বাহাদুরকে হত্যা চেষ্টা করে। প্যারেডে উহার নিজের রেজিমেণ্টের লোকেই উহাকে কাটিয়া ফেলে।

বিংশ অধ্যায়।

জঙ্গ বাহাদুর (ভারতে মিউটিনি)।

সিপাহী মিউটিনি সম্বন্ধে জঙ্গ বাহাদুর ডাক্তার ওলডফীলডকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই:—(১) নাগপুর এবং অযোধ্যা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার করে নাই; পঞ্জাব সিন্ধু দেশ এবং বর্ম্মায় ইংরাজেরা গায়ে পড়িয়া বিবাদ বাধান নাই; ঐ সকল প্রদেশের অধিকার করা দেশীয়দিগের চক্ষে অন্যায্য বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হয় নাই; অযোধ্যা নাগপুরের অধিকার করায় সকলেই সাধারণভাবে দোষ দিয়া থাকেন এবং ভারতে অবিশ্বাসের এবং অসন্তোষের উদয় হয়; দেশীয়দিগের পদোন্নতির সুবিধা ঐ দুই সমৃদ্ধিশালী দেশীয় রাজ্য থাকায় কোথাও সক্ষমের তীব্র অসন্তোষ

জাগরিত হইতে পায় নাই ; কোম্পানি বাহাদুর সিপাহী-দিগকে বেতন ও পেন্সন উত্তম দিতেন কিন্তু সুবেদারের উপরের পদে উঠা দেশীয়ের পক্ষে অসম্ভব ছিল সুতরাং সক্ষম দিগের অসন্তোষের কারণ ছিল।

সিপাহী মিউটিনি আরম্ভ হইতেই জঙ্গ বাহাদুর ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে (মে ১৮৫৭) সমগ্র গুর্খা সৈন্য দল দিয়া সাহায্য করিতে চাহেন।

ইংরাজ রেসিডেন্ট কর্ণেল রামজে জঙ্গ বাহাদুরের সাহায্য গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া গবর্ণর জেনারেলকে ঐ সম্বাদ পাঠাইয়া দেন। জঙ্গ বাহাদুর ৬ হাজার গুর্খা সৈন্য লক্ষ্ণৌয়ের দিকে প্রেরণ ব্যবস্থা করেন। লর্ড ক্যানিং বলিয়া পাঠাইলেন "গুর্খা সৈন্য ভারতের সমতল ভাগে আসিয়াছে এই সম্বাদ প্রচার হইলে, উহারা বিদ্রোহীদিগের সাহায্যে আসিয়াছে এইরূপ মনে করিয়া অন্যান্য রাজারা সাহায্য পাইবে এবং বিদ্রোহে হয়ত যোগ দিবে। সুতরাং ঐ সাহায্যের এখন প্রয়োজন নাই।" এই সম্বাদে ক্ষিপ্র-কর্ম্মা জঙ্গ বাহাদুর ঠিক করিলেন যে লর্ড ক্যানিং বড়ই ভীরু। অত ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্যে দেরী করা অসঙ্গত। শীঘ্র মিউটিনিটাই দমন করিয়া ফেলিলে আর কাহার কি ভরষা থাকিতে পারে!

২৬শে জুন (১৮৫৭) গবর্ণর জেনারেল সাহেব নেপা-লের সাহায্য প্রার্থনা করিলে ছয় রেজিমেণ্ট সৈন্য অবিলম্বে লক্ষ্ণৌয়ের দিকে প্রেরিত হইল। জঙ্গ বাহাদুর প্রকৃতই

ইংরাজদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং সৈন্যদলের মধ্যে মিউটিনি করিয়া আফিসর হত্যা এবং মনিবের বিরুদ্ধাচরণ তাঁহার চক্ষে একান্তই ঘৃণাকর বিশ্বাসঘাতকতা। সিপাহীরা জয়ী হইলে সমগ্র এসিয়ায় একটা কুপ্রথা পড়িয়া যাইবে এবং ক্ষাত্রধর্ম্মের উচ্ছেদ হইবে—তিনি ইহাই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

নেপালী সৈন্য লক্ষ্ণৌয়ে প্রেরিত না হইয়া জৌনপুর ও আজিমগড়ের রক্ষায় ব্যবহৃত হইল। আজিমগড়ের নিকট একদল বিদ্রোহীকে গুর্খারা একদিনে ৬০ মাইল দৌড় কুচ (মার্চ) করিয়া গিয়া আক্রমণ করিলে তাহারা ১০ মিনিটের যুদ্ধেই পলায়নপর হয়।

লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করা কঠিন বোধ হইলে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর আর একদল নেপালী সৈন্য প্রার্থনা করিলেন। (১০।১২।১৮৫৭) তাঁহার একটী পুত্র সন্তান (পদম জঙ্গ) হওয়ার সম্বাদ আসিল। শিশুর জননী সুতিকা গৃহেই প্রাণত্যাগ করেন। পুত্র মুখ দর্শন করিয়াই জঙ্গ বাহাদুর সসৈন্যে অযোধ্যার দিকে কুচ করিলেন, নয় হাজার গুর্খা সৈন্য এবং ২৪টী তোপ উহার সঙ্গে চলিল। লোক লস্কর সহ মোট ১১ হাজার। ২৯শে ডিসেম্বর নেপালী সৈন্য গণ্ডক পার হইল। জেনারেল ম্যাকগ্রিগর মিলিটারি কমিশনর পদে নিযুক্ত হইয়া ঐ সৈন্য দলের সহিত থাকিলেন। অল্প গোরা সৈন্যও উহাদের সহিত বেত্তিয়ায় যোগ দিল।

জৌনপুরস্থিত নেপালী সৈন্য মুবারকপুরে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহী রাজা ইরাদত খাঁকে পরাজিত ও ধৃত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই ফাঁশি দেয়। আজিমগড়ের নেপালী সৈন্য ১৯শে অক্টোবর কুদিয়া নামক স্থলে তুমুল যুদ্ধে বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করে। তাহার পর জৌন-পুর হইতে ৩৬ মাইল দূরে চান্দা নামক স্থলে ৩০শে অক্টোবর ১১০০ নেপালী সৈন্য ৬ হাজার বিদ্রোহীকে পরাজয় করে, কিন্তু উহাদের সেনাপতি মদন মানসিং বাশনিয়াৎ হত হন। ২০০ গোরা সৈন্য উহাদের সহিত এই সময়ে যোগ দেয়।

• এই সৈন্য সোহানপুরে ৪ হাজার বিদ্রোহীকে পরাজয় করে এবং তোপ অধিকার করে। (২৬।১২।১৮৫৭)।

ঐ সময়ে নাজিম নাম গ্রহণ করিয়া একজন বিদ্রোহী চান্দায় ১৪ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিল। সারাওন নামক স্থানে ফজল আজিম নামক আর একজন বিদ্রোহী ৮ হাজার সৈন্য জমা করে। ফজল আজিম (২৪শে জানু-য়ারি ১৮৫৮) এবং তাহার সহায়ক বেণী বাহাদুরসিং নসরতপুরের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। ইহার পর সিংরামৌয়ের যুদ্ধে বিদ্রোহী বান্দা হোসেনের ৮ হাজার সৈন্য এবং হামিরপুরের যুদ্ধে ফজল আজিমের দল পরাজিত হয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারি গফুরবেগের এবং নাজিমের অধীন বিদ্রোহী দল সুলতানপুরের তুমুল সংগ্রামে পরা-জিত হয়। লাক্ষ্মৌয়ের পথ এই যুদ্ধে উন্মুক্ত হইয়া পড়িলে

সম্মিলিত গুর্খা ও ইংরাজ সৈন্য ৫ই মার্চ্চ লক্ষ্ণৌয়ের নিকট পৌছে। ৯ই মার্চ্চ ব্রিটিশ সৈন্য বাদশাবাগ দখল করে।

ইতিমধ্যে জঙ্গ বাহাদুরের সহিত যে সৈন্যদল ছিল তাহারা গোরখপুর দখল করে। বিরোজপুর নামক স্থানে বাঁশঝাড়ের ভিতর একটী ক্ষুদ্র মাটীর কেল্লা ছিল। তথায় ৩২ জন মাত্র বিদ্রোহী সিপাহী এরূপ দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল যে নেপালীদিগের ৫৩ জনকে হতাহত এবং সকলেরই মনে হইয়াছিল যে অন্ততঃ ৫০০ বিদ্রোহী তথায় ছিল। ২০শে ফেব্রুয়ারি ফাইজাবাদের নিকট ২ হাজার বিদ্রোহী পরাজিত হয়। ১৫ দিন পরে কান্দু নদীর তীরে ৭ হাজার বিদ্রোহী বিতাড়িত হইল। ঐ সময়ে গোরখ পুরে রক্ষিত ১২ শত নেপালী সৈন্য এবং ৩০০ ইংরাজ সৈন্য আক্রমণকারী ১২ হাজার বিদ্রোহীকে পরাজয় করে। বিদ্রোহীদের মধ্যে শিক্ষিত এবং উপযুক্ত নেতার একান্তই অভাব ছিল।

১০ই মার্চ্চ জঙ্গ বাহাদুর লক্ষ্ণৌয়ের নিকট পৌঁছিলে ব্রিটিশ সেনাপতি সার কলিন ক্যাম্বেল ১৯ তোপ ধ্বনি করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। তোপ ছুড়িয়া সম্বর্দ্ধনা করা যুদ্ধ কালে নিষিদ্ধ হইলেও এরূপ বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইল। যখন উভয় মিত্র দলের সেনপতিদ্বয় ব্রিটিশ ছাউনিতে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন ঐসময়ে সম্বাদ আসিল যে স্কটলণ্ডীয় ৯৩নং হাইল্যাণ্ডার দল এবং নেপালী হিমালয়ের হাইল্যাণ্ডার (গুর্খা) সৈন্য এক-

যোগে বেগমের কুঠী দখল করিয়াছে এই সম্বাদ আসে। জঙ্গ বাহাদুর বলেন যে ৫ বৎসর পূর্ব্বে এডিনবরায় ঐ ৯৩ হাইল্যাণ্ডর দল হইতেই উঁহার জন্য শরীররক্ষক সৈন্য দেওয়া হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে ছয় শত বিদ্রোহী হত হয়।

সাহগঞ্জের রাজা মানসিংহ ইংরাজ পক্ষেই ছিলেন কিন্তু পূর্ব্বে কোন কোন কার্য্যের জন্য উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত হন নাই এ বিশ্বাসে মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি গোপনে জঙ্গ বাহাদুরের সহিত দেখা করায় জঙ্গ বাহাদুর তাঁহাকে বুঝাইয়া ইংরাজপক্ষেই নির্ভর করিতে রাজী করেন।

১২ই মার্চ্চ জঙ্গ বাহাদুরকে সার কলিন ক্যাম্বেল কয়েকটী মসজিদ দখল করিতে অনুরোধ করেন তথায় বিদ্রোহীরা কয়েকটী তোপসহ দৃঢ় গড়বন্দী করিয়াছিল। বিদ্রোহিরা পরাজিত ও বিতাড়িত হইল কিন্তু ঐ দিন দুই শত গুর্খা সৈন্য হত হয়। এই যুদ্ধের মধ্যে এক সময়ে জঙ্গ বাহাদুর নিজে সর্ব্বাগ্রণী হইয়া ছিলেন এবং গোরাদের অপেক্ষা অগ্রে লক্ষ্ণৌ প্রবেশের যশ অর্জ্জন জন্য গুর্খাদিগকে উৎসাহিত করেন। ১৪ই মার্চ্চ নেপালী সৈন্য একটী শিখ রেজিমেন্টের সাহায্যে এবং কিছু গোরা সৈন্যের সহায়তায় ছত্রমঞ্জিল, মতিমহল, তারা কুঠি, কৈসরবাগ এবং ইমামবাড়া দখল করে। শাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তার লুঠের ছড়া-

ছড়ি হয়। নিরামের প্রতি আনুসঙ্গিক উৎকট অত্যাচারে অনার্য্য যুদ্ধের ভীষণতা প্রকাশিত করে।

১৫ই হইতে ১৮ই মার্চ্চ যুদ্ধ চলিতে থাকে। ১৭ই তারিখের যুদ্ধে গুর্খাসৈন্য কুক্রি হস্তে ধাওয়া করিয়া এরূপ সুকৌশলে উহার ব্যবহার করিয়া জয়লাভ করিয়াছিল যে একজন ইউরোপীয় আফিসর উহা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন যে তোপ বন্দুকের জন্য খরচ করা বৃথা। গুর্খার নিকট কুক্রি চালাইতে শিখিলেই যুদ্ধের পূর্ব্ব সরঞ্জাম খুব সস্তায় হয়! জেনারেল আউটরাম এবং জঙ্গ বাহাদুর দুই দিক হইতে এক সময়ে আক্রমণ করায়, প্রিন্স ব্রিজিস্ কদর এবং তাঁহার মাতা তেজস্বিনী হজরত মহল— যাঁহার দৃঢ়তায় বিদ্রোহীরা বিশিষ্টরূপেই অনুপ্রাণিত হইতেছিল—মুসাবাগ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হন। ২০শে মার্চ্চ জঙ্গ বাহাদুর মিসেস জ্যাকসন এবং মিসেস অরকে লক্ষ্ণৌয়ের বাহিরে একটী গৃহের অন্ধকার ঘর হইতে উদ্ধার করিয়া পাল্‌কী করিয়া পাঠাইয়া দেন।

জঙ্গ বাহাদুর ২৩শে মার্চ্চ লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিয়া যান। প্রায় ১০০ দিন তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন রীতিমত যুদ্ধ চলানর ব্যবস্থা এবং নেতৃত্ব তাঁহাকে প্রত্যহ করিতে হইয়াছিল। জীবনের অন্য কোন সময়ে এত অধিক পরিশ্রম তাঁহাকে এত অধিক দিন একাদিক্রমে করিতে হয় নাই।

১৮ই এপ্রিল জঙ্গ বাহাদুর লর্ড ক্যানিংএর সহিত দেখা করেন। ১৮১৫ অব্দে পাহাড়তলির যে জমি গুর্খা দিগকে ছাড়িতে হইয়াছিল ২০০ মাইল দীর্ঘ অযোধ্যার উত্তরের সেই জমি নেপালকে প্রত্যর্পিত হইবে লর্ড ক্যানিং এই বলিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে একান্তই হৃষ্ট করেন।

জঙ্গ বাহাদুর ইহার পর ৺ প্রয়াগ ও ৺ কাশী দর্শন করিয়া দেশে ফিরেন (৪।৫।১৮৫৭) এই সময়ে অযোধ্যার নবাব পুত্র নবাব রমজান আলি খাঁ মিরজা ব্রিজিস কদরের এক পত্র জঙ্গ বাহাদুর প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তাহাতে নিম্নলিখিত মর্ম্মের কথা ছিল:—

(১) সকলেই জানেন যে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ ইংরাজ দিগকে ভারতে প্রবেশ করিতে সাহায্য করেন এবং বেনারস প্রদেশ উহাদিগকে দেন। সেজন্য সে সময়ে উহাঁরা প্রতিজ্ঞা করেন যে যতদিন সূর্য্য এবং চন্দ্র থাকিবে উহাঁরা মিত্রতা রক্ষা করিবেন।

(২) সে কথা ভুলিয়া ঐ অকৃতজ্ঞ ফিরিঙ্গিরা বিশ্বাসঘাতকদিগের সাহায্যে আমার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করে।

(৩) হিন্দু এবং মুসলমানের জাতি মারার জন্য নূতন কার্ত্তুজে গো এবং শূকরের বসা মাখান হয়। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মুসলমান সিপাহী ঐ দুষ্য চর্ব্বির কার্ত্তুজ দাঁতে কাটে নাই বলিয়া উহাদের কতককে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

(৪) খাঁটী হিন্দু নেপালী ছত্রি কিরূপে আপনার ধর্ম্মনাশকদিগের পক্ষ লইতেছেন। আমাদের সহিত একত্র হউন। নেপাল রাজ্য গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইবে এবং হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মরক্ষা হইবে। বিদেশী ফিরিঙ্গী বিতাড়িত হইবে।"

এই পত্রের উত্তরে জঙ্গ বাহাদুর লিখিয়াছিলেন :—

(১) শত বৎসরের মধ্যে ইংরাজ হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মনাশের কোন চেষ্টাই করেন নাই। আপনার কথা যদি ঠিক হইত—ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ থাকিত—তাহা হইলে আপনার প্রস্তাব শ্রবণযোগ্য হইতেও পারিত।

(২) যাহারা স্ত্রীলোক ও বালকে হত্যা করিয়াছে তাহারা কোন যোদ্ধারই বিশেষতঃ নেপালী ছত্রির—সহানুভূতি পাওয়ার একান্ত অযোগ্য।

(৩) আপনি শীঘ্র অযোধ্যার কমিশনরের নিকট আত্মসমর্পণ করুন। যাহারা ইংরাজ স্ত্রীলোকাদি খুন করে নাই তাহাদের প্রাণদান ব্যবস্থা হইবে।"

তেমন প্রয়োজন না থাকায় এবং গ্রীষ্মের সময় নেপালীদিগের অযোধ্যা অঞ্চলের গরম হাওয়া অসহ্য হয় বলিয়া জঙ্গ বাহাদুর এপ্রিল মাসের মধ্যেই নেপালী সৈন্যসহ নেপালে ফিরিয়া ছিলেন।

১৮৫৮ অব্দের অক্টোবর মাসে সম্বাদ আসিল যে নেপাল অধিকারের বুত্তি নামক স্থানে, তরাই অঞ্চলে

প্রায় ২৩ হাজার বিদ্রোহী আশ্রয় লইয়াছে। এই দলের মধ্যে নবাব ব্রিজিস কদর এবং তাঁহার মাতা ছিলেন। জঙ্গ বাহাদুর ইঁহাদের সম্মানের সহিত অভয় এবং আশ্রয় দান করেন এবং হিন্দু আতিথ্যের বিপরীত কার্য্য (শত্রু হস্তে সমর্পণ) কিছুতেই করিবেন না প্রতিজ্ঞা করেন। কাঠমাণ্ডুর নিকটবর্ত্তী জঙ্গ বাহাদুরের থাপাথালি প্রাসাদের কাছেই উহারা বাসা পাইলেন এবং দরবার হইতে মাসোহারাও বরাদ্দ হইল। বিদ্রোহী নানা সাহেব বালারাও এবং আজিমউল্লা পশ্চিমের জঙ্গলেই দেহত্যাগ করিয়াছিল। বেরিলির খাঁ বাহাদুর এবং প্রায় ১১ হাজার সশস্ত্র বিদ্রোহীদিগকে জঙ্গ বাহাদুর অস্ত্রত্যাগ করাইলেন। উহাদের মধ্যে যাহারা স্ত্রীলোক ও বালক হত্যা করিয়াছিল তাহাদিগকে মাত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট বন্দীভাবে প্রেরণ করা হইল। অপরেরা অধিকাংশই নেপালের তরাই ভূমিতে চাসের জন্য বসবাস করিল। কেহ কেহ বা নিজেদের বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। একস্থলে বিদ্রোহীরা নেপালীদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল করিয়া হঠাৎ গুলি চালানয় পাহালওয়ান সিংহের অধীনস্থ নেপালী সৈন্যদল উহাদের ৪ শত লোককে হতাহত করে। এই কার্য্য বিভ্রাটে জঙ্গ বাহাদুর ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। শরণাগত বা অতিথি বা বিদেশ হইতে ভগ্নহৃদয় হইয়া আগত সাধারণ লোকদিগকে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া সাহায্য করিতে হয়; তাঁহাদের সকল ভ্রমের কারণ নিরা-

করণ করিয়া দিতে হয়—হঠকারিতাসহ উহাদের উপর গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিতে নাই। নেপালী ছত্রি বীর হৃদয় জঙ্গ বাহাদুর ইহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া কর্ণেল পালোয়ান সিংহের প্রথমটায় পদচ্যুতিরই হুকুম দিয়াছিলেন।

নসিরাবাদ হইতে যে সকল বিদ্রোহী পলাইয়া আসিয়াছিল তাহাদের সহিত ১৮ জন ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ বন্দীভাবে আনীত হয়েন। জঙ্গ বাহাদুর উহাঁদের মুক্ত করিয়া সযত্নে ব্রিটিশ অধিকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

জঙ্গ বাহাদুরকে জি, সি, বি এবং জি, সি, এস, আই, উপাধি দেওয়া হয়।

একবিংশ অধ্যায়।

জঙ্গ বাহাদুরের ডায়ারি।

মিউটিনির পর হইতে ভারতে ও নেপালে শান্তি বিরাজিত থাকে। জঙ্গ বাহাদুর রাজকার্য্যের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১৮৬০ অব্দের বসন্তকালে জঙ্গ বাহাদুর তোপ বন্দুকের কারখানা পরিদর্শন করিয়া নূতন ধরণের ভাল বন্দুক প্রস্তুত করার জন্য প্রধান মিস্ত্রীকে পুরস্কার দিলেন। ভারতের প্রাচীন রীতি অনুসারে নগদ টাকা বা জমি দিয়াই জঙ্গ বাহাদুর যোগ্য ব্যক্তিকে উৎসাহিত করিতেন। পাশ্চাত্য

রীতি অনুসারে শুষ্ক উপাধি দিয়া সারিয়া দিতেন না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিয়াই সারিয়া দেওয়ার অসঙ্গতি ভারত গবর্ণমেণ্ট এতকালে বুঝিয়া বার্ষিক একশত টাকা বৃত্তি ঐ উপাধির সহিত দিতে আরম্ভ করিয়া ভালই করিয়াছেন।

জঙ্গ বাহাদুর রাত্রিতে অনেক সময়ে ছদ্মবেশে কাঠমাণ্ডুর ভিতর ঘুরিয়া সকল বিষয়ের সম্বাদ লইতেন। এক রাত্রে শান্তিরক্ষক জেনারেল খড়্গ বাহাদুরের বাড়ীতে গোপনে অন্ধকারে গিয়া পাহারাওয়ালাদের ঘর হইতে একখানি তরোয়ার উঠাইয়া লইবার চেষ্টা করেন কিন্তু সচকিত পাহারার সিপাহী তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে পরে যখন শান্তিরক্ষকের নিকট উপস্থিত করিলে তিনি মহারাজা জঙ্গ বাহাদুরকে চিনিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন তখন সিপাহী একান্ত ভীত হইয়া প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিল। জঙ্গ বাহাদুর তাহার কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য প্রশংসা করিয়া তাহাকে জমাদার পদে উন্নীত করেন।

নেপালের কোন স্থল অস্বাস্থ্যকর। জঙ্গ বাহাদুর নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে অস্বাস্থ্যকরস্থানে কর্ম্মচারিরা ব্যারামে পড়িবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে বদলী করিয়া দিতে হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে উন্নতিই হইবে। বিশেষ চেষ্টা সুপারিশ ব্যতীত অস্বাস্থ্যকর স্থান হইতে বদলী ভারত গবর্ণমেণ্টের অনেক বিভাগে হয় না বলিয়াই শুনা যায়।

১৮৮০ অব্দ হইতে জঙ্গ বাহাদুর দৈনন্দিন লিপি (ডায়ারি) রাখিয়া ছিলেন। উহাতে কার্য্যের বিবরণ মাত্র আছে। নিজের মনের ভাব বা কোন কোন কার্য্য করিবেন সে সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। পরে প্রচারের জন্য গুছাইয়া লিখিত ডায়ারি উহা নহে।

জঙ্গ বাহাদুর ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি দুগ্ধবতী গাভী আমদানী করিয়াছিলেন। নেপালের সাধারণ গাভী দুগ্ধ কম দেয়। ষাঁড়ও আনাইয়া ছিলেন। নেপালী ঘোড়ার উন্নতি জন্য বোম্বাই হইতে আরবী ঘোড়াও আনান হয়।

ক্ষুগার যুদ্ধের ঠিক ৪ বৎসর পরে চারি দিন ধরিয়া সমগ্র নেপালী সৈন্যদলের (১৬০০০) কাওয়াজ হয়। প্রকৃত যুদ্ধ যেভাবে হইয়াছিল এই অভিনয়েও ঠিক ঠিক সেইরূপ আক্রমণ ও রক্ষা চেষ্টা দুই দলে বিভক্ত নেপালী সৈন্যেরা দেখাইয়াছিল। জঙ্গ বাহাদুর সাধারণ সৈন্য এবং অফিসর সকলেরই একান্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি যেন প্রত্যেককেই চিনিতেন এইরূপ বোধ হইত।

চীন দেশ হইতে দুই জন বৈজ্ঞানিক নেপালের জীব-তত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজকে উঁহারা হাতির দাঁতের পাটি উপহার দেন। খুব রঙ্গিন পুচ্ছযুক্ত কয়েকটা হিমালয় অঞ্চলের পক্ষী শিকার করিয়া তাহাদের চিত্র এই সময়ে প্রস্তুত করান হ [illegible] প্রকার পাহাড়ী সর্পেরও চিত্র ইহার কিছু দি [illegible] হইয়াছিল। ঐ সকল সর্প

হইতে নেপালে এক প্রকার কবিরাজী তৈলও প্রস্তুত হয়।

সময়ে সময়ে বহু সংখ্যক তন্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রেসিডেন্সীতে আগত ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা চাহিয়া লইয়া রাজলাইব্রেরীতে ফেরৎ না দিয়াই, নেপাল হইতে চলিয়া গিয়াছেন। উহাদের নকল রাখা হয় নাই। বহু চেষ্টায় জঙ্গ বাহাদুর উহাদের অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সকল দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল।

পঞ্জাব ও বরোদা হইতে ছয় জন পালোয়ান আসিলে জঙ্গ বাহাদুর উহাদের কুস্তি দেখেন গুর্খা পালোয়ানেরাই জয়ী হয়। যাহারা হারিয়াছিল জঙ্গ বাহাদুর তাহাদেরও প্রচুর পুরস্কার দিয়াছিলেন।

১৮৬১ অব্দের জানুয়ারিতে জঙ্গ বাহাদুর তরাই জঙ্গলে বহু সংখ্যক ব্যাঘ্র ও গণ্ডার শিকার এবং বন্যহস্তী ধৃত করেন। তাঁহার সহিত ৩০৭ টী নেপালী রাজহস্তী ছিল। একটা প্রকাণ্ড বোড়া সাপ (৩০ হাত লম্বা) মারিয়া তাহার পেট চিরিয়া একটী ছোট হরিণশিশু পাওয়া যায়। প্রতি বৎসরই তরাই জঙ্গলে শিকার হইত।

লীলাধর নামক এক ব্যক্তি জঙ্গ বাহাদুরের পিতার নিকট কার্য্য করিত। সে ২৪ বৎসর পরে ২৩০০৲ টাকার একখানি খত দাখিল করে। আইনজ্ঞেরা তমাদির উল্লেখ করিলে জঙ্গ বাহাদুর ঘৃণার সহিত ঐ আপত্তির প্রত্যাখ্যান করেন। সম্ভবতঃ খতখানি জালি—নচেৎ এতদিন পরে

আসিল কেন? এ আপত্তিও জঙ্গ বাহাদুর অগ্রাহ্য করিয়া শতকরা দশ টাকা সুদ সহ উহার পরিশোধ করেন। এবং বলেন "যদিই জানি না হয়! সে সময়ে যে পিতার প্রকৃতই একটু টানাটানি পড়িয়াছিল!"

জঙ্গ বাহাদুর ছদ্মবেশে সর্ব্বদাই নানাস্থানে গিয়া সৈনিক, দর্জ্জি দোকানদার, শিকারী, কসাই, কৃষক, মজুর, পল্লীগ্রামের ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেরই সহিত দেশের অবস্থা এবং রাজকার্য্য ও রাজনীতি সম্বন্ধে অবাধে কথাবার্ত্তা কহিতেন। সাধারণ ধর্ম্মবুদ্ধি এবং বিবেচনাশক্তি সকল মনুষ্যেরই আছে। রাজকার্য্য পরিচালনে সাধারণের হাত নাই। অথচ তাহাদেরই আশা ও অভিলাষগুলি সহানুভূতির সহিত জানিয়া সেই অভাব ও অভিযোগের নিরাকরণ রাজকার্য্য পরিচালনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত! জঙ্গ বাহাদুর দেখাইয়া গিয়াছেন যে রাজশক্তি যদি একজন সক্ষম সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে থাকে তাহাতেই সাধারণ প্রজার সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা।

নেপালের পোষ্ট আফিসের কার্য্য বড়ই কঠিন। দেশের রাস্তা নাই। দেশকে স্বাধীন রাখার জন্য উহাকে দুর্গম রাখাই উচিত, সকল নেপালীরই এই দৃঢ় বিশ্বাস। জঙ্গ বাহাদুর সমগ্র নেপালের ডাক বিলির বন্দোবস্ত এরূপ অবস্থায় যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহা করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে রাস্তা এবং সেতু প্রস্তুতও করাইয়া ছিলেন।

স্থানে স্থানে রাস্তা এবং সেতু প্রস্তুতও করাইয়াছিলেন। শিক্ষা বিভাগেরও অযত্ন হয় নাই।

প্রতিবৎসর জুলাইমাসে পজনি বা সকল সেরেস্তার পরিদর্শন ও বার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রস্তুত হয়। ঐ সময়ে জঙ্গবাহাদুর অপরিমিত পরিশ্রম করিতেন।

তিনি তিব্বতের দিকের সকল গিরিবর্ত্মের জরিপ করাইয়া একখানি বৃহৎ নক্সা প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন।

মহারাজাধিরাজ একজন উচ্চ নেপালী রাজকর্ম্মচারীকে স্বহস্তে মারপীঠ করায় জঙ্গবাহাদুর রাজধানীতে গিয়া অনুসন্ধানে কর্ম্মচারীর কোন দোষই ছিলনা জানিতে পারেন। মহারাজাধিরাজের উপর তাঁহার দৃঢ়তা, ধীর ও গম্ভীর ভাবের জন্য অনেকটা ব্যক্তিগত শক্তি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা মহারাজাধিরাজের যৌবন কালের অদম্য ক্রোধ এবং নিষ্ঠুরতা অনেকটাই কমিয়া গিয়াছিল। তিনি পূর্ণ সম্মানের সহিত যাহা বলিতেন মহারাজাধিরাজ তাহা মানিয়া লইতেন।

একদিন কোন গ্রামের ভিতর দিয়া অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে জঙ্গ বাহাদুর একটী স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে তাহার স্বামী তাহাকে সামান্য ত্রুটীর জন্য যষ্টি দ্বারা প্রহার করিতেছে। লোকটাকে ডাকাইয়া জঙ্গ বাহাদুর তাহার দুই মাসের জন্য কয়েদের হুকুম দিলেন। তাঁহার সর্ব্ব বিষয়েই পূর্ণ

অধিকার ছিল। তখন স্ত্রীলোকটা জঙ্গ বাহাদুরের পদ-তলে পতিতা হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিল। জঙ্গ বাহাদুর লোকটাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে তাহার পতি-ব্রতা পত্নীর খাতিরেই যে সে এ যাত্রা রক্ষা পাইল তাহা সে কখন ভুলিবে না। গ্রামের মণ্ডলকে বলিয়া দিলেন যে অকারণে কেহ পত্নীকে প্রহার করিলে তাঁহার নিকট সম্বাদ পাঠাইতে হইবে।

কুচবিহার হইতে অনেকগুলি লোক নেপালে আসিয়া বাস করিতেছিল তাহারা পরিশ্রমী ও নিরীহ চাষী। কিন্তু নেপালীরা উহাদের ঘৃণা করিত এবং জল আচরণীয় জ্ঞান করিত না। উহাদের আচার ব্যবহার ও চালচলন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জঙ্গ বাহাদুর উহাদের উচ্চবর্ণের অনুকরণে শুচি হইয়া থাকা জানিলেন তখন উহাদের মুখ্য ব্যক্তিদিগের হস্ত হইতে জল লইয়া প্রকাশ্য দরবারে ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর অনুমোদন-সহ পান করেন। সর্দ্দারেরাও সকলেই তাহাই করিলেন। উহারা জল আচরণীয় এবং আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন হইয়া গেল। দেশীয় হিন্দুরাজ্যে কতবার কত স্থলে এইরূপ সামাজিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুসংস্কার হইয়া গিয়াছে।

তরাইয়ের উর্ব্বরা ভূমির আবাদ বৃদ্ধি জন্য নূতন আবাদি জমির সাত বৎসর কোন রাজকর লাগিবে না এইরূপ সুব্যবস্থা করা হয়। তিনজন জেলার হাকিম ঘুষ লয়েন সম্বাদ পাইয়া রীতিমত অনুসন্ধান ও বিচার করা

হয়। দোষ প্রমাণিত হইলে উহাদের "সমস্ত সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত দণ্ড" দেওয়া হইয়াছিল।

জঙ্গ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎজঙ্গের কঠিন গ্রহণী পীড়া হইয়াছিল। রোগমুক্তি হইলে মন্দিরে এবং দরিদ্রদিগকে অর্থ দান করা হয়। ঐ উপলক্ষ্যে যে সকল নেপালী বৃদ্ধা ও দরিদ্রা স্ত্রীলোক ঐ সময়ে কাশীবাস করিতেছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু অর্থ দ্বারা তৃপ্ত করা হয়। নেপালী চরিত্রে হিন্দুভাব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। ভদ্র কাশীবাসী দরিদ্রা বিধবারা যে প্রকৃষ্ট দানের পাত্র ব্রিটিশ ভারতের কোন রাজা মহারাজা তাহা আজও বিশেষভাবে স্মরণ করেন!

১৮৭০ অব্দের মে মাসে চীনসম্রাট টংচের পত্র লইয়া চীনীয় দূত আসিলে তাঁহার মহাসমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করা হয় এবং তাঁহাকে অনেক বুদ্ধমন্দির দেখান হয়। ঐ বৎসরই জঙ্গ বাহাদুরের এক কন্যা যুবরাজের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন।

পরবৎসর জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র জেনারেল পদম্ জঙ্গ গোরক্ষপুরের এক ক্ষত্রিয় জমিদারের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। প্রতিবৎসরই জঙ্গ বাহাদুর গোকর্ণ এবং নাগার্জ্জুনে কিছুকাল করিয়া থাকিতেন।

১৮৭১ অব্দের নবেম্বর মাসে জঙ্গ বাহাদুর হরিহর ছত্রের মেলায় আসিয়াছিলেন। তথায় লর্ড মেয়ো তাঁহার

বিশেষ সমাদর করেন। জঙ্গ বাহাদুর প্রায় দুই লক্ষ টাকার অশ্ব হস্তী ও দ্রব্যজাত খরিদ করিয়া ব্যাপারী-দিগকে উৎসাহ দেন।

ঐ বৎসর হরিহর ছত্রের মেলায় অত্যন্ত ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইলে তিনি অবিলম্বে মোতিহারীতে চলিয়া যান কিন্তু পথে তাঁহার রোগ হয়। ওলাউঠা বলিয়াই সন্দেহ হয়; কিন্তু শেষটা উহা রক্ত আমাশায়ে পরিণত হয়। নেপালী কবিরাজের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়া ছিলেন। প্রথমে যে ডাক্তারী চিকিৎসা হয় তাহাতে উপকার হয় নাই। রোগ সাংঘাতিক বলিয়াই অনেকের মনে হইয়াছিল। সুস্থ হইয়া নেপালে ফিরিয়া জঙ্গ বাহাদুর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি জন্য যত্ন করেন। তদুপলক্ষ্যে অনেক উদ্ভিদ কাবুল সিকিম ও কাশ্মীর হইতে আনাইয়া নাগার্জ্জুনে লাগাইয়া ছিলেন।

১৯শে এপ্রিল ১৮৭২ জঙ্গ বাহাদুর চীন সম্রাটের নিকট হইতে "থোয়াং পিং পিম্মা কো-কো-বং ওয়াং সিয়ায়াং" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার অর্থ—"যোদ্ধৃ-নায়ক, সর্ব্বকার্য্যে দক্ষতাপূর্ণ, সাহসী প্রজার শক্তিমান রাজা"। দরবারে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের সমক্ষে এই পদবী এবং চীনীয় পোষাক প্রদত্ত হয়। জঙ্গ বাহাদুর এই সম্মানে বিশেষ তুষ্ট হইয়া ছিলেন। তাঁহার স্বদেশী মাত্রেই "সাহসী প্রজা" বলিয়া স্বীকৃতি ইহাতে ছিল। কয়েক দিন পরেই বাঘমতী এবং মানোয়া নদীর সঙ্গমস্থলে পুণ্যক্ষেত্রে তিনি ব্রাহ্মণ-

দিগকে এক সহস্র ধেনুদান করেন। স্বর্ণরথ এবং স্বর্ণহস্তী (মোট ওজন ৫০০ তোলা) দান করাও হইয়াছিল।

নামোথার বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিতেরা জঙ্গবাহাদুরের নিকট কয়েক খানি তাম্রশাসন দেখাইয়া বলেন যে নেপালের প্রাচীন বৌদ্ধ রাজারা মন্দিরের জন্য যে নিষ্কর ভূমি দিয়াছিলেন তাহা গোর্খা অধিকার কালে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল এবং মন্দিরের দশা শোচনীয়। জঙ্গ বাহাদুর ঐ নিষ্কর ভূমির প্রত্যর্পণ করায় নেপালের বৌদ্ধ প্রজারা বিশেষ তুষ্ট হইয়াছিলেন। জঙ্গবাহাদুরের মনে হিন্দু-সুলভ স্বধর্মভক্তি এবং পরধর্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা এবং সকলেরই সম্বন্ধেই ন্যায়পরতা রক্ষার অভিলাষ ছিল।

১৮৭৪ অব্দের ২০শে সেপ্টম্বর জঙ্গ বাহাদুর কলিকাতায় গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ৮০ জন নেপালী কর্ম্মচারীর সহিত যাত্রা করেন। ১০ই এবং ১১ই অক্টোবর তাঁহার বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। নেপালের সীমা লইয়া কয়েক স্থলে বহু বৎসর ধরিয়া একটু মতের অমিল ছিল। সে সমস্তই এই সাক্ষাৎকারে ঠিক হইয়া গেল।

নেপালে ফিরিয়া গিয়া জঙ্গ বাহাদুর দ্বিতীয় বার ইউরোপ যাত্রার ইচ্ছা করেন। কুমার বীরেন্দ্র বিক্রম সাহ নয় জন জেনারেল, ছয় জন কর্ণেল, ১২০ জন সৈন্য, ৭৫জন চাকর, ২ জন সর্দ্দার এবং ২ জন কবিরাজ সঙ্গে ছিলেন। ইঁহারা ১১ই জানুয়ারী ১৮৭৪, বেনারসে পৌঁছিলেন।

তথায় খয়রাগড়ের রাজা এবং নেপালের বৃদ্ধা মহারাণী লক্ষ্মীদেবী ও তাঁহার পুত্রদ্বয় উহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১৩ই জানুয়ারী এলাহাবাদে পৌঁছিয়া স্নান করিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সার জন ট্র্যাচি (উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট) সাহেবকে পত্র লিখিলে তিনি উত্তর দেন যে স্নানের ঘাটে তিনি কোন অস্ত্রধারী নেপালী সৈন্য লইয়া যাইতে পাইবেন না। এই উত্তরে জঙ্গ বাহাদুর ক্ষুব্ধ হইয়া স্নান করার ইচ্ছাই ত্যাগ করেন। এবং বলেন যে ব্রিটিশ ভারতের রক্ষা জন্য যে নেপালী সৈন্য নিজেদের রক্তপাত করিয়াছে "তাহাদের যথায় যাইতে নিষেধ" তথায় তিনিও যাইতে পারেন না এবং তাঁহার সঙ্গীও কেঁহ যাইবেন না।

এই গোলযোগের সম্বাদ কলিকাতায় তারযোগে পৌঁছিলে বড়লাট সাহেব অবিলম্বে স্নানের ঘাটে নেপালী সৈন্য দিগকে সশস্ত্র যাওয়ার অধিকার দিয়া পাঠাইলেন। জঙ্গ বাহাদুর জানাইলেন ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া তথায় স্নান করিবেন।

এলাহাবাদ হইতে জঙ্গ বাহাদুর জব্বলপুরে এবং তথা হইতে নাসিকে গমন করেন। ২১শে জানুয়ারী বোম্বাই পৌঁছিলে তথায় সার দিনকর রাও এবং একজন প্রসিদ্ধ শিকারী রুসীয় প্রাও ডিউক তাঁহার সহিত দেখা করেন। পাঁচ দিন বোম্বাইয়ে থাকিয়া জঙ্গবাহাদুর ৩।০ লক্ষ

টাকার মুক্তা ও হীরকাদি রত্ন ক্রয় করিয়াছিলেন। এক দিন মহালক্ষ্মী ষ্ট্রীটে তাঁহার ঘোড়া হঠাৎ ভড়কাইয়া পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলে জঙ্গ বাহাদুর বুকে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। ডাক্তারে একমাস চিকিৎসা এবং বিশ্রাম করার প্রয়োজন দেখাইয়া বিলাত যাত্রা তখন স্থগিত করিলে, মহারাণীরা নেপাল হইতে বোম্বাইয়ে আসিয়া পর বৎসর পর্য্যন্তই উহা স্থগিত রাখার মত করাইলেন।

১লা মার্চ্চ জঙ্গ বাহাদুর বোম্বাই হইতে ফিরিলেন। ৭ই মার্চ্চ প্রয়াগে ত্রিবেণী স্নান করিয়া বেনারসে গেলে তথায় মহারাজা বিজয় নগরম্, মহারাজা ইন্দোর এবং মহারাজা বেনারস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ২০শে এপ্রিল জঙ্গ বাহাদুর কাঠমাণ্ডুতে পৌছেন।

১৮৭৫ অব্দের ২৩শে জানুয়ারী প্রিন্স অফ ওয়েলস (পরে সপ্তম এডোয়ার্ড) ফিরাপিস জাহাজ হইতে কলিকাতায় প্রিনসেপ ঘাটে অবতরণ করেন। জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র জেনারেল বাবর জঙ্গ তথায় তথায় উপস্থিত ছিলেন। পরদিন নেপালী দূতগণ যুবরাজকে নেপালের জঙ্গলে শিকার করিতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ঐ নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য হয়।

১৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৫ই মার্চ্চ যুবরাজ নেপালের জঙ্গলে শিকার করেন জঙ্গ বাহাদুরের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। যুবরাজের সহিত লর্ড উইলিয়ম বেরেসফোর্ড, সার্জ্জন জেনারেল কেরার প্রিন্স উইলিয়ম (ব্যাটেন

বার্গ) গ্রাফিক প্রভৃতি সচিত্র ইংরাজী কাগজের ফটো-গ্রাফার প্রভৃতি ছিলেন। জঙ্গ বাহাদুর তাঁহার পত্নীর সহিত যুবরাজের দেখা করাইয়া দিলে যুবরাজ বলেন যে তাঁহার মাতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে বিশেষ করিয়া মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইতে আদেশ দিয়াছিলেন যে তাঁহার সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ও প্রকৃত বন্ধুর এবং তাঁহার পরিবার বর্গের কুশল জন্য তিনি সর্ব্বদা ঈশ্বর স্থানে প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

যুবরাজ শিকারে বিশেষ আনন্দ উপভোগ এবং নেপালী-দিগকে শিষ্টাচারে মুগ্ধ করিয়া ব্রিটীস রাজ্যে ফিরিবার সময় তঁহার সেক্রেটারীর দ্বারা জঙ্গ বাহাদুরকে বলেন যে নেপালী সৈন্য ও শিকারীদিগকে তিনি কিছু বক্‌শিস্ দিতে চাহেন। জঙ্গ বাহাদুর বলেন যে তাহাদের দেশের মহামান্য অতিথির সহিত সংসৃষ্ট থাকিতে পাইয়া সকলেই ধন্য হইয়াছে। বক্‌শিসের কর্ম্ম কেহই করে নাই। তদ্ভিন্ন তিনি ইংলণ্ডে থাকাকালে তাঁহার শরীর রক্ষা জন্য নিযুক্ত ইংরাজ সৈন্যদিগকে তিনি কিছু "উপহার" দিতে চাহিলে তাহা শিষ্টাচারের সহিত প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল। এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য হইল না।

পশ্চিম নেপালের জঙ্গল হইতে ফিরিবার সময় জঙ্গ বাহাদুর একটী ক্ষুদ্র বিদ্রোহের সম্বাদ পাইলেন। একজন গুর্খা সন্ন্যাসী প্রচার করিয়াছিল যে মনস্কামনা দেবী তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন যে জঙ্গ বাহাদুরকে হত্যা

করিয়া নেপালে স্বর্ণযুগ আনয়ন করার ভার তাহার উপর পড়িয়াছে এবং সে লক্ষ্মণের অবতার। মূর্খ ১৫০০ লোক তাহার পক্ষে জড় হইলে জঙ্গ বাহাদুর "দেবীদত্ত" নামক রেজিমেণ্ট ভণ্ড সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। উহারা সামান্য যুদ্ধের পর লক্ষ্মণ সন্ন্যাসীকে ও ১২ জন প্রধান বিদ্রোহীকে ধৃত করিয়া বাঁশের খাঁচায় পুরিয়া পাঠাইয়া দিলে অপর ছয়জন বিদ্রোহীনায়ককে বধ দণ্ড দেওয়া হয় এবং ভণ্ড সন্ন্যাসীকে মনস্কামনা দেবীর মন্দিরের সম্মুখেই (তাঁহার পবিত্র নাম অপকার্য্যের জন্য ব্যবহার করার জন্য) ফাঁসি দেওয়া হইল।

১৪ই মে ১৮৭৬ জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র নরজঙ্গ অতিরিক্ত অহিফেন খাইয়া মারা যান। অক্টোবর মাসে সংবাদ আসিল যে তির্ব্বতীয়েরা সীমানার নিকট অপরিমিত শস্য সংগ্রহ করিতেছে। নেপাল গবর্ণমেণ্ট সন্দেহ করিলেন বুঝি কোনরূপ যুদ্ধাদি ঘটিবে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে দুর্ভিক্ষের ভয়েই শস্য সংগ্রহ হইতেছে।

যুবরাজের সহিত শিকারের সময়ে ডাক্তার ফেরার জঙ্গ বাহাদুরকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার হৃৎপিণ্ডে চর্ব্বি জমিতেছে এবং তাঁহার মৃত্যু যে কোন সময়ে হঠাৎ ঘটিতে পারে। তিনি এজন্য কাঠমাণ্ডুতে ফিরিয়া আসিয়াই জমি জমা টাকা কড়ি পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন।

২৭শে নভেম্বর জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র জেনারেল বাবর

জঙ্গ ক্ষয় রোগে বাঘমতী তীরে দেহত্যাগ করেন। দুই পুত্রের শোকে জঙ্গ বাহাদুর কাতর হইয়াছিলেন। বাবর জঙ্গের একটা নৈসর্গিক শিষ্টভাব এবং সামরিক প্রতিভা ছিল এবং সে জন্য জঙ্গ বাহাদুরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পুত্র ছিলেন।

মনের চাঞ্চল্য হইলেই জঙ্গ বাহাদুর শিকারে বাহির হইতেন। এবারেও তাহাই করিলেন। (৬।১২।১৮৭৬) তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তিতা মহারাণীরাও এবারে সঙ্গ লইলেন। জঙ্গ প্রসাদ নামক তাঁহার প্রিয় মত্ত হস্তীটা মরিয়া গিয়াছে সম্বাদ পাইয়া ২৩।২।১৮৭৭ জঙ্গ বাহাদুর বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী গোবিন্দ দ্বাদশীর দিন তাঁহার অত্যন্ত শীত বোধ হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অমর জঙ্গ নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "একে?" মহারাণী এরূপ প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসায় জঙ্গ বাহাদুর বলিলেন তিনি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। কবিরাজ হাত দেখিয়া বলিলেন যে নাড়ী ছাড়িতেছে। মহারাজা জঙ্গ বাহাদুরকে পাল্কী করিয়া বাঘমতী তীরে লইয়া যাওয়া হইল। পথে সন্দেহ হইল যে হয়ত পাল্কীতেই দেহত্যাগ করিবেন। তখন তাঁহার স্বজাতীয় রাইফল রেজিমেণ্টের সৈন্যগণ নিম্নজাতীয় বাহকদিগের স্কন্ধ হইতে পাল্কী গ্রহণ করিল। বাঘমতী তীরে কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। শেষ সময়টা মুখের উপর অপূর্ব্ব শান্তির ছায়া

আসিয়াছিল এবং আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া অস্পষ্টভাবে ঠোঁট নাড়িয়া নাম জপ করিতে করিতে রাত্রি দুই প্রহরের অব্যবহিত পূর্ব্বে জঙ্গবাহাদুর দেহত্যাগ করেন।

পাঁচজন মহারাণীই সহমরণে যাইতে চাহেন কিন্তু প্রধানা মহারাণী দুইজনকে তাঁহাদের ছোট ছোট ছেলে-দের জন্য জীবন রাখিতে অনুজ্ঞা করিলেন। জঙ্গ বাহাদুর সহমরণ পছন্দ করিতেন না; এই কথা বলিয়া তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রগণ অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে কথা তিন রাণী অগ্রাহ্য করিলেন। প্রধানা মহারাণী হিরণ্যগর্ভ কুমারী জঙ্গ বাহাদুরের সহিত এক চিতায় এবং অপর দুই মহারাণী দুই পার্শ্বের দুই চিতায় আরোহন করিলেন। প্রধানা মহারাণী উপস্থিত নেপালী সর্দ্দার এবং প্রধান ব্যক্তিবর্গকে বলিলেন যে মহারাজার এক-মাত্র উদ্দেশ্য ছিল নেপালের সর্ব্ববিধ কল্যাণ। অপর হস্তে শান্তি থাকিতেছে না দেখিয়াই তিনি উচ্চপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার বাহিরের বিপদ হইতে রক্ষা এবং সর্ব্বপ্রকার আভ্যন্তরিক অত্যাচারের নিবারণ তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যদি তিনি বাক্যে, ব্যবহারে, চিন্তায় কখন কোন অন্যায় করিয়া থাকেন, কোন ক্ষতি কাহারও তাঁহার দ্বারা হইয়া থাকে সেজন্য তাঁহার প্রাণা-পেক্ষা প্রিয় নেপালীগণ যেন তাঁহাকে মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার অক্ষয় শান্তির জন্য একবাক্যে প্রার্থনা করেন।

বড় মহারাণীর আদেশে চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হইল। নেপালের হিন্দু রাজ্যটীর শান্তি উন্নতি এবং স্বাধীনতা রক্ষা সম্বন্ধে জঙ্গ বাহাদুরের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। হাইদর আলি এবং বাজিরাও এবং রণজিৎ সিংহের ন্যায়ই তিনি সক্ষম পুরুষ ছিলেন। নেপালের ইতিহাসে নেপাল-সূর্য্য মহারাজাধিরাজ পৃথ্বিনারায়ণ সাহ এবং ইংরাজ যুদ্ধের ক্ষতি নিবারক মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ ভীমসেন থাপার পরই তাঁহার নাম করিতে হয়। তাঁহার ডায়ারি হইতে তাঁহাকে এবং নেপালকে সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারা যায় বলিয়াই তাঁহার দৈনন্দিন লিপি হইতে অনেক সম্বাদ বিশেষ কোন ঐতিহাসিক ঘটনাসংস্কৃষ্ট না হইলেও দেওয়া হইয়াছে। যদি মহারাজাধিরাজ পৃথ্বিনারায়ণের মন্ত্রী ভীমসেনের ডায়ারি থাকিত তাহা হইলে নেপালী ছবির এই বিবরণ উপন্যাসের ন্যায়ই চিত্তরঞ্জক হইত সন্দেহ নাই।

জঙ্গ বাহাদুরের যৌবনকালের অসমসাহস এবং সামর্থ্যের তুলনা খুব কমই পাওয়া যায়। কেহ কেহ তাঁহাকে উনবিংশ শতাব্দীর "রুস্তম" বলিয়াছেন। কোন সময়ে যুবরাজ তাঁহাকে অশ্ব সহিত পুল হইতে ৮০ ফিট নিম্নে নদীগর্ভে ঝম্প দিয়া পড়িতে আদেশ করিয়া বলেন যে তিনি শুনিয়াছেন যে কার্য্য করিয়া যদি পৃথিবীতে কেহ প্রাণ লইয়া বাহির হইতে পারে ত তিনি জঙ্গ বাহাদুর; অতএব ঐ তামাসা দেখান হউক জঙ্গ বাহাদুর ঐ নিষ্ঠুর আদেশ পালন করিয়াছিলেন। যখন অশ্বটী

পতিত হইতেছে সেই সময় মধ্যে তিনি উহার পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হন; এবং যে মুহূর্ত্তে অশ্ব নদীজলে পড়ে সেই মুহূর্ত্তে ঐ জলে পায়ের ধাক্কা দিয়া উল্লম্ফন করেন। তাহাতে পতনের আঘাত কম লাগে। তাহার পর বর্ষায় নদীর স্রোতে এক ক্রোশ ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই পরীক্ষার পর অপর একটা শুষ্ক কূপে পড়িবার আদেশ হইয়াছিল। সে বারে পরদিন পড়িব বলিয়া জঙ্গ বাহাদুর কয়েক বস্তা তুলা কূপমধ্যে রাত্রিকালে ফেলাইয়াছিলেন এবং সেবারেও অক্ষতশরীরে রক্ষা পান।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

রণদীপ সিংহ ও বীর সমসের সিংহ।

নেপালের একাদশ প্রধান মন্ত্রী রণদীপ সিংহ জঙ্গ বাহাদুরের ভ্রাতা। উঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধীর সামসের তখন প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। অল্প দিন মধ্যেই মহারাজাধিরাজ সুরেন্দ্র বিক্রম সাহের মৃত্যু হইলে (তাঁহার পৌত্র) পৃথ্বীবীর বিক্রম সাহ নেপালের সিংহাসনে আরোহন করিয়াছিলেন।

জঙ্গ বাহাদুর ব্যবস্থা করিয়া যান যে তাঁহার ভ্রাতারা পর পর মন্ত্রীপদ পাইবেন। সেই জন্য রণদীপ সিংহের প্রধান মন্ত্রীর সর্ব্বকর্তৃত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনরূপ বিরুক্তি কোন দিক হইতেই ঘটে নাই। মহারাজা রণদীপের পর

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেনারেল ধীর সামসেরের মন্ত্রীত্ব পাইবার কথা। কিন্তু ধীর সমসেরের মৃত্যু রণদীপ সিংহের জীবদ্দশাতেই (১৮৮৪) ঘটিল। তখন জঙ্গবাহাদুরের পুত্রগণ স্থির করিলেন তাঁহাদের পালা আসিবে। ধীর সমসেরের পুত্রেরা ভাবিলেন তবে ত আমাদের শাখার পালাটা একবারও আসিবে না! জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রগণের এবং ধীর সমসেরের পুত্রগণের মধ্যে ভবিষ্যৎ মন্ত্রীপদের জন্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতার সূত্রপাত হইল। ধীর সমসেরের পুত্র বীর সমসের কলিকাতায় ডবটন কলেজে পড়িয়াছিলেন। তিনি নেপালে ফিরিয়া আসিয়া কুটিল চক্রান্তে লিপ্ত হইলেন। রণদীপ সিংহের মৃত্যুর পর মন্ত্রীত্বপদের স্নায্য অধিকারী জঙ্গ বাহাদুর সিংহের পুত্র দিগকেই সৈন্তদল সহায়তা করিতে পারে এবং তখন তাহাদিগের সহিত বিবাদে জয় পরাজয় অনিশ্চিত ইহা বুঝিতে পারিয়া চক্রান্তকারীরা অবিলম্বেই কার্য্যারম্ভ ব্যবস্থা করিল। রণদীপ সিংহ একান্ত ধর্ম্মভীরু এবং পূজাপাঠনিরত নিরীহ লোক ছিলেন। তিনি শৌর্য্য বীর্য্যের দ্বারা নেপালী সৈন্তকে মুগ্ধ রাখেন, জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরাও তখন নিশ্চিন্ত নাই। সুতরাং চক্রান্তকারী দিগের পক্ষে কাল বিলম্ব না করাই শ্রেয়ঃ বোধহইল।

রণদীপ সিংহ রাজাধিরাজকে বড়ই ভাল বাসিতেন এবং সেজন্ত রাজবাটীতেই অনেকটা সময় থাকিতেন। তিনি রাজবাটীতে পূজায় নিরত থাকাকালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র

বীর সমসের প্রমুখ চক্রান্তকারীদলের হস্তে নিহত হইলেন (২২।১১।১৮৮৫)। বিদ্রোহীদল অবিলম্বেই অতর্কিত আক্রমণে জঙ্গ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎ জঙ্গকে এবং তাহার পৌত্র যুদ্ধ প্রতাপ জঙ্গকে হত্যা করে। জেনারেল পদ্ম জঙ্গ প্রভৃতি জঙ্গ বাহাদুরের অন্যান্য পুত্রগণ এবং রণদীপের পুত্র খোজ নরসিংহ এবং তাঁহাদের দলস্থ অনেকে ইংরাজ রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করেন।

বীর সমসের সিংহকে জঙ্গ বাহাদুর বড়ই ভাল বাসিতেন এবং একটী সৈন্য দলের কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন। তাঁহার উপর সৈনিক এবং আফিসরদিগের পদচ্যুতির অধিকার পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল! তাহার দ্বারা জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রদিগের হত্যা বড়ই ঘৃণিত কার্য্য হইয়াছিল।

রণদীপ সিংহের হত্যা হইবামাত্র ইংরাজী শিক্ষিত বীর সমসের মহারাজাধিরাজের নিকট গিয়া বলিলেন যে দুরাকাঙ্ক্ষা বশতঃ রণবীর জঙ্গই মন্ত্রীকে হত্যা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জঙ্গবাহাদুরের পুত্র রণবীর জঙ্গের সহিত ঐ হত্যার কোন সংস্রবই ছিল না।

মহারাজাধিরাজকেও হত্যা করিয়া জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রগণ একেবারে অধিরাজত্বই অধিকার করিতে চাহে এই মিথ্যারটনা করিয়া ভীত রাজাধিরাজকে সঙ্গে লইয়া বীর সমসের সিংহ নিজের অধীনস্থ সৈন্যদলের ছাউনিতে গেলেন। মহারাজাধিরাজকে উহার সঙ্গে আসিতে দেখিয়া

সৈন্ত দলেরও বিশ্বাস হইল যে বীর সমসেরের উক্তিই প্রকৃত। তখন রাজভক্ত নেপালীছবি সৈন্ত জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রদিগের উপর একান্তই ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল। এই সুযোগে বীর সমসের নিজেকে মহারাজাধিরাজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী বলিয়া প্রচার করিলেন। এবং জঙ্গ বাহাদুরের প্রাসাদ (থাপা থালি) এবং অন্যান্য স্থানে তাঁহার পুত্রদিগকে এবং তাহাদের অনুচরদিগকে হত্যা করিতে সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র জগৎ জঙ্গ এবং তাঁহার পুত্র যুদ্ধ প্রতাপ জঙ্গ হত হইলেন। রণদীপ সিংহের একমাত্র পুত্র জেনারেল খোজ নরসিংহ তাঁহার পিতামহ জঙ্গ বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য করিতেন এবং তেরাই এলাকার কমিশনর ছিলেন। তিনিও ব্রিটিশ রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইয়া ছিলেন।

ডিগ্‌বি সাহেব তাঁহার "নেপাল এবং ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে রেসিডেন্ট বার্কলি সাহেবের বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন :—"বার্কলি সাহেব একটু কড়া হইয়া কার্য্য করিলে বিদ্রোহী[illegible]ভয় পাইত এবং রেসিডেন্সি হইতে জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা আবার একটা রাষ্ট্রবিপ্লব সংসাধিত করিতে পারিত এবং তাহা হইলেই ১৮৫৭।৫৮ অব্দে মিউটিনির বিপদকালে জঙ্গ বাহাদুর যে বন্ধুত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহার মর্য্যাদা রক্ষা হইত; কিন্তু জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা রেসিডেন্সিতে

আদর যত্ন পাইলেন না; নেপালের নূতন প্রধান মন্ত্রীর সহিত রেসিডেণ্ট কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন; হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা ব্রিটিশ অধিকারে পলায়ন করিয়া আসিলেন।"

ডিগবি সাহেবের এই মত প্রকৃতপক্ষে সমিচীন নহে। এই উপলক্ষ্যে রেসিডেণ্ট এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট যে প্রকৃতই নেপালের প্রতি বন্ধুর ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। নেপালের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া উহার স্বাধীনতা হ্রাস করিয়া দিলে "ব্যক্তি-বিশেষের স্মৃতির প্রতি মৌখিক সম্মাননা দেখান হইত বটে, কিন্তু সমগ্র জাতিটার প্রতি অবমাননা করা হইত এবং স্বদেশভক্ত স্বাধীনতাপ্রিয় জঙ্গ বাহাদুরের মৃত আত্মা তাঁহার পুত্রদিগের দুর্দ্দশায় যতটুকু না বিচলিত হইয়া থাকিবেন, নেপালের স্বাধীনতায় ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপে তদপেক্ষা "কোটীগুণ" বিচলিত হইতেন— ইহাতে সন্দেহ নাই।" জঙ্গ বাহাদুর বাহিরের সাহায্য কখন লন নাই। বৈদেশিক সাহায্যে তাঁহার পুত্রদিগকে স্বাধীন ছত্রি সমাজের অকথ্য এবং অনন্ত ঘৃণা সহ, উচ্চপদ পাইতে দেখিলে কাহার না দুঃখ হইত। জঙ্গ বাহাদুরের বংশে মীরজাফরাদির মত ইতিহাসে কলঙ্কিত নাম না হওয়াই শ্রেয়ঃ। ফলতঃ ঐরূপ ক্ষণিকের ঐহিক প্রতিপত্তি এবং স্বদেশেরও চির অবনতি জঙ্গ বাহাদুরের বংশীয়দিগের শেষ পর্য্যন্ত ভাল লাগিত না। [উহাদের কেহ কেহ ঐ

চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া ভালই হইয়াছে একথাই বলেন।] ফলতঃ ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট নেপালের প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করিয়া উচিত পথই ধরিয়াছিলেন এবং জঙ্গ বাহাদুরের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তাঁহার স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। জঙ্গ বাহাদুরের হতাবশিষ্ট পুত্রদিগের ভারতে বা ইংলণ্ডে আন্দোলনে বিচলিত হইলেন না; এরূপ সুবিধা পাইয়াও নেপালের আভ্যন্তরিক বিপ্লবে হস্তক্ষেপ করিলেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে নেপালী ছবি মাত্রেই একজন্য রেসিডেন্ট সাহেবের এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞ এবং জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা যে বৈদেশিক সাহায্য লইয়া স্বদেশে বলপূর্ব্বক ঢুকিতে চাহিয়াছিল সেজন্য উঁহাদের অধঃপতন সুসঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই একবাক্যে স্থির করিয়া রাখিয়াছে।

"বীর সমসেরের সাধু পিতৃব্য হত্যা বড়ই দোষের—কিন্তু নেপালীছবি যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের বা প্রতিহিংসার জন্য স্বাধীন নেপালের পবিত্রভূমিতে বৈদেশিক সৈন্যের প্রবেশ করাইবার কল্পনা করিতে পারিল তাহাদের নির্ব্বাসন শ্রীভগবানের কৃপায় ঘটিয়া যাওয়ায় এবং তাহাদের হৃদয়ের ময়লা এরূপ সুস্পষ্ট প্রকাশ পাওয়ায় এই অন্যায় হত্যাকাণ্ড সংসৃষ্ট নেপালের পক্ষে পরম মঙ্গলকর ঘটনা।"—তেজস্বী নেপালী ছবি অনেকেই এই ভাবের কথাই আমাকে বলিয়াছেন। অনেককে বলিতে শুনা যায় যে জঙ্গ বাহাদুর এরূপ মন তাঁহার বংশে কাহারও হইবে

পারে বুঝিলে তিনি স্বহস্তেই নির্ব্বংশ হইতেন! নিরক্ষর সাধারণ গুর্খা বীরদিগের মন এমনই দেশভক্তি পরিষিক্ত।

খোদ নরসিং কাঠমাণ্ডুতে যথেষ্ট ইংরাজ সৈন্য স্থাপনের এবং তৎসাহায্যে রাজমাতার রাজাধিরাজের প্রতিনিধি স্বরূপে রাজ্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য ইংরাজদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়া আপনারাই একটা রাষ্ট্রবিপ্লব চেষ্টা করে; ঐ চেষ্টা নেপালী ছত্রির চক্ষে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের ন্যায় অকথ্য ঘৃণার বিষয় নহে। তবে রাজাধিরাজের শেষ আজ্ঞার বিরোধী বলিয়া বীর সমশেরের কৃত রাষ্ট্র বিপ্লবেরই ন্যায় দূষ্য—এই মাত্র।

পাটনা (বাঁকিপুরে) অবস্থান কালে জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা ৺বলদেব পালিত মহাশয়ের পুত্র বাবু যদুনাথ পালিতের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করেন। ৺বলদেব পালিত কমিশরিয়েটে কার্য্য করিতেন এবং সম্পত্তিশালী অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালায় ভর্তৃহরি কাব্য লিখিয়াছিলেন। অনেক প্রাচীন সিপাহী ও সুবেদারের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা ছিল। তদুপলক্ষ্যে তাঁহার পুত্রেরও ঐ শ্রেণীর লোকের সহিত জানা শুনা হইয়াছিল। বাবু যদুনাথ পালিত সবল শরীর এবং উদ্যমশীল যুবক ছিলেন এবং এক সময়ে হুগলী কলেজে বি, এ, ক্লাশে পড়িয়াছিলেন। কথিত আছে যে

বন্ধুত্বের খাতিরে তিনি এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পড়েন। জন কতক নির্ব্বাসিত নেপালীও যোগ দেয়।

একজন ইংরাজ জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রদিগকে পড়াইতেন। তাঁহার সাহায্যে কলিকাতা হইতে কতক বন্দুক পিস্তল এবং টোটা সংগৃহীত হয়। হঠাৎ একদিন ঐ দলের লোকেরা ২।১০ জন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে গিয়া নেপালের সীমানায় মিলিত হয়। শুনা যায় যে বাবু যদুনাথ পালিত যোদ্ধ্‌বেশে ঐ দলের সহিত নেপালে প্রবেশ করেন। নেপালী সাধারণে এবং সৈন্যেরা জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রদিগের প্রতি একান্তই বিরক্ত হইয়াছিল। উহারা যে বৈদেশিক সৈন্য সাহায্যে বল পূর্ব্বক নেপালের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়াছিল তাহা বীর সমসেরের যত্নে কুত্রাপি অজ্ঞাত ছিল না। নেপাল আক্রমণকারী দল কোন নেপালীরই অণুমাত্র সাহায্য পাইল না এবং অকৃত কার্য্য এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া ভারতে ফিরিল। নেপাল দরবারের অনুযোগে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রদিগকে এবারে একরূপ নজরবন্দীই রাখেন এবং বাবু যদুনাথ পালিতকে বহুকাল "গা ঢাকা" হইয়া থাকিতে হয়।

দ্বাদশ মন্ত্রী মহারাজা বীর সমসের ১৯০১ অব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মন্ত্রীত্বকালে কাঠমাণ্ডু নগরে জলের কল এবং ড্রেন হয়। বীর লাইব্রেরী, বীর হাসপাতাল প্রভৃতিও তাঁহার মন্ত্রিত্বকাল স্মরণীয় রাখিবে।



মহারাজা চন্দ্র সমসের জঙ্গ।

I. A. School, Bowbazar, Calcutta.

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

(দেব সমসের এবং চন্দ্র সমসের)

মহারাজা বীর সমসেরের পর মহারাজা দেব সমসের নেপালের (১৩শ) প্রধান মন্ত্রী হইলেন। কিন্তু দুই মাস মধ্যেই ষড়যন্ত্রের ফলে পদচ্যুত হইয়া নেপাল ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। এই মন্ত্রী পরিবর্ত্তনে কোনরূপ রক্তারক্তি হয় নাই। তাঁহার ভ্রাতা মহারাজা চন্দ্র সমসের নেপালের (১৪শ) প্রধান মন্ত্রী। ইঁহার আমলে তিব্বত যুদ্ধে (১৯০৪) ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে নেপালের সাহায্য পাইয়া ছিলেন। ইনি কাঠমাণ্ডুতে বৈদ্যুতিক আলোক ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীবীর বিক্রমসাহের মৃত্যু হইলে (ডিসেম্বর ১৯১১) তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয় শিশুপুত্র মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বিক্রম সাহ সিংহাসনারোহন করেন। মহারাজা চন্দ্র সমসের ইংলণ্ড দর্শন করিয়া (১৯০৮) আসিয়াছেন। তিনি বহুপত্নী গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যা। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহন সমসের জঙ্গ রাণা বাহাদুর ১৮৮৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজা চন্দ্র সমসেরের আমলে নেপালের রাজ কার্য্যে অনেক বিষয়ে সুব্যবস্থা হইয়াছে। নেপালে সুগম পথ বা রেল প্রস্তুত হওয়া জাতীয় ইচ্ছার প্রতিকুল। নেপা-

লীরা নেপালকে দুর্গম রাখিতে চাহে। ইহার উৎপন্ন শস্য বাহির হইয়া যাওয়া উহারা পছন্দ করে না; কিন্তু টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা কতকটা রাখায় রাজকার্য্যের সুবিধা এবং লোকের ও কিছু সুবিধা হইবে।

নেপাল আপনার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া হিন্দুসম্মত ভাবে আপনার ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি করিতে থাকুক। মন্ত্রী পরিবর্ত্তণের রক্তারক্তি ব্যাপার ব্যতীতই যেন হিমাচলাশ্রিত পুণ্যভূমি নেপাল সর্ব্বাপেক্ষা সক্ষম মন্ত্রী পাইতে থাকে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

(সাধারণ কথা)

(১) কুলটার দণ্ড।—নেপালী ছত্রিদিগের মধ্যে কুলটা স্ত্রীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। যে পুরুষ কোন ছত্রি মহিলাকে বিপথ গামিনী করে তাহাকে ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী বা অভিভাবক কুকরি দ্বারা স্বহস্তে হত্যা করিতে অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত। কিন্তু জঙ্গ বাহাদুরের সময় হইতে আর বিনা বিচারে হত্যা হয় না। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে সাধারণের সমক্ষে ঐরূপে বধ করিতে দেওয়া হয়। দোষী ব্যক্তিকে কয়েক গজ অগ্রে থাকিয়া পলায়নের সুবিধা দিবার নিয়ম আছে কিন্তু কার্য্যতঃ কেহ

দৌড়িয়া পলাইতে পারে না। কুকবিংক্ত অনুসরণকারী স্বামী দুর্ব্বল বা বয়োধিক হইলে দুইধারে দণ্ডায়মান দ্রষ্ট-বর্গের কেহ না কেহ পলায়নকারীর পায়ের সম্মুখে একটু পা বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে ভূমিপাতিত করিয়া দেয়!

(২) দণ্ড।—গোহত্যা ও মনুষ্যহত্যা এবং পরদারে—বধদণ্ড দেওয়া হয়। জঙ্গ বাহাদুর ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া হস্ত পদচ্ছেদ প্রভৃতি দণ্ড উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এখন জেলে কয়েদ জরিমানা, সম্পত্তি, বাজেয়াপ্ত প্রভৃতি দণ্ডেরই প্রয়োগ হয়। এই হিন্দু রাজ্যে ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। ১৯১৫ অব্দে ইয়ুরোপের মহাযুদ্ধ কালে জর্মণেরা বেলজীয় পাদ্রিকে ও ইংরাজ ধাত্রীকে গুপ্তচর বলিয়া বধ করায় বিশেষ নিন্দনীয় হইয়াছিল; কিন্তু কোন ইয়ুরোপীয় দেশেই স্ত্রীলোকের ও পাদ্রির মৃত্যু দণ্ড "নিষিদ্ধ" নহে। প্রকৃত আর্য্যধর্ম্মীরা ীলোক বধ করা দূরে থাকুক উঁহাদিগকে কোন প্রকার দৈহিক দণ্ড দিতে অক্ষম। নেপালে ব্রাহ্মণের এবং স্ত্রীলোকের জাতিচ্যুত হওয়া বা কয়েদ হওয়াই মৃত্যুদণ্ড তুল্য—সর্ব্বোচ্চ দণ্ড।

(৩) কয়েদী।—কয়েদীরা জেলে খাইতে শুইতে পায় এবং উহাদের জেলের পোষাক পরিতে হয়। উহাদের সর্ব্বত্র পূর্ত্ত কার্য্যে ব্যবহার করা হয়। সঙ্গে "ওয়ার্ডার" গিয়া কাজ দেখাইয়া দিয়া চলিয়া আইসে। উহারা সন্ধ্যা কালে আপনারাই জেলে ফিরিয়া আইসে; সঙ্গে সঙ্গে কোন পাহারা থাকে না।

(৪) দাসত্ব প্রথা।—অবস্থাপন্ন নেপালীমাত্রেরই গোলাম ও বাঁদী থাকে। দাস দাসীর মূল্য ১০০৲ হইতে ২০০৲ পর্য্যন্ত। দাসদাসীদের বিশেষ যত্ন করা হয়; উহারা সন্তুষ্টই থাকে। যদি কোন দাসীর গর্ভে মনিবের সন্তান জন্মে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করে। দাসের ঔরসজাত সন্তানই দাসজন্ম পায়। স্বাধীনের সন্তান এবং সেই সন্তানের মাতা অবশ্যই স্বাধীন—এই ভাবপ্রণোদিত নিয়ম।

(৫) জ্যোতিষী।—নেপালে জ্যোতিষীদিগের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব; প্রসিদ্ধ ভৃগুসংহিতা (লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ইহাতে বিবৃত আছে এবং আজও জন্ম সময় বা মৃত্যু সময় হইতে ভৃগু সংহিতোক্ত ফল উদ্ধার করিয়া অনেকটাই দেখা যায়) নেপালেই পাওয়া গিয়াছে। জ্যোতিষীদিগকে, জিজ্ঞাসা করিয়া তবে ঔষধ সেবন করা হয়।

(৬) বৈদ্য।—সকল বড় ঘরেই এক একজন বৈদ্য নিযুক্ত থাকেন।

(৭) মৎস্যদিগকে আহার্য্য দান।—খালে বিলে নদীতে মাছকে খাওয়ান পুণ্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত। ছোট ছোট ময়দার লেচির মধ্যে দেব দেবীর নাম লেখা টুকরা টুকরা কাগজ দিয়া জলে ফেলা হয়। ঐ গুলি গিলিলে মৎস্যগুলি আহার্য্য প্রাপ্তি এবং উদ্ধার দুইই হইবে এই বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে থাকায় অনেকেই এই কার্য্য করিয়া থাকেন।

(৮) ভাষা।—নেপালীগণ যে পাহাড়ী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা সংস্কৃত মিশ্রিত এবং উহা অপভ্রষ্ট দেবনাগরাক্ষরে লিখিত হয়। এই জন্য বাঙ্গালীর উহা শিখিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। নেপাল দরবার একটু উৎসাহ দিলেই স্কুলে কাছারিতে দেবনাগরী অক্ষরের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া যায় এবং সনাতনধর্ম্মী সুশিক্ষিত হিন্দু রাজার কর্ত্তব্য পূর্ণভাবে পালিত হয়। এতদ্বারা নেপালী ভাষা ভারতের সর্ব্বপ্রধান ভাষা হিন্দীর ক্রমশঃ আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া নেপালী সাধারণের জন্য হিন্দী সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার সহজগ্রাহ্য হইয়া পড়ে। এখন ভদ্রলোক মাত্রকে পৃথকভাবে হিন্দী শিখিতে হয়।

(৯) পশুপতিনাথ।—এই প্রধানতীর্থ কাঠমাণ্ডু হইতে তিন মাইল দূরে বাগমতীর পশ্চিমতীরে শ্রীশ্রীপশুপতি নাথের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটী সুউচ্চ। উপরিভাগ স্বর্ণমণ্ডিত। নেপালে আড়াই হাজারের অধিক দেবমন্দির আছে। কিন্তু মুসলমান হস্তে কোনটীই ভগ্ন হয় নাই। অপর জাতীয়ও কেহ ঐ সকল মন্দির এ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে নাই।

পশুপতিনাথের মন্দিরের নিকট অন্যান্য অনেক দেব মন্দির আছে তন্মধ্যে গুহ্যেশ্বরীর মন্দির সুপ্রসিদ্ধ।

বাগমতী নদী তীরে দুইখানি শিলা আছে। উহাতে মুমূর্ষুকে শায়িত করিলে তাহারা বাগমতীর জলে ঠেকে। এই দুইখানি শিলা নেপালের রাজাধিরাজ এবং মন্ত্রীর বা-

রাণা পরিবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। শিবরাত্রির দিন এখানে বৃহৎ মেলা হয়।

(১০) বাঙ্গালী।—সরকারী তোপ বন্দুকের কারখানায় শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ কর্ম্মকার নামক একজন বাঙ্গালী কারিকর বহুকাল হইতে কাজ করিতেছেন। শিক্ষক এবং ডাক্তার এবং উচ্চ কেরাণীর পদে কয়েকজন বাঙ্গালী নেপালে সম্মানের সহিত কার্য্য করিতেছেন।

(১১) স্ত্রীশিক্ষা।—নেপালে কোন কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া নারী পাহাড়ী এবং হিন্দী ব্যতীত সংস্কৃতও শিক্ষা করেন। সাধারণতঃ বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া দেশময় মেয়েদের লেখাপড়া শিখানর ব্যবস্থা নাই। তবে গৃহকার্য্য ও সন্তান পালনে উঁহারা বাটীর গৃহিণীর দ্বারাই সুশিক্ষিতা হইয়া থাকেন। রামায়ণাদি কথা শ্রবণে এদেশের স্ত্রীলোকদিগের এবং সাধারণতঃ পুরুষদিগের যে অত্যুচ্চ শিক্ষা হইত নেপালে এখনও তাহা অক্ষুণ্ণ এবং স্ত্রীপুরুষ অনেকেই দৃঢ়চরিত্র, ক্লেশসহিষ্ণু এবং ত্যাগী।

(১২) উন্নতি।—শ্রীমতী হেমলতা দেবী "নেপালে বঙ্গনারী" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে নেপালের বিভিন্ন বর্ণের এবং মহারাজাদির অনেক সম্বাদ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি রেল, টেলিগ্রাফ, ডাক, বালিকাবিদ্যালয়, স্কুল, কালেজ এবং ঘোড়ার গাড়ির অভাব দেখিয়া নেপালকে বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভাবিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন :—(ক) "ভারতের সনাতন অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা যদি কাহার দেখিবার সাধ থাকে ত নেপাল রাজ্যে গমন করিতে হয়।"

(খ) "দুই বৎসর স্বাধীন নেপালে বাস করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে হইল এ যে আমার স্বাধীন রাজ্যের স্বপ্ন! স্বাধীনতায় এ জাতি কি লাভ করিয়াছে!"

এখনকার বাঙ্গালীর ইংরাজী-সংসৃষ্ট স্ত্রী-শিক্ষা বা পুরুষ শিক্ষায় মনের কিরূপ বিকৃত অবস্থা হয় তাহা উপরি উদ্ধৃত কথা গুলিতেই সুপরিস্ফুট! "বালিকা বিদ্যালয়" একদিকে এবং "স্বাধীনতা" অপরদিকে ওজন করিয়া স্বাধীনতাকেই লঘু বলিয়া বোধ হইয়া যায়!!

কোন সাধু মহাত্মাকে কোন ইংরাজী শিক্ষিত বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মহাশয়! ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া কি হয়?" উত্তর পাইয়াছিলেন ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে ধর্ম্মরক্ষা হয়। তাহাতেই মনের একটু শান্তি ও সুখ; আর চাই কি?" স্বাধীনতা সম্বন্ধেও সেই কথা—"স্বাধীনতায়"—"স্বদেশীয়ের অধীনতায়," সেই "স্বাধীনতাই" লাভ। তজ্জন্য মনের একটু শান্তি ও সুখ; আর চাই কি?"—ইহাই প্রকৃত কথা। তাহা যদি না হইবে তবে "স্বায়ত্তশাসন" জন্য সকলে এত আবেদন নিবেদন করিতেছি কেন? ইংরাজরাজ তাহা একটু একটু করিয়া দিতেছেন এবং আরও অনেক পরিমাণে দিবেন বলিতেছেন বলিয়া সকলে এত কৃতজ্ঞ কেন? "সর্ব্বং আত্মবশং সুখং"।

(১৪) প্রজার সুখ দুঃখ।—গ্রামের কাজ গ্রামিক মণ্ডলেরাই করেন। আহার্য্যে ভেজাল খুবই কম। মোটা অন্ন বস্ত্রের কষ্ট নাই। আসবাবের জন্য ব্যাকুলতা নাই। অর্থোপার্জ্জন জন্য উন্মত্তভাবে ছুটাছুটি করিয়া বৃথা আয়ুক্ষয় নাই। * দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে বাঙ্গালীর যেরূপ অনেকটা শান্তি ও আনন্দ ছিল নেপালে সাধারণ প্রজার আজও তাহা আছে।

(১৪) অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ।—নেপালে এখনও প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে অনুলোম অসবর্ণ (উচ্চবর্ণের পুরুষের নিম্নবর্ণের কন্যাগ্রহণে) বিবাহ প্রচলিত আছে। এতদ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জন্মিয়া ক্রমশঃ দেশে অনেকটা আকার-সাম্য ঘটিয়া আসিতেছে। এই স্বাধীন হিন্দু রাজ্যে যাহার

---

* কোন কোন সুতীক্ষ্ণধী ইংরাজ লেখক আমাদের অনেক ইংরাজী শিক্ষিত বাবুদিগের অপেক্ষা সুস্পষ্ট বুঝিয়া সাত্ত্বিকভাবে বলিয়াছেন:—(1) That feverish state of existence which in enlightened Europe we call progress! সেই অষ্ট প্রহর জ্বরভোগের অবস্থা যাহা আমরা সুসভ্য ইউরোপে "উন্নতি" নাম দিয়া থাকি! (2), The race for physical comfort—শারীরিক সুখ-সাধক দ্রব্যাদির জন্য ঘোড়দৌড়ের মত ছুটাছুটি (3) There is a civilisation independent of furniture—আসবাব ছাড়াও এক প্রকার সভ্যতা আছে।—[সে সভ্যতা আচারে, ব্যবহারে, ভদ্রতায়।]

যে বর্ণের ইচ্ছা বলিয়া পরিচয় দেওয়ার যথেষ্টই বাধা আছে বলিয়া ইহা এখনও চলিতে পারিতেছে।

(১৫) জঙ্গ বাহাদুরের বংশপরিচয়।—নেপালস্থর্য্য মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীনারায়ণের প্রধান সেনাপতি রামকৃষ্ণ রাণা গেহলোট বংশীয় ছিলেন। তিনি প্রভুর কৃপায় যে ধন অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন তাহার সমস্তই লোক-হিতার্থে অর্জ্জন করিয়া ছিলেন, তাহা লোকহিতার্থে গুহ্যেশ্বরী হইতে পশুপতিনাথ পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুতে ব্যয় করেন। ঐ রাস্তা আজও বর্ত্তমান আছে। ইঁহার একমাত্র পুত্র রণজিতকুমার রাণা সোমেশ্বর ও লামজাং প্রদেশ নেপাল অধিকার ভুক্ত করেন এবং কুমায়ুনের রাজা সংসার চাঁদ যখন পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের অল্প সাহায্য পাইয়া ঐ রাজ্য পুনরুদ্ধার চেষ্টা করেন সেই যুদ্ধে রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করেন।

রণজিত কুমারের তিন পুত্র। বাল নরসিংহ, বলরাম এবং রেবত। বালনরসিংহই মহারাজাধিরাজ রণবাহাদুরের হত্যাকারী সের সিংহকে নিহত করেন। তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষে বাঘমতী নদীতে স্নান করিতেন এবং দুরন্ত শীতের সময়েও দুইঘণ্টা বুক পর্য্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেন। উঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে বখ্‌ত বীরের জন্ম হয়। দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে জঙ্গবাহাদুর, (রণ) বম বাহাদুর বদ্রিনরসিংহ, কৃষ্ণ বাহাদুর, রাণা দীপসিংহ, জগত সমসের এই সাত পুত্র এবং লক্ষ্মীশ্বরী এবং রণোদীপেশ্বরী

দুই কন্যার জন্ম হয়। জঙ্গবাহাদুরের মাতা মন্ত্রী ভীমসেন থাপার ভ্রাতা নেন সিংহের কন্যা।

(১৬) নেপালের স্থাপত্য শিল্প।—নেপালে বৌদ্ধ মন্দির, বুদ্ধমূর্ত্তি, হিন্দু দেবালয় নানা স্থানে আছে। প্রস্তরের উপর এবং কাষ্ঠের উপর কারুকার্য্য সুন্দর হয়। "পিক্চারেক্স নেপাল" এবং "নেপালে বঙ্গনারী" পুস্তকে অনেক ছবি আছে।

পাটন, ভাটগাঁও, পাল্পা এবং কাঠমাণ্ডুতে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ দৃষ্ট হয়।

(১৮) কুক্রী।—নেপালী কুক্রী বা ভুজালির কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হাতলটি খুব ছোট। গুর্খার ক্ষুদ্র কিন্তু সবল হস্তে ঐ অস্ত্রটী অসাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয়। কুক্রীর পৃষ্ঠদেশ পুরু, ডগা সূচীর ন্যায় সূক্ষ্ম, ধার ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ। কুক্রীর উপর দিকটা বক্র এবং নিচের দিকটাও অপরভাবে বক্র; কাটারির ন্যায় দুই দিক একভাবে বক্র নহে। এরূপ উৎকৃষ্ট ইস্পাতে ঐ ক্ষুদ্র কিন্তু ভারী অস্ত্র খানি প্রস্তুত হয় যে অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে ২৫।৩০ বৎসরেও মরিচা ধরে না। নেপালীরা উহা সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখে এবং সকল কাজেই লাগায়।

নেপালী যোদ্ধা অনেক সময়ে ক্ষিপ্রভাবে গুড়ি মারিয়া শত্রু পক্ষীয় অশ্বারোহী দলের আক্রমণের সময়েই ঘোড়ার পেটের নিচে গিয়া কুক্রীর দ্বারা ঘোড়ার পেট চিরিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে শত্রুর পা কাটিয়া দিয়াছে। দাঁতে কুক্রী

ধরিয়া অন্ধকারে বুকে হাঁটিয়া গিয়া গুর্খাযোদ্ধা ইউরোপীয় সমরে (১৯১৫—১৯১৬) জর্মণ ট্রেঞ্চে পৌঁছিয়া মারকাট করিয়াছে। শুধু কুক্রী হস্তে নেপালী শিকারী অবলীলাক্রমে ব্যাঘ্র শিকার করে। ব্যাঘ্র ঝম্প দিয়া উপরে পড়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সে উহার গলায় প্রচণ্ড আঘাত করিয়া সরিয়া পড়িতে পারে।



সমাপ্ত।